চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 189 Friday, 9 June, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১৮৯ সংখ্যা ❋ ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০, শুক্রবার, ৯ জুন, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

রাজধানীতে বজরং পুনিয়া, বিনেশ ফোগাটদের বিদ্রোহ এখনও থামেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের আশ্বাসে আপাতত ধর্নামঞ্চ থেকে সরেছেন তাঁরা। ...বিস্তারিত পাতা ৩

উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণার দাবি নিয়ে এবার বিজেপিকে আল্টিমেটাম দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষ নেতার। ...বিস্তারিত পাতা ৫

আগামী ২৩ জুন পর্যন্ত গ্রেফতার করা যাবে না নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরোর প্রাক্তন মুম্বইয়ের জোনাল ডিরেক্টর সমীর ওয়াংখেড়েকে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা নানা গুঞ্জন আর জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটেছে অবশেষে। লিওনেল মেসি বললেন, ''আমি ইন্টার মায়ামিতে যাচ্ছি।'' ...বিস্তারিত পাতা ৮

## 'রাজ্য নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনছে'

### কালিয়াগঞ্জ মামলায় চরম ভর্ৎসনা করলেন বিচারপতি

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুনঃ** কালিয়াগঞ্জে নাবালিকার মৃত্যুর তদন্ত করতে সিট গঠন করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। তিন সদস্যের সেই সিট-কে তদন্তের ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশ কোনও সাহায্য করছে না বলে রীতিমতো অসন্তোষ প্রকাশ করলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। কার্যত সিবিআই-কে তদন্তভার দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। গত এপ্রিলে কালিয়াগঞ্জে এক নাবালিকার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য-রাজনীতি। ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন প্রতিবেশীরা। ওই নাবালিকার দেহ টানতে টানতে নিয়ে যাওয়ার যে ছবি দেখা গিয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল পুলিশকে। সেই মামলায় প্রাক্তন পুলিশ কর্তা পঙ্কজ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও পুলিশ আধিকারিক দময়ন্তী সেনকে সদস্য হিসেবে রেখে সিট গঠন করেছিল হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার মামলার শুনানিতে রাজ্যকে কার্যত ভর্ৎসনা করে বিচারপতি মান্থা বলেন, ''পুলিশ সিট-কে সাহায্য করছে

না। এভাবে রাজ্য নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনছে। এবার কি সিবিআই দিলে খুশি হবেন?'' সিট যাতে তদন্ত করতে না পারে, রাজ্য সেই চেষ্টা করছে বলেই উল্লেখ করেছেন বিচারপতি। তাঁর বক্তব্য, ইচ্ছে করে আদালতের নির্দেশ অমান্য করেছে রাজ্য। কেন এমন আচরণ করা হল, তা নিয়ে মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্টও তলব করেছেন বিচারপতি। রাজ্য অবশ্য সাহায্য না করার অভিযোগ মানতে নারাজ। রাজ্যের তরফে আইনজীবী অমল সেন আদালতে বলেন, ''রাজ্য এ ব্যাপারে কিছু জানে না। মামলাটি ডিভিশন বেঞ্চে উল্লেখ করা হয়েছিল। তখন গৃহীত হয়নি।'' তাঁর দাবি, আগামী সপ্তাহে যে কোনও দিন শুনানি হোক। তার মধ্যে ফের ডিভিশন বেঞ্চে যাবে রাজ্য। তবে রাজ্য যে কিছু জানে না, এই যুক্তি মানতে নারাজ বিচারপতি। তিনি বলেন, ''এটা কী ধরনের আচরণ? রাজ্য সব জানে। ইচ্ছে করে আদালতের রায় মানা হয়নি।'' ডিভিশন বেঞ্চের তরফে যখন কোনও স্থগিতাদেশ নেই, তাহলে সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ কেন মানা হল না? সেই প্রশ্নই তুলেছেন বিচারপতি। বিচারপতি মান্থা আরও বলেছেন, ''সিটের সদস্যরা বর্ষীয়ান, দক্ষ আধিকারিক। তাঁরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের এহেন আচরণে।'' আদালত গঠিত সিটের অন্যতম সদস্য উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস জানান, রাজ্যের অসহযোগিতা সত্ত্বেও কাজ করেছে সিট। ইতিমধ্যে সিটের পক্ষ থেকে আদালতে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। প্রাক্তন সিবিআই কর্তা বলেন, ''সব তথ্যের স্ক্রুটিনি করা হয়েছে। আমাদের কেউ সাহায্য করেনি। যদি ওই পরিবারের বিশ্বাস ও রাজ্যবাসীর বিশ্বাস ফেরাতে হয়, তাহলে রাজ্য পুলিশের উপর নির্ভর করলে হবে না। সিবিআই-কে ছাড়া এই তদন্ত সম্ভব নয়।'' উপেন বিশ্বাস জানিয়েছেন, দময়ন্তী সেন অসুস্থতার কারণে তদন্তে যোগ দিতে পারেননি। পরে দেখা যায়, তাঁকে রাজ্য বদলি করে দিয়েছে। তাঁর দাবি, সৎ উদ্দেশ্য থাকলে রাজ্য এমন সিদ্ধান্ত নিত না।

## ৮ জুলাই একদফায় পঞ্চায়েত নির্বাচন, ১১ জুলাই ফল প্রকাশ

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুনঃ** সব জল্পনা শেষ। ঘোষণা হল পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন। আগামী ৮ জুলাই হবে ভোটগ্রহণ। ঘোষণা করলেন নয়া নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, আজ, বৃহস্পতিবার থেকেই নির্বাচনী বিধি কার্যকর হচ্ছে। আগামিকাল, শুক্রবার থেকেই মনোনয়ন জমা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। ১৫ জুন পর্যন্ত মনোনয়ন জমা নেওয়া হবে। আর মনোনয়ন তুলে নেওয়ার শেষ তারিখ হল ২০ জুন। একদফাতেই ভোটগ্রহণ হবে বলে জানানো হয়েছে। ১১ জুলাই প্রকাশ হবে ভোটের ফল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নেওয়া হবে কি না, সে ব্যাপারে কমিশনের তরফে কিছু জানানো হয়নি। তবে কমিশনার বলেছেন, ''রাদ্য পুলিশের উপর আস্থা রাখা উচিত। সরকারি কর্মচারীরা আমাদের সহকর্মী। আমাদের উপর আস্থা রাখতে বলব।'' ভোট নিয়ে জল্পনা ছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। তবে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে বারবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বিরোধী দলগুলি। গতবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে বহু জায়গায় বিরোধীদের মনোনয়ন জমা দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। ভোটে কারচুপির অভিযোগও তুলেছিলেন বিরোধীরা। এবার তাই নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

থাকলেও, রাজ্য নির্বাচন কমিশন সে ব্যাপারে কোনও দিশা দেখায়নি। মোট ২২টি জেলায় ভোটগ্রহণ হবে, তার মধ্যে দার্জিলিং ও কালিম্পং- এই দুই জেলায় দ্বিস্তরীয় নির্বাচন ও বাকি ২০টি জেলায় ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে। বিরোধীরা বারবার শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পক্ষে সওয়াল করেছেন। তাঁদের দাবি, ভোট যখনই হোক না কেন, তাতে যেন কোনও সন্ত্রাসের ঘটনা না ঘটে। বিজেপির কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, ''আমরা চাইছিলাম ভোট ঠিক সময়ে হোক। তার জন্য বিজেপি প্রস্তুত আছে। ভোট না হলে কেন্দ্রের টাকা আসবে না, উন্নয়ন হবে না, মানুষ বঞ্চিত হবে।''

## ৪ ঘণ্টার জিজ্ঞাসাবাদ সামলে সিজিও ছাড়লেন রুজিরা

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুনঃ** জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দফতরে পৌঁছেছিলেন তিনি। প্রায় চার ঘণ্টা পরে বিকেল ৪টে ২০ নাগাদ ওই দফতর থেকে বেরোলেন রুজিরা। তবে বেরোনোর সময় তিনি কোনও মন্তব্য করেননি। যে ভাবে গাড়ি নিয়ে ঢুকেছিলেন বেলায়, সেই ভাবেই বেরিয়ে গেলেন বিকেলে। রুজিরাকে বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা নাগাদ ইডি সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হওয়ার জন্য নোটিস পাঠিয়েছিল। তিনি যদিও এসেছিলেন সাড়ে ১২টা নাগাদ। সকাল থেকেই কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় ঘিরে ফেলা হয়েছিল গোটা সিজিও কমপ্লেক্স। ইডি দফতরের বাইরে বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে রাখা হয়। সূত্রের খবর, রুজিরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে দিল্লি থেকে ইডির আধিকারিকেরা সিজিও কমপ্লেক্সে এসেছিলেন। তাঁদেরই এক জন পঙ্কজ কুমার। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন সহকারী অধিকর্তা পর্যায়ের এক কর্তাও। সূত্রের খবর, বেলা ১২টা ৫ মিনিট নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলে রুজিরা। সাড়ে ১২টা নাগাদ সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছন তিনি। রুজিরা বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লি থেকে আসা ইডির ওই আধিকারিকেরাও সিজিও কমপ্লেক্স ছেড়ে বেরোন। রুজিরাকে বৃহস্পতিবার জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''এটা আমার পারিবারিক ব্যাপার। দয়া করে এ বিষয়ে আমায় কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। ও ভাল মেয়ে। প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে এবং শান্ত মেয়ে। ও নিজে বলবে নিজের কথা।'' সোমবার কলকাতা বিমানবন্দরে আটকানো হয়েছিল রুজিরাকে। দুবাইয়ের বিমান ধরার জন্য ওই দিন সকাল ৭টা নাগাদ দুই সন্তানকে নিয়ে কলকাতার বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বিমান ধরার আগেই অভিবাসন দফতরের কর্মীরা 'বাধা' দেন রুজিরাকে। বেশ কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করার পর বিমানবন্দর ছেড়ে বেরিয়ে যান অভিষেক-পত্নী। সেই সময় রুজিরাকে আটকানোর প্রসঙ্গ টেনে এনে কেন্দ্রীয় সরকারের 'অমানবিকতা' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দাবি করেছিলেন, বিদেশে যাওয়ার বিষয়ে তদন্তকারী সংস্থা ইডিকে আগে জানিয়েছিলেন রুজিরা। ইডির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ''সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি দেওয়া ছিল। যদি ও কখনও বাইরে যায়, তবে ইডিকে জানাবে। সেই অনুযায়ী ও ইডিকে জানিয়েছে অনেক দিন আগেই। তখন ইডি বলতে পারত 'তুমি যেও না।' কিন্তু বিমানবন্দরে গিয়ে নোটিস ধরানো হাতে, যে ৮ তারিখে তুমি এসো..., অমানবিক জিনিস চলছে।'' সরব হয়েছিলেন অভিষেকও। জানিয়েছিলেন, তাঁর জনসংযোগ যাত্রায় বাধা দেওয়ার জন্যই এ সব করা হচ্ছে। অভিবাসন দফতর সূত্রের খবর, ইডির একটি

মামলায় রুজিরার নামে 'লুক আউট' নোটিস জারি হয়েছে। তাই তাঁর বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ রয়েছে বলে দাবি করে তারা। যদিও অভিষেকের ঘনিষ্ঠমহল সূত্রে খবর, ইডির ওই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট অভিষেক এবং রুজিরাকে রক্ষাকবচ দিয়ে জানিয়েছিল, তাঁদের বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই, তা সত্ত্বেও রুজিরাকে বিমানবন্দরে বাধা দেওয়ার বিরুদ্ধে অভিষেক আইনি পদক্ষেপ করতে পারেন বলেও জানা গিয়েছিল তৃণমূল সূত্রে। তবে এই প্রথম নয়, এর আগেও ইডির দফতরে হাজিরা দিয়েছেন রুজিরা। গত বছর জুন মাসে শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে ইডি দফতরে গিয়েছিলেন তিনি। কয়লা পাচার মামলায় অভিষেক ও তাঁর স্ত্রী রুজিরাকে বেশ কয়েক দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি। অতীতে ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক ও তাঁর স্ত্রীকে দিল্লিতেও তলব করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সমন পেয়ে দিল্লিতে ইডির দফতরে হাজিরা দিয়েছিলেন অভিষেক। কিন্তু রাজধানীর ইডি দফতরে হাজিরা দেননি রুজিরা। পরিবর্তে কলকাতার ইডির দফতরে হাজিরা দেন অভিষেক-পত্নী।

## বন্দে ভারত নিয়ে মমতার কটাক্ষ

# কেমন ইঞ্জিন নিয়ে এসেছে, গাছ পড়লেও ক্ষতি হয়

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুনঃ** বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে নতুন একাধিক বিষয়ে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘোষণা হল এ বার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে অভিযোগ জানানো যাবে। সেই বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট ফোন নম্বরের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই ফোন নম্বরটি হল ৯১৩৭০৯১৩৭০। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে বলেন, সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত এই নম্বরে ফোন করে নির্দিষ্ট অভিযোগ জানানো যাবে। মমতা এ দিন বলেন, ''আমি আপনাদের সকলকে জানাই সাধারণ মানুষকে যাতে দ্রুত পরিষেবা দেওয়া যায়, জেলায় জেলায় ৫৫০টি বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, অনেক সমস্যার সমাধান হয় না। আমদের দিদি-কে বলো পার্টি থেকে হয়েছিল। কিন্তু এটা সরকার থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। ৯১৩৭০৯১৩৭০-এই নম্বরে সোমবার থেকে শনিবার সকাল ১০টা সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই লাইন খোলা থাকবে।'' মমতা এদিন উল্লেখ করে, ''মানুষের কথা শোনার জন্য আরও আধুনিক ব্যাবস্থা করা হল। আমরা টাকা পাচ্ছি না, 'বাংলার বাড়ি' সেন্ট্রাল বন্ধ করে দিয়েছে। যখন চালু হবে তখন আমরা করে দেব। দিল্লিতে আবার যখন নতুন সরকার আসবে, তখন আবার সেই প্রকল্প নেব।'' পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন, ''এর আগে ৫৫০টির বেশি রিভিউ মিটিং করেছি। দুয়ারে সরকার, পাড়ায় সমাধানের মাধ্যমে ৬ কোটি ৭৭ লক্ষ লোককে আমরা পরিষেবা দিতে পেরেছি। এ ছাড়া মানুষ যাতে অভাব অভিযোগ জানাতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে সিএম গ্রিভান্স সেলে ২২ লক্ষ অভিযোগ জমা পড়েছে। ৯৮ শতাংশের বেশি অভিযোগের সমাধান হয়েছে। এটা নজিরবিহীন।'' নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে একদিকে করমণ্ডল এক্সেপ্রেসে দুর্ঘটনা ও বন্দে ভারত নিয়ে মত প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে মমতার মত, রেল পরিষেবার ক্ষতি করে দিয়েছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। পাশাপাশি বন্দে ভারত ট্রেনের পরিষেবা নিয়েও কেন্দ্রকে আক্রমণ করেন মমতা। এ দিন মমতা বলেন, ''বন্দে ভারতের নাম-কে আমি সম্মান করি। কিন্তু কেমন ইঞ্জিন নিয়ে এসেছে দেখো, একটা গাছ এসে পড়ল, বন্দে ভারতের ক্ষতি হয়ে গেল। এইরকম রেলের অবস্থা আগে দেখিনি। আগে রেলের কোনও সমস্যা হলে আমরা আলোচনায় বসতাম।'' সব মিলিয়ে করমণ্ডল এক্সেপ্রেসে দুর্ঘটনার সূত্র ধরেই রেল দফতর পরিচালনার প্রক্রিয়া নিয়েই প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা এদিন বলেন, ''রেলের ক্ষতি করে দিল। আগে রেলের বাজেট শোনার জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করতাম। সবাই আসতেন আমার কাছে রেলের জন্য। কেউ একজন ট্রেন পেলে খুশি হয়ে যেতেন। এখন রেল দফতরকে বিক্রি করে দিচ্ছে আস্তে আস্তে।'' এর আগেও এই নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন, সেই কথা ফের উল্লেখ করে মমতা বলেন, ''ক'দিন আগেই মালদহ গিয়েছিলাম। আমরা আলাদা বগি ভাড়া করে গিয়েছিলাম। যাওয়ার সময় ধাক্কা দিতে দিতে গিয়েছিল।'' এর আগে রেলমন্ত্রী হিসাবে ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ''আমি রেলের সঙ্গে তিন বছর ছিলাম। রেল-কে হাতের তালুর মতো চিনি। সিবিআইকে কেন আগে তদন্ত দেওয়া হল, আসলে সব ধামাচাপা দেওয়ার জন্য।'' রাজ্যে সাম্প্রতিক অতীতে বিভিন্ন সময়ে দেখা গিয়েছে পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে পুলিশকর্মীরা নিজেরাই আক্রান্ত হয়েছেন। আবার কখনও কোনও ঘটনা ঘটার পর স্থানীয় থানার থেকে পুলিশকর্মীরা দেরিতে গিয়ে পৌঁছনোর অভিযোগও উঠেছে। তা নিয়ে স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে অসন্তোষও তৈরি হয়েছে। সেই সব ঘটনার কথা কানে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। এদিন 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' কর্মসূচি নিয়ে কথা বলার সময়ে নবান্ন সভাঘরে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে এল সেই প্রসঙ্গও। বৈঠকে ভার্চুয়ালি উপস্থিত জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের উদ্দেশে মমতার পরামর্শ, কোথাও কোনও ঘটনা ঘটলে, বিডিও ও স্থানীয় থানার আইসিরা যাতে আগে পদক্ষেপ করেন, সেই বিষয়টির দিকে নজর দেওয়ার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ''প্রথমে যখন ঘটনা ঘটে, তখন স্থানীয় থানার আইসিরা বিষয়টি জানতে পারেন। কিন্তু আইসি যদি তিন ঘণ্টা পরে যান, তখন ঘটনাটি অন্য রূপ নিতে পারে। থানার আইসিরা সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে যাবেন। কিন্তু দুইজন পুলিশ নিয়ে চলে যাবেন, এটা যেন না হয়। দশটা গুন্ডা তৈরি হয়ে, পুলিশকে মারছে এটা তো ভাল নয়। আপনার যা লোকবল রয়েছে, সেই লোকবল নিয়েই যেতে হবে। পরে প্রয়োজন হলে আরও লোক চেয়ে নেবেন।''

### '১০টা গুন্ডা পুলিশকে মারছে এটা ভাল নয়', আইসিদের আরও দায়িত্ববান হওয়ার পরামর্শ মমতার

## নন্দীগ্রামে মহামিছিলে 'না' পুলিশের, মামলা ঠুকলেন শুভেন্দু

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুনঃ** মিছিলের অনুমতি পেতে ফের আদালতের দ্বারস্থ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্রেই পুলিশের থেকে মিছিলের অনুমতি চেয়ে ফিরতে হয়েছে তাঁকে। তারপরই বৃহস্পতিবার আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শুভেন্দু। মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। শুক্রবারই শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মিছিল করে নন্দীগ্রামে যাওয়ার পরই পাল্টা এই মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন শুভেন্দু। আগামী ১৬ জুন নন্দীগ্রামে বিধায়কের কার্যালয় থেকে নন্দীগ্রাম জানকীনাথ মন্দির পর্যন্ত মিছিল করার কথা বিরোধী দলনেতার। মিছিল শেষে সভা করার পরিকল্পনাও রয়েছে। অভিযোগ, সেই মিছিল ও সভার জন্য আবেদন জানানো হলেও কোনও উত্তর মেলেনি পুলিশ-প্রশাসনের তরফে। কয়েকদিন আগেই তৃণমূলের 'নবজোয়ার' কর্মসূচি নিয়ে নন্দীগ্রামে গিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। চণ্ডীপুর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার হেঁটে নন্দীগ্রামে গিয়ে বিধায়ক শুভেন্দুকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন অভিষেক। এরপরই পাল্টা মহামিছিলের ডাক দেন শুভেন্দু। তিনি জানিয়েছিলেন, বহিরাগতদের নিয়ে

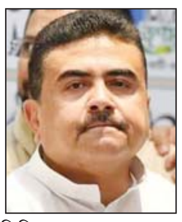

নয়, নন্দীগ্রামের মানুষকেও সামিল করবেন মহামিছিলে। প্রাথমিকভাবে ২০ জুন সেই মিছিল করার কথা জানানো হলেও, পরে জানা গিয়েছে, ১৬ জুন দিনটিকে বেছে নিয়েছে বিজেপি। ১৬ জুন দুপুর ৩ টেয় 'মহা পদযাত্রা' হবে বলে প্রচারও শুরু করা হয়েছে। অনুমতি না মেলায় সেই মিছিল নিয়েই তৈরি হয় জট। কখনও বাঁকুড়া, কখনও মালদহ, মিছিলের অনুমতি পেতে অনেকবারই আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছে শুভেন্দুকে। গত মে মাসেও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা অনুমতি দেওয়ার পরই বাঁকুড়ার সিমলাপালে মিছিল করতে পেরেছিলেন শুভেন্দু। তবে, মালদহে উল্টো চিত্র দেখা গিয়েছিল। হবিবপুরে সভা করতে চেয়ে মামলা হওয়ার পর আদালতের 'গ্রিন সিগন্যাল' পাননি বিরোধী দলনেতা।

## হাইকোর্টে ফের ধাক্কা খেল রাজ্য! পুর নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে সিবিআই তদন্ত নিয়ে 'বড়' নির্দেশ

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুনঃ** হাইকোর্টে ফের ধাক্কা খেল রাজ্য। পুর নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে সিবিআই তদন্ত নিয়ে এখনই কোনও হস্তক্ষেপ নয়। স্পষ্ট জানিয়ে দিল ডিভিশন বেঞ্চ। এমনকি, রাজ্যকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী বলেন, ''রাজ্য সুপ্রিম কোর্টে মামলার তথ্য লুকিয়েছে। এমন আচরণ রাজ্যের কাছে বরদাস্ত নয়।'' পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ডিভিশন বেঞ্চের (অবকাশ কালীন) নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে এসএলপি দাখিল করেছে রাজ্য। জুলাই মাসে এই এসএলপি মামলার শুনানি রয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সূত্রের খবর, সুপ্রিম কোর্টে এসএলপি-তে তথ্য লুকিয়েছে রাজ্য। রাজ্যের এমন আচরণ বরদাস্ত নয় বলে এদিন মন্তব্য করলেন হাইকোর্টের বিচারপতি। এদিন রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হয়, এ নিয়ে রাজ্য আগে লিখিতভাবে আবেদন করে ডিভিশন বেঞ্চে জানাক সুপ্রিম কোর্টের এসএলপি নিয়ে তারা কী করতে চায়, তারপরেই শুনানি। সোমবার দুপুর দুটোয় ফের শুনানি। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা ও পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত কি একই সঙ্গে হওয়া উচিত নয়? এদিন শুনানি চলাকালীন এই প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী। প্রসঙ্গত, গত বুধবারই পুর নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে রাজ্যের ১৪টি পুরসভায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে সিবিআইয়ের একাধিক দল। এমনকি, সল্টলেকে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের অফিস বিল্ডিংয়েও যান তদন্তকারীরা। সেই বিল্ডিংয়ের ৫ তলায় দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালান তাঁরা। প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি

তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্যের আবেদনের শুনানি ছিল আজ, বৃহস্পতিবার। এদিন বিচারপতি বলেন, ''এখন অয়ন শীলের ঘটনায় পুর-নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে তাঁর যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষক নিয়োগের ওএমআর এবং পুরসভায় নিয়োগের ওএমআর অয়ন শীলের সংস্থা থেকেই গিয়েছিল বলে দাবি করা হচ্ছে। তাহলে, এই দুই দুর্নীতি কি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়? এই দুই দুর্নীতির তদন্ত কি একত্রে হওয়া উচিত নয়? এই পরিস্থিতিতে এই দুই দুর্নীতিকে কি আদৌ আলাদা করা সম্ভব? এই দুই দুর্নীতিকে যদি আলাদা আলাদা জায়গায় দাঁড় করাতে হয় তাহলে সেটা কিভাবে সম্ভব হবে? যদি আলাদা করা সম্ভব হয় তখনই এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাহলে পুর-নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত কে করবে? রাজ্য না সিবিআই?'' প্রসঙ্গত, জানানো হয়, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আদালত সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। আদালতের নির্দেশ ছিল যে, আর্থিক দুর্নীতির সব দিক খতিয়ে দেখবে আদালত। নতুন করে কোনও দিক উন্মোচিত হলে সেটাও খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। তদন্তের নির্দেশের উপর সুপ্রিম কোর্ট কোনও হস্তক্ষেপ করেনি। গত ১৯ মার্চ ইডি-র জালে ধরা পড়ে প্রাক্তন তৃণমূল নেতা তথা শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ অয়ন শীল। তারপরে গত ২০ এবং ২১ মার্চ অয়ন শীলের চুঁচুড়ার বাড়ি ও সল্টলেকের অফিস ও ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালায় ইডি। সেখানেই উদ্ধার হয় পুর নিয়োগের ওএমআর শিট। সেই তথ্য আদালতে পেশ করে ইডি। সেই সময় মামলাটির শুনানি চলছিল বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চে। ইডির আবেদনের প্রেক্ষিতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন তিনি। এর পরে পুর নিয়োগ কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্ট যায় রাজ্য। সেখানে, হাইকোর্টের নির্দেশে ৭ দিনের অন্তর্বতী স্থগিতাদেশ দেয় আদালত। তারপরে মামলা সরে যায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা বেঞ্চে। তিনিও সিবিআই তদন্তের নির্দেশই বহাল রাখেন। এরপরে, ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ডিভিশন বেঞ্চ এবং বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের আপিল মামলা রিলিজ করে। এরপরে প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ নির্দিষ্ট করে রাজ্যের আপিল মামলার শুনানি জন্য। সেই মামলারই শুনানি চলছে। তাতেই বৃহস্পতিবার প্রথমার্ধে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এই প্রশ্নগুলি করেন রাজ্যকে।

## থাকছে ৫০০-র নোট, ফিরছে না ১০০০ স্পষ্ট করল আরবিআই

**নয়াদিল্লি, ৮ জুনঃ** ১৯ মে বাজার থেকে ২০০০ টাকার নোট তুলে নেওয়ার ঘোষণা করেছিল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। তারপর থেকে ফের ১০০০ টাকার নোট ফিরিয়ে আনা হবে কি না, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। জল্পনা রয়েছে, ৫০০ টাকার নোটও তুলে নেওয়া হবে কিনা, তা নিয়েও। বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে স্পষ্টতা দিল আরবিআই। এদিন মনিটারি পলিসি কমিটি বৈঠকের পর, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, ৫০০ টাকার নোট প্রত্যাহার করা বা ১০০০ টাকার নোট ফিরিয়ে আনার কোনও ভাবনা নেই আরবিআই-এর। নাগরিকদের এই বিষয়ে জল্পনা না করার জন্য অনুরোধ করেছেন তিনি। শক্তিকান্ত দাস আরও জানিয়েছেন, গত মাসে ২০০০ টাকার নোট প্রত্যাহারের ঘোষণা করার পর থেকে, এর মধ্যেই বাজারে চালু ২০০০ টাকার নোটগুলির প্রায় ৫০ শতাংশ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় ফিরে এসেছে। গত মাসে, ২০০০ টাকার নোট প্রত্যাহারের ঘোষণা করার সময় আরবিআই নোটগুলি ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ার বা বদলে নেওয়ার জন্য ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছিল। আরবিআই গভর্নর জানিয়েছেন, সেই ঘোষণার পরে ১.৮০ লক্ষ কোটি টাকার ২০০০ টাকার নোট ব্যাঙ্কে ফিরে এসেছে। এর মধ্যে প্রায় ৮৫ শতাংশ গ্রাহকরা তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলিতে জমা করেছেন। বাকিটা ব্যাঙ্কে বদলানো হয়েছে। শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, এই হিসেবটা 'তাঁদের প্রত্যাশার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ'। ২০০০ টাকার নোট জমা দেওয়া বা বিনিময় করার জন্য সাধারণ মানুষকে অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন তিনি। তবে সতর্ক করেছেন, শেষ মুহূর্তের ভিড় এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। ২০০০ টাকার নোট বাতিলের সময় আরবিআই জানিয়েছিল, যে উদ্দেশ্যে ২০০০ টাকার নোট বাজারে ছাড়া হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। তারা জানিয়েছিল, ২০১৬ সালের নভেম্বরে নোটবাতিলের পর, বাজারে নোটের চাহিদা দ্রুত পূরণ করার জন্যই ২০০০ টাকার নোটগুলি ছাড়া হয়েছিল। বর্তমানে বাজারে উপযুক্ত পরিমাণে ৫০০ টাকার নোট প্রচলিত আছে। তাই ২০০০ টাকার নোটের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আরও বলা হয়েছিল যে, প্রতিদিনের লেনদেনের কাজেও ২০০০ টাকার নোট বিশেষ ব্যবহার করা হয় না। তাছাড়া, ২০০০ টাকার নোটগুলির আয়ু ছিল ৫ থেকে ৬ বছর। ২০১৯ সালে শেষবার ২০০০ টাকার নোট ছেপে বাজারে ছাড়া হয়েছিল। কাজেই এখন যে নোটগুলি বাজারে রয়েছে, সেগুলির আয়ু প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভারত সরকারের 'ক্লিন নোট' নীতির কারণে, এমনিতেই সেগুলি তুলে নিতে হত।

# বাঁধ ভেঙে জলে ভেসে গেছে রুশ সেনারা, দাবি ইউক্রেনের

কিয়েভ, ৮ জুন ঃ ইউক্রেনের খেরসন অঞ্চলে একটি জলাধারের বাঁধ ধ্বংসে সৃষ্ট বন্যার জলে অনেক রুশ সেনা ভেসে গেছে বলে দাবি করেছে ইউক্রেন। ক্যাপ্টেন আন্দ্রিই পিডলিসনি নামে এক ইউক্রেনীয় সেনা কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সামরিক বাহিনীর একজন কর্মকর্তা। তিনি বলেছেন, বাঁধের জলে ভেসে গিয়েছে রুশ বাহিনীর অনেক সেনা। এতে আহত বা নিহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। সেনাবাহিনীর এ ক্যাপ্টেন আরও জানিয়েছেন, মঙ্গলবার যখন বাঁধটি ধ্বংস করা হয় তখন 'রুশ বাহিনীর কেউ পালাতে পারেনি।' দানিপ্রো নদীর অপরপ্রান্তে থাকা তাদের সকল রেজিমেন্ট জলের নিচে তলিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন আন্দ্রিই পিডলিসনি বলেছেন, তাদের পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করতে রাশিয়া ইচ্ছেকৃতভাবে বাঁধটি ধ্বংস করেছে। বাঁধটি খেরসনের নোভা কাখোভকা শহরে অবস্থিত। বর্তমানে রাশিয়ার দখলে রয়েছে কাখোভকা। ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন আন্দ্রেই প্লিডসনি দাবি করে বলেন, ড্রোন ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছিল, বাঁধটি ধ্বংস হওয়ার পর দানিপ্রো নদীর এক পাশের জল অপর পাশে অবস্থান নেওয়া রুশ সেনাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সেখানে তাদের কেউ বাঁচতে পারেননি। তাদের সব রেজিমেন্ট জলের নিচে তলিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে থাকা ইউক্রেনের সেনারাদের সামনেই বিষয়টি ঘটে। ইউক্রেন সেনাদের পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করতে রাশিয়া ইচ্ছেকৃতভাবে বাঁধটি ধ্বংস করেছে বলে দাবি ওই ক্যাপ্টেনের। তিনি বলেন, 'মঙ্গলবার রাত ৩ টার দিকে রুশ সেনা নিপ্রো নদীর বাঁ পাশে জলের উচ্চতা বাড়াতে কাখোভগা হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট উড়িয়ে দেয়। তাদের লক্ষ্য ছিল ভবিষ্যতে যেন ইউক্রেনীয় সেনারা পাল্টা আক্রমণ না চালাতে পারে সেটি নিশ্চিত করা।' এদিকে রাশিয়া বলছে, পাল্টা হামলার ব্যর্থতা আড়াল করতে ইউক্রেন নাশকতা চালিয়ে বাঁধটি ধ্বংস করেছে। উল্লেখ্য, নোভা কাখোভকা অঞ্চলের এই বাঁধটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটি কৃষক ও বাসিন্দাদের পাশাপাশি জাপোরিঝিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে জল সরবরাহ করত। এটি রাশিয়া অধিকৃত ক্রিমিয়ার দক্ষিণে জল সরবরাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেলও। এ বাঁধ ভেঙে গেলে অন্তত ৮০টি শহর ও গ্রাম প্লাবিত হতে পারে বলে আশঙ্কা ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির।

## অমৃতসরে পাকিস্তানি ড্রোন নামাল বিএসএফ, উদ্ধার হেরোইন

অমৃতসর, ৮ জুন ঃ পাঞ্জাবের অমৃতসরে আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে একটি পাকিস্তানি ড্রোন গুলি করে নামাল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বুধবার রাত ৯.১০ মিনিট নাগাদ অমৃতসর জেলার ভাইনি রাজপুতানা গ্রামের কাছে মৃদু শব্দ শুনতে পান বিএসএফ জওয়ানরা। তৎক্ষণাৎ ওই শব্দকে নিশানা করে বিএসএফ জওয়ানরা গুলি চালান। গুলি লেগে মাটিতে আছড়ে পড়ে ড্রোনটি। পরে তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় চাষের জমি থেকে ড্রোনটি উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া ড্রোনটি ডিজেআই ম্যাট্রিস ৩০০ আরটিকে সিরিজের কোয়াডকপ্টার। উদ্ধার হয়েছে দুই কেজি হেরোইনও।

## বিশ্ব মহাসাগর দিবসে চেন্নাইয়ের সৈকত পরিষ্কার করলেন রিজিজু

চেন্নাই, ৮ জুন ঃ বিশ্ব মহাসাগর দিবসে চেন্নাইয়ের সমুদ্র সৈকত স্বচ্ছ করে তুললেন কেন্দ্রীয় ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু চেন্নাইয়ের বেসন্ত নগর সমুদ্র সৈকত পরিচ্ছন্নতার কর্মসূচিতে অংশ নেন। সকলের সামনে তুলে ধরেন স্বচ্ছতার বার্তা। প্রসঙ্গত, প্রতি বছর ৮ জুন দিনটি বিশ্ব মহাসাগর দিবস হিসেবে পালিত হয়। সমুদ্র সৈকত স্বচ্ছতা কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু বলেছেন, শুধুমাত্র সমুদ্র সৈকত পরিষ্কার করার জন্য আমরা এখানে জড়ো হইনি, এই বিশ্ব মহাসাগর দিবসে আমাদের সমুদ্র সৈকতকে কীভাবে পরিষ্কার রাখা যায়, সে বিষয়ে একটি উচ্চস্বরে এবং স্পষ্ট বার্তা পাঠাতে আমরা জড়ো হয়েছি।

## শান্তি ফিরছে কোলহাপুরে গ্রেফতার ৩৬, চলছে পুলিশি টহল

মুম্বই, ৮ জুন ঃ ধীরে ধীরে শান্তি ফিরছে মহারাষ্ট্রের কোলহাপুরে। বৃহস্পতিবার এমনই দাবি করলেন কোলহাপুরের পুলিশ সুপার মহেন্দ্র পণ্ডিত। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, কোলহাপুরে বুধবার কিছু হিন্দু সংগঠনের সদস্য এবং পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় দাঙ্গা, সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি এবং বেআইনি সমাবেশের অভিযোগে ৩৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিন সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কোলহাপুরের পুলিশ সুপার মহেন্দ্র পণ্ডিত বলেছেন, কোলহাপুর শহর ও জেলার পরিস্থিতি বুধবার বিকেলের পর থেকে স্বাভাবিক রয়েছে। ৪ সিআরপিএফ কোম্পানি, ৩০০ পুলিশ কনস্টেবল ও ৬০ জন অফিসার মোতায়েন রয়েছেন। এদিকে, কোলহাপুর বিক্ষোভের পর ঔরঙ্গজেবের কুশপুতুল পোড়ানোর জন্য মহারাষ্ট্র পুলিশ আইন ৩৭, ১৩৫-এর অধীন মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার নেতা সন্দীপ দেশপান্ডে এবং অন্য ৪ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে।

## বিশ্ব পরিবেশ দিবসে নামখানা ব্লকে লাগানো হলো বেশ কয়েকশো চারা গাছ

তাপস পাল, নামখানা, ৮ জুন ঃ বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ হলো সুন্দরবন। যেখানে প্রায় ৫০ লক্ষের ও বেশী মানুষের বসবাস রয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে মাথায় নিয়ে জনজাতিরা বসবাস করে এই বৃহৎ সুন্দরবনে। ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিনে সুন্দরবনকে রক্ষার জন্যই হাতে হাত লাগিয়ে বেশ কয়েকশো চারা গাছ লাগাল টাটা এনওয়াইকে শিপিং। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষখাল এরিয়াতে এই চারা গাছ লাগানো হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টাটা এনওয়াইকে শিপিং এর সিনিয়র ম্যানেজার বিজয় দাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার দেবী গুহ, মানব আইচ, পঙ্কজ ত্রিবেদী, উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লকের দেবনগর মোক্ষদা দিন্দা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শান্তনু রায়, পলাশ কুমার, অতনু রায়, সুতনু রায়, মধুসূদন বাগ, প্রবীর পাঁজা সহ স্থানীয় বাসিন্দারা। এই প্রসঙ্গে দেবী গুহ বলেন, 'সকলের কাছে একটাই বার্তা পরিবেশকে দূষিত না করে গাছপালা না কেটে আমরা আরো বেশি বেশি করে গাছ লাগাব। এবং এই পরিবেশের ভারসাম্যটা যাতে করে মেনটেন করতে পারি সেই দিকে সবাইকে এগিয়ে যাওয়া উচিত। গাছ আমাদের বন্ধু। তাই আমরা প্রত্যেকে যদি গাছ লাগাই তাহলে আমাদের এই বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে এই পৃথিবীকে রক্ষা করা যাবে।' প্রাকৃতিক ঝড়ঝঞ্ঝার পাশাপাশি জীবন বিপন্ন করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় সুন্দরবনের বাসিন্দাদের। একদিকে ভয়ঙ্কর জীবজন্তুর ভয় আবার অন্যদিকে রয়েছে নদীবাঁধ ভেঙে প্লাবনের আশঙ্কাও। এতো কিছুর মধ্যেও প্রতিনিয়ত লড়াই করে বেঁচে রয়েছেন বৃহত্তম এই ব-দ্বীপের বাসিন্দারা। এরই মধ্যে গত ২০০৯ সালের ২৫ মে ভয়ঙ্কর আয়লার ঝাপটায় তছনছ হয়ে গিয়েছিল সুন্দরবনের জনপদ। পাশাপাশি ২০১৯ এর ২ মে সামান্য দাপট দেখিয়ে ক্ষয়ক্ষতি করেছিল ফণী। আবার ২০১৯ - এর ৮ নভেম্বর বুলবুল কোনো বাধা না মেনে সজোরে দাপট দেখিয়ে হানা দিয়েছিল সুন্দরবনে। ফলে বাড়িঘর থেকে শুরু করে গাছপালা ভেঙে ধুলিস্যাৎ করে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে দিয়েছিল। বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে সমগ্র সুন্দরবন। বলতে গেলে সেইসব ক্ষত এখনও অবধি শুকায়নি। এতো সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও সুন্দরবনবাসীদের একটাই বার্তা আরো বেশি বেশি করে আমাদের এই সুন্দরবনে গাছ লাগিয়ে সুন্দরবনটাকে মানচিত্রের মধ্যে ধরে রাখা। এই প্রসঙ্গে দেবনগর মোক্ষদা দিন্দা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শান্তনু রায় বলেন, প্রতিবছরের ন্যায় এই দিনটিকে স্পেশালী বেছে নিই গাছ লাগানোর জন্য। গত বছর আমরা আরো বেশি গাছ লাগিয়েছিলাম। এই বছর আমরা টাটা এনওয়াইকে শিপিং আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এবং আমার মনে হয় গাছ লাগানো একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হওয়া উচিত। আমরা দেখছি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সুন্দরবনের প্রতিনিয়ত ছোট বড় গাছ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা কিন্তু তার ফল হাতে নাতে পাচ্ছি। 'বিশ্ব উষ্ণায়ন' যার ফলে ক্রমশঃ তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। একে রোধ করার জন্য আমাদের সবুজায়নের পথে হাঁটা উচিত। আমরা এই নিয়ে ৫০ হাজারের মতো গাছ লাগিয়েছি। নতুন প্রজন্মের কাছে একটাই বার্তা যে আমরা প্রত্যেকে দুটো করে গাছ লাগাব। এবং তাকে পরিচর্যা করব। উল্লেখ্য এর সঙ্গে 'আলোয় ফেরা' ট্রাস্টও হাতে হাত লাগিয়ে সুন্দরবনের সবুজায়নের বার্তা দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তাদের এই সামাজিক কাজকর্ম করেই চলেছে। এদিন কাকদ্বীপে প্রায় দেড় হাজারের উপর নারকেলের চারা বিতরণ করেছে।

## দক্ষিণ দিনাজপুরেও বাংলা বন্ধ পালন করল আদিবাসীরা

প্ল্যাকার্ড ও হাতে তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী তীর ধনুক সাথে নিয়ে সকাল থেকেই পথ অবরোধ করতে রাস্তায় নেমে পরেন আদিবাসীরা। উল্লেখ্য, এই বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৮ জুন ঃ সারা রাজ্যের পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে ৮ জুন বৃহস্পতিবার দুই দফা দাবিতে ১২ ঘন্টার বাংলা বনধের ডাক দেওয়া হয়। তারই সমর্থনে এদিন জেলার সদর শহর বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর, কুশমন্ডি, হরিরামপুর, তপন, রামপুর, পতিরাম, হিলি, কুমারগঞ্জ সব জায়গাতেই রাস্তা অবরোধ করে, ধামসা মাদল বাজিয়ে পোস্টার ও

আদিবাসী যৌথ মঞ্চের সহ-সভাপতি সিদান মুর্মু জানান, মূলতঃ, আদিবাসী ক্ষত্রিয় কুর্মিদের দ্বারা আদিবাসীদের ইতিহাস বিকৃত হচ্ছে। প্রকৃত আদিবাসীদের ইতিহাস বিকৃতকারী ও অ-আদিবাসীদের বিরুদ্ধে একই সাথে অনৈতিক ভাবে সরকারি মদতে সিআরআই রিপোর্ট পরিবর্তনের মাধ্যমে এসটি তালিকায় অন্তভূক্তি করণের ষড়যন্ত্র চলছে। এরই প্রতিবাদে তারা ১২ ঘঃটার বাংলা বন্ধ পালন করছেন। এবং তিনি আরো জানান সারা রাজ্যের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গসহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়েও সফল ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকাল থেকে বনধ সফল হযেছে। অন্যদিকেই এদিন সকাল থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে কোনরকম যাত্রীবাহী বা সরকারি বেসরকারি বাস চলাচল করতে দেখা যায়নি পথঘাট বন্ধ ছিল দোকান বাজার সবই বন্ধ ছিল। পাশাপাশি পথ চলতি মানুষদেরকে এমনিতেই যেতে দেওয়া হচ্ছিল কিন্তু দূরপাল্লার গাড়ি ও অন্যান্য গাড়ি মানবিকতার খাতিরে প্রচন্ড তীব্র দাবদাহের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ছেড়ে দেওয়া হয় পাশাপাশি অ্যাম্বুলেন্স ও অন্যান্য জরুরী পরিষেবার গাড়িও ছেড়ে দেওয়া হয়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের তরফ থেকে সারা জেলা জুড়ে কোনরকম বন্‌ধকে ঘিরে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা ছিল। সর্বশেষে বলাইবাহুল্য আদিবাসীদের ডাকা বন্‌ধ সফল হল সারা রাজ্যের পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুরেও।

## বৃদ্ধি পাচ্ছে না রেপো রেট ৬.৫ শতাংশেই অপরিবর্তিত রাখল আরবিআই

মুম্বই, ৮ জুন ঃ আপাতত বাড়ছে না রেপো রেট। বৃহস্পতিবার সকালে স্বস্তির খবর দিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। যার অর্থ, আপাতত রেপো রেটের হার ৬.৫ শতাংশই থাকছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই সিদ্ধান্তের ফলে গৃহঋণ, গাড়ির ঋণ এবং অন্যান্য ঋণে অতিরিক্ত সুদ গুনতে হবে না গ্রাহকদের। আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, রেপো রেট ৬.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুদ্রানীতি কমিটি। ফলত, স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফেসিলিটি রেট ৬.২৫ শতাংশে থাকছে এবং মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসিলিটি ও ব্যাঙ্ক রেট ৬.৭৫-এ রয়ে গিয়েছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বৃহস্পতিবার দ্বিমাসিক ঋণ নীতি ঘোষণা করেছে। এই সংক্রান্ত কমিটি গত মঙ্গলবার মুম্বইতে বৈঠকে বসে। খুচরা মূল্যবৃদ্ধির হার গত ১৮ মাসের মধ্যেই প্রথম পাঁচ শতাংশের নীচে নেমে ৪.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণাকে সত্যি করে, আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাসের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের কমিটি, সুদের হার অপরিবর্তিত রাখল। শেষবার মুদ্রানীতির বৈঠকেও রেপো রেট অর্থাৎ শীর্ষ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে যে হারে ঋণ দেয়, তা ৬.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়। আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস আরও বলেছেন, ভারতে ২০২৩ সালের মার্চ- এপ্রিলের মধ্যে ভোক্তা মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে এবং সহনশীলতা ব্যান্ডে চলে গিয়েছে, ২০২২-২৩ সালে ৬.৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়েছে। আমাদের মূল্যায়ন অনুসারে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে মুদ্রাস্ফীতি ৪ শতাংশের উপরে থাকবে।

## পুণ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত জম্মুর তিরুপতি বালাজি মন্দির

জম্মু, ৮ জুন ঃ জম্মুর সিধরা এলাকায় তিরুপতি বালাজি মন্দির পুণ্যার্থীদের উন্মুক্ত করে দিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। বৃহস্পতিবার তিরুপতি বালাজি মন্দির পুণ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার পর উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা বলেছেন, এই মন্দিরের উদ্বোধন আধ্যাত্মিক পর্যটনকে উৎসাহিত করবে। পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য সৌভাগ্য বলে মনে করেন তিনি। প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬২ একর জমির উপর তিরুপতি বালাজি মন্দির নির্মিত হয়েছে এবং দুই বছরের ব্যবধানে নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের পার্বত্য শহর তিরুমালাতে তিরুপতি বালাজির বিখ্যাত মন্দিরের অনুরূপ এই মন্দির। উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা বলেছেন, ভগবান ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরের উদ্বোধন জম্মু ও কাশ্মীরের ধর্মীয় পর্যটন সার্কিটকে শক্তিশালী করবে, আধ্যাত্মিক পর্যটনকে উৎসাহিত করবে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে।

## রাশিয়ার মাগদানে দাঁড়িয়ে দিল্লি থেকে আমেরিকাগামী বিমান, অবশেষে উদ্ধার ২৩২ যাত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃ দিল্লি থেকে সান ফ্রান্সিসকোগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান রাশিয়ার প্রত্যন্ত মাগদান শহরে জরুরি অবতরণ করেছে। বিমানের ২৩২ জন যাত্রীকে তাদের গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য, একটি বিমানটি বুধবার মুম্বই থেকে যাত্রা শুরু করে। এক কর্মকর্তা এই তথ্য জানিয়েছেন। ইঞ্জিনে বিকল হয়ে যাওয়ায় বিমানটিকে রাশিয়ার প্রত্যন্ত মাগদান শহরে জরুরি অবতরণ করতে হয়। 'টাটা গ্রুপ'-এর মালিকানাধীন বেসরকারী বিমান সংস্থার দেওয়া একটি বিবৃতি অনুসারে, ইঞ্জিন বিকল হওয়ার কারণে দিল্লি থেকে ফ্লাইট এআই১৭৩-কে রাশিয়ার দিকে ডাইভার্ট করা হয়েছিল। বোয়িং ৭৭৭-২০০ এলআরটিতে ২১৬ জন যাত্রী এবং ১৬ জন ক্রু সদস্য ছিলেন। বিমানটি নিরাপদে মাগদানে অবতরণ করে। এয়ার ইন্ডিযার একজন সিনিয়র আধিকারিক জানিযেছেন যে ফ্লাইট এআই১৭৩ডি সমস্ত যাত্রী এবং ক্রু সদস্যদের নিয়ে রাশিয়ার মাগদান থেকে সান ফ্রান্সিসকো রওনা হয়েছে। ফ্লাইটটি আট জুন স্থানীয় সময় ১০.২৭ মিনিটে মাগাদান থেকে ছেড়েছিল এবং আট জুন স্থানীয় সময় রাত ১২.১৫ মিনিটে সান ফ্রান্সিসকোতে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিমানটি সেখানে পৌঁছানোর পরে সমস্ত যাত্রীদের বেরনোর কাজ শেষ করতে এয়ার ইন্ডিয়া অতিরিক্ত কর্মী মোতায়েন করেছে। তিনি জানান যে এসএফও টিম যাত্রীদের চিকিৎসা সেবা, পরিবহন সুবিধা ইত্যাদি সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তুত। রাশিয়ায় আটকা পড়া ২১৬ যাত্রীকে আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকোতে তাদের গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইট বুধবার সকাল ৩.২০ মিনিটে মুম্বই থেকে মাগাদান (রাশিয়া) এর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। গোটা ঘটনার দিকে নজর রেখেছিল আমেরিকা। একটি বিবৃতিও জারি করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছিল যে তারা রাশিয়ায় সান ফ্রান্সিসকোগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের জরুরি অবতরণ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। মার্কিন বিদেশ দফতরের উপ-মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল বলেন, 'আমেরিকায় আসার কথা ছিল এমন একটি বিমানের রাশিয়ায় জরুরি অবতরণের খবর আমরা পেয়েছি। আমরা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। বিমানটিতে কতজন আমেরিকান নাগরিক রয়েছে তা আমি এখনই বলতে পারছি না'। তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'এটি আমেরিকায় আসার একটি ফ্লাইট, তাই অবশ্যই আমেরিকান নাগরিকরাও বিমানে থাকবেন'।

## অগ্নি প্রাইম ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা, নিখুঁতভাবে সমস্ত মাপকাঠি পূরণ

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃ নতুন প্রজন্মের ব্যালিস্টিক মিসাইল অগ্নি প্রাইম-এর সফল সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করল ভারত। ৭ জুন (বুধবার) সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট নাগাদ ওড়িশা উপকূলে, এ পি জে আব্দুল কালাম দ্বীপ থেকে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়। সফল পরীক্ষায় নিখুঁতভাবে সমস্ত মাপকাঠি পূরণ হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির আগে প্রথম নৈশকালীন 'পরীক্ষা'-য় সাফল্য লাভ করেছে 'অগ্নি প্রাইম'। ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (ডিআরডিও) তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট নাগাদ ওড়িশা উপকূলের ডক্টর এপিজে আবদুল কালাম দ্বীপ থেকে নয়া প্রজন্মের ব্যালিস্টিক মিসাইল অগ্নি প্রাইমের সফল উৎক্ষেপণ হয়। সেই পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণে যাবতীয় মাপকাঠি পূরণ হয়েছে বলে ডিআরডিওয়ের তরফে জানানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার ডিআরডিও-র তরফে জানানো হয়েছে, অগ্নি প্রাইমের প্রথম নৈশকালীন উৎক্ষেপণে সবকিছু নিখুঁতভাবে হয়েছে। সেই নয়া প্রজন্মের ব্যালিস্টিক মিসাইলের যাবতীয় সিস্টেমও ঠিকভাবে কাজ করেছে। ক্ষেপণাস্ত্র কোন পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তার উপর নজর রাখতে বিভিন্ন স্থানে র‍্যাডার, টেলিমেট্রি এবং ইলেকট্রো অপটিক্যাল ট্র্যাকিং সিস্টেম মোতায়েন করা হয়েছিল। ছিল দুটি জাহাজও।

## শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল জিজিএসআইপিইউ-র নয়া ক্যাম্পাসের

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃ গুরু গোবিন্দ সিং ইন্দ্রপ্রস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জিজিএসআইপিইউ) নতুন ক্যাম্পাসের (পূর্ব দিল্লি ক্যাম্পাস) উদ্বোধনকে ঘিরে দিল্লি সরকার এবং দিল্লি উপ-রাজ্যপালের মধ্যে দ্বন্দ্বের মধ্যেই, বৃহস্পতিবার গুরু গোবিন্দ সিং ইন্দ্রপ্রস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া ক্যাম্পাসের উদ্বোধন হয়ে গেল। এদিন দিল্লির উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা ও মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল গুরু গোবিন্দ সিং ইন্দ্রপ্রস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করেছেন। গুরু গোবিন্দ সিং ইন্দ্রপ্রস্থ বিশ্ববিদ্যালযের নতুন ক্যাম্পাসের বাইরে এদিন সকালে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে বিজেপি সমর্থকরা স্লোগান দিতে থাকেন। বিজেপি ও আম আদমি পার্টির সমর্থকরা এদিন নিজেদের মধ্যে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হন। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বক্তৃতার সময় বলেছেন, হাত জোড় করে অনুরোধ করছি, দযা. করে ৫ মিনিট আমার কথা শুনুন। কেজরিওয়ালের কথায়, এমন স্লোগান তুললে যদি শিক্ষা ব্যবস্থা ভালো হয়ে যেত, তাহলে তা ৭০ বছরের মধ্যে হয়ে যেত। ...পূর্ব দিল্লির মানুষজনকে ধন্যবাদ। স্থাপত্য ও সুবিধার দিক থেকে দেশের মধ্যে সেরা ক্যাম্পাসগুলির একটি হল এটি।

## সোনালী যুগের সংবাদ পাঠিকা গীতাঞ্জলির জীবনাবসান, শোকপ্রকাশ অনুরাগ ঠাকুরের

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃ দূরদর্শন ও আকাশবাণীর সোনালী যুগের ইংরেজি সংবাদ পাঠিকা গীতাঞ্জলি আইয়ারের প্রয়াণে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর শোক প্রকাশ করেছেন। বুধবার রাতে এক টুইটে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর জানান, গীতাঞ্জলি আইয়ার তাঁর অনন্য কন্ঠস্বরের মাধ্যমে প্রতিটি খবরে বিশ্বাসযোগ্যতা, পেশাদারিত্বের ছাপ রেখেছেন। প্রয়াত এই সংবাদ পাঠিকার পরিবার ও পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। বুধবার ৭৬ বছর বয়সে গীতাঞ্জলি আইয়ার প্রয়াত হন। দূরদর্শনের অন্যতম জনপ্রিয় সংবাদ পাঠিকাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গীতাঞ্জলি আইয়ার, তিনিই ভারতের প্রথম ইংরেজি সংবাদ পাঠিকা। ১৯৭১ সালে দূরদর্শনে যোগদানের মাধ্যমে টিভি নিউজ ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের কর্মজীবন শুরু করেন গীতাঞ্জলি। কলকাতার লরেটো কলেজ থেকে স্নাতক শেষ করার পর দূরদর্শনে যোগ দেন তিনি। খবর ছাড়াও থিয়েটারের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন গীতাঞ্জলি। চারবার সেরা সংবাদ পাঠিকার পুরস্কারে সম্মানিত হন গীতাঞ্জলি।

## শুক্রবারও বাতিল বহু ট্রেন, বাহানগা স্টেশনে মেরামতির জন্য পরিষেবায় বিঘ্ন, জানাল রেল

বালেশ্বর, ৮ জুন ঃ বালেশ্বরের বাহানগা বাজার স্টেশনের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল করমণ্ডল এক্সপ্রেস। কেটে গিয়েছে ৬ দিন। এখনও সেই লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়নি। বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও ওই লাইনের অনেক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সেই তালিকা জানিয়েছে রেল। রেলের তালিকা অনুযায়ী, বাহানগা বাজার স্টেশনে মেরামতির জন্য শুক্রবার খড়্গপুর-ভদ্রক বিভাগে মোট ২৬টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। সেগুলি হল- বাংরিপোসি-পুরী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, বালেশ্বর-ভুবনেশ্বর স্পেশাল, বালেশ্বর-ভদ্রক মেমু স্পেশাল, শিয়ালদহ-পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস, দিঘা-বিশাখাপত্তনম সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, হাওড়া-ভুবনেশ্বর জনশতাব্দী এক্সপ্রেস, হাওড়া-পুরী শতাব্দী এক্সপ্রেস, হাওড়া-মাইসুরু সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, হাওড়া-ভদ্রক এক্সপ্রেস, জলেশ্বর-পুরী মেমু স্পেশাল, খড়্গপুর-খুরদা রোড এক্সপ্রেস, খড়্গপুর-জাজপুর কেওনঝাড় রোড এক্সপ্রেস, শালিমার-হায়দ্রাবাদ ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস, শালিমার-পুরী শ্রী জগন্নাথ এক্সপ্রেস, সাঁতরাগাছি-এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, ভদ্রক-হাওড়া এক্সপ্রেস, জাজপুর-কেওনঝাড় রোড-খড়্গপুর এক্সপ্রেস, ভুবনেশ্বর- হাওড়া জনশতাব্দী এক্সপ্রেস, পুরী- হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস, ভদ্রক-বালেশ্বর মেমু স্পেশাল, পুরী-জলেশ্বর মেমু স্পেশাল, পুরী-পটনা স্পেশাল, পুরী-বাংরিপোসি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, খুরদা রোড- খড়্গপুর এক্সপ্রেস, ভুবনেশ্বর-বালেশ্বর স্পেশাল, পুরুলিয়া-ভিলুপ্পুরম দ্বিসাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। এ ছাড়া, খড়্গপুর- ভদ্রক মেমু স্পেশাল এবং ভদ্রক-খড়্গপুর মেমু স্পেশালের গতিপথ সংকীর্ণ করা হয়েছে। ওই ট্রেন দু'টি শুক্রবার বালেশ্বর পর্যন্ত চলবে।

## যাত্রী সুরক্ষায় তৎপর পূর্ব রেল

কলকাতা, ৮ জুন ঃ জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদীর নেতৃত্বে পূর্ব রেল নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে রেল পরিচালনা করছে। কর্মীদের বিভিন্ন নিরাপত্তার বিষয়ে অবগত করতে পর্যাযক্রমে বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তা সেমিনার করা হচ্ছে। রেলওয়ে. সেফটি ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে নিয়মিত মেডিকেল পরীক্ষা এবং রিফ্রেশার কোর্স করা হচ্ছে। লেভেল ক্রসিং গেটস, ব্রিজ, রেলওয়ে ট্র্যাক, পয়েন্ট ও ক্রসিং ইত্যাদি নিয়মিতভাবে অফিসার এবং সুপারভাইজারদের দ্বারা চেক করা হচ্ছে। যাত্রীরা যাতে নিরাপদে তাদের গন্তব্যে পৌঁছায় সেটাই পূর্ব রেলের একমাত্র লক্ষ্য।

## ভারতের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে সংশোধন করেছে মোদী সরকার ঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃ ভারতের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে সংশোধন করেছে মোদী সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করে টুইট করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, বিগত ৯ বছরে স্বাস্থ্যসেবাকে সহজলভ্য করে প্রযুক্তির রূপান্তরকারী শক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন মোদীজি। বৃহস্পতিবার টুইট করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, ভারত এমন একটি ভবিষ্যতকে আলিঙ্গন করেছে যেখানে স্বাস্থ্যসেবা আর কোনও বিশেষাধিকার নয়। বিগত ৯ বছরে ভারত নিজস্ব স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে প্রাথমিক থেকে তৃতীয় স্তর পর্যন্ত সংশোধন করেছে এবং দরিদ্রদের জন্য ৫ লক্ষ পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা নিশ্চিত করেছে। অমিত শাহ অপর একটি টুইটে জানান, বিগত ৯ বছরে স্বাস্থ্যসেবাকে সহজলভ্য করে প্রযুক্তির রূপান্তরকারী শক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন মোদীজি। কোভিড ভ্যাকসিনেশন হোক অথবা টেলিমেডিসিন হোক, কিংবা হাসপাতালের রেজিস্ট্রেশন হোক অথবা স্বাস্থ্যের রেকর্ড প্রাপ্যতা হোক, স্বাস্থ্যসেবা এখন নাগরিকদের নখদর্পণে।

## রাশিফল

**মেষ ঃ** আপনার আকাঙ্খা এবং উচ্চাশা ভয় দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। এটি মোকাবিলা করতে আপনার কিছু সঠিক উপদেশ দরকার।

**বৃষ ঃ** আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে। কোন বয়স্ক আত্মীয়ের কাছে থেকে আশীর্বাদ পাবেন ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার প্রচেষ্টায় প্রার্থনা করছেন। প্রেম এবং ভালোবাসা আপনাকে এক খুশির মেজাজে রাখবে।

**মিথুন ঃ** আত্মীয়রা আপনাকে সমর্থন করবে এবং আপনার মন থেকে উত্যক্তকর বোঝা সরিয়ে নেবে। সতর্ক থাকুন যেহেতু আজকের দিনে বন্ধুত্ব হারানো অত্যন্ত সম্ভবপর।

**কর্কট ঃ** মানসিক শান্তির জন্য নিজেকে কিছু দান এবং দাতব্য কাজে নিয়োজিত করুন। বিলম্বিত টাকাকড়ি পরিশোধ হয়ে যাওয়ার দরুণ আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে।

**সিংহ ঃ** আজ আপনার জন্য খুব একটা উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন দিন নয় এবং আপনি ছোট ছোট বিষয়েই বিরক্ত হয়ে উঠবেন। দিনের শেষ ভাগে আর্থিক উন্নত হবে।

**কন্যা ঃ** আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন।

**তুলা ঃ** যোগব্যায়াম ও ধ্যান আপনাকে মানসিকভাবে ফিট রাখতে এবং থাকতে সাহায্য করবে। আপনার বাচ্চাকে আপনার প্রত্যাশামত ফল করতে অনুপ্রেরিত করুন।

**বৃশ্চিক ঃ** আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান হোন, বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা। আপনি আজ ব্যবসায় প্রচুর লাভ অর্জন করতে পারেন। আপনি আজ আপনার ব্যবসায় নতুন উচ্চতা দিতে পারেন।

**ধনু ঃ** আজ আপনি পরোপকারের কাজে মানসিক শান্তি আর আরাম পাবেন। আপনি একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন- যা আপনাকে আর্থিকভাবে লাভবান করতে পারে।

**মকর ঃ** সম্পত্তি সংক্রান্ত কারবার বাস্তবায়িত হবে এবং অবিশ্বাস্য লাভ এনে দেবে।

**কুম্ভ ঃ** আপনার স্বাস্থ্য ভালো রাখবে এমন জিনিসের উপর কাজ করার পক্ষে একটি কল্যাণকর দিন।

**মীন ঃ** আপনার কম জীবনীশক্তি সিস্টেমের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিষের মত কাজ করবে। নিজের কিছু সৃষ্টিশীল কাজ নিয়োজিত রাখা এবং এই রোগের বিরুদ্ধে নিজেকে উদ্বুদ্ধ রাখাই সবচেয়ে শ্রেয়।

# আজ থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শুরু হতে চলেছে হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ জুন ঃ আজ থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শুরু হতে চলেছে হাওড়ায়। এবারই সর্বপ্রথম হাওড়ায় এই মেলা হচ্ছে যেখানে ভারত সহ সারা বিশ্বের মোট ৬ টি দেশ অংশগ্রহণ করছে।

শুক্রবার ৯ জুন বিকেল সাড়ে ৫টায় হাওড়ার ডুমুরজলা ইন্ডোর স্টেডিয়ামের বিপরীতে এই বাণিজ্য মেলার শুভ উদ্বোধন হবে। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়, পুর প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারপার্সন ডা. সুজয় চক্রবর্তী, পুর কমিশনার ধবল জৈন, প্রাক্তন মেয়র পারিষদ সদস্য শ্যামল মিত্র, দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন কাউন্সিলর তন্দ্রা বসু প্রমুখ। এই মেলা উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার দুপুরে এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয় হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গনে। এই মেলা প্রসঙ্গে অন্যতম উপদেষ্টা তথা মুখপাত্র রাজীব চন্দ্র বলেন, হাওড়ায় এই প্রথমবার একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। হাওড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা এইচ এইচ টেক্সটাইল এক্সপো দ্বারা আয়োজিত হয়েছে। ৯ জুন থেকে ১৯ জুন পর্যন্ত এগারো দিন ধরে চলবে এই মেলা। প্রতিদিন বিকেল ৩ টে থেকে রাত সাড়ে ৯টা অবধি ডুমুরজলা ইন্ডোর স্টেডিয়ামের ঠিক বিপরীতে সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই মেলা চলবে। যেখানে প্রায় স্টল থাকবে প্রায় ১০০টি। মেলার প্রধান আয়োজক কৃষ্ণ রায় ও বীর বাহাদুর সিং জানান, এটি হাওড়ার প্রথম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা যেখানে ভারত সহ প্রতিবেশী দেশ যেমন- বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, আফগানিস্তান এবং ভুটান থেকে আন্তর্জাতিক স্টল হোল্ডাররা উপস্থিত থাকবেন। আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্য যেমন জম্মু-কাশ্মীর ঝাড়খণ্ড, পাঞ্জাব, থেকে স্টল হোল্ডাররা উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, গুজরাট, বিহার, দিল্লি, রাজস্থান থেকেও মেলায় স্টল থাকবে। যেখানে হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, শিক্ষা, টেক্সটাইল, তাঁত, এফএমসিজি, ইলেকট্রনিক পণ্য, ব্র্যান্ডেড এবং আর্ন্তজাতিক পোশাক, স্বাস্থ্য, আসবাবপত্র, টেলিকম, ইত্যাদি বিভিন্ন সেক্টরের স্টল অংশগ্রহণ করবে। এই মেলার মূল উদ্দেশ্য হলো পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও কর্মসংস্থানের প্রচার। সেইসাথে আন্তর্জাতিক স্তরের পণ্যগুলি এখানকার মানুষের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে সহজলভ্য করা। এই মেলাটি একটি মেগা কনজ্যুমার শো হবে যেখানে অংশগ্রহণকারী গ্রাহকরা লটারির সুযোগ পাবেন। তাদের টিকিট নং অনুযায়ী আকর্ষণীয় পুরস্কার মিলবে। যেমন এসি, ওভেন ইত্যাদি।

# আদিবাসী সংগঠনের বন্ধে হুগলিতে বিক্ষিপ্ত প্রভাব, সমস্যায় সাধারণ মানুষ

বনস্পতি দে , হুগলি, ৮ জুন ঃ দিন যত গড়াচ্ছে ততই রাজ্য জুড়ে বাড়ছে কুড়মি আন্দোলনের ঝাঁঝ। এসটি স্বীকৃতির দাবিতে গোটা রাজ্যব্যাপী জোরদার আন্দোলন চালাচ্ছে কুড়মিরা। তাই এবার রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে দেখা গেল আদিবাসীদের। এই রাজ্যের আদিবাসীদের সম্মিলিত সংগঠন 'ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনস'-এর তরফে বৃহস্পতিবার ১২ ঘন্টা বাংলা বনধের ডাক দেওয়া হয়। সেই মতো বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই গোঘাট ও আরামবাগে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ বনধ শুরু করেন। আরামবাগের পল্লীশ্রী মোড়ে ও গোঘাটে চলে বনধ। প্রসঙ্গত, এসটি তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে সিআরআই রিপোর্টের ওপর রাজ্যের তরফে জাস্টিফিকেশন পাঠাতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। এই দাবিকে সামনে রেখে একটানা আন্দোলন জারি রেখেছেন কুড়মি জনজাতির মানুষেরা। আর তাতেই সিঁদুরে মেঘ দেখতে দেখতে শুরু করেছেন আদিবাসীরা। কুড়মিদের আন্দোলনের কাছে রাজ্য সরকার নতিস্বীকার করে সিআরআই রিপোর্টে বদল ঘটাতে পারে, এমন আশঙ্কা থেকে এবার আদিবাসীরা রাজ্য সরকারকে পালটা চাপে রাখতে চাইছেন। তাই বনধের এই কৌশল। এমনটাই জানিয়েছেন আদিবাসীদের যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধিরা। তাঁদের মূলত দাবি, অ-আদিবাসীদের অনৈতিকভাবে জোরপূর্বক এসটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা চলবে না এবং সরকারি ভাবে ভুয়ো এসটি পরিচয় পত্র প্রদান বন্ধ করতে হবে। বৃহস্পতিবার বনধের জেরে রাস্তায় সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রচণ্ড গরমে নাজেহাল অবস্থা হয় সাধারণ মানুষের। যদিও জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত গাড়িগুলিকে ছাড় দেয় ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহল। সবমিলিয়ে আদিবাসীদের ডাকা বনধের জেরে আরামবাগের পল্লীশ্রী মোড় ও গোঘাটে উত্তেজনা রয়েছে। এক বাসযাত্রী জানান, সকালে বেরিয়েছিলাম বাস ধরব বলে। কিন্তু হঠাৎ করে রাস্তায় দেখলাম চলছে না। এবার গন্তব্যস্থলে কিভাবে পৌঁছাব সেই নিয়ে চিন্তা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার বনধ প্রসঙ্গে এক বনধ সমর্থনকারী জানিয়েছেন, আমাদের আন্দোলন নীতি, আদর্শের। অনৈতিকভাবে সিআরআই রিপোর্ট পরিবর্তনের মাধ্যমে কুড়মিদের এসটি তালিকা অন্তর্ভুক্তিকরণের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধেই বাংলা বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার হুগলি জেলায় দেখা গিয়েছে, সকাল থেকেই কোনও বেসরকারি বাস চলাচল করছে না। শুনসান গোঘাট পাবলিক বাসস্ট্যান্ড চত্বর। বনধ সফল করতে চক মোড়, থানা মোড় সহ এখানকার বিভিন্ন এলাকায় পিকেটিং শুরু হয়েছে। এদিকে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে গোঘাট শহর সহ জেলা জুড়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

# বন সহায়ক পদে রাজ্যের বিজ্ঞপ্তিতে স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুন ঃ বন সহায়ক পদে রাজ্যের বিজ্ঞপ্তিতে স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনই শুরু করতে পারবে না রাজ্য। পাশাপাশি, দু'হাজার অস্থায়ী কর্মীর প্যানেল

বাতিলের যে নির্দেশ সিঙ্গল বেঞ্চ দিয়েছিল আপাতত তার উপরেও স্থগিতাদেশ থাকবে বলে জানিয়েছে উচ্চ আদালত। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি ভিএম ভেলুমণি এবং বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, বন সহায়ক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর যে বিজ্ঞপ্তি রাজ্যের তরফে প্রকাশ করা হয়েছিল, তাতে আগামী ৬ জুলাই পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ থাকবে। বন বিভাগে কর্মী নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সেই মামলা গিয়েছে হাই কোর্টে। বিচারপতি লপিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চের পর্যবেক্ষণে নিয়োগ প্রক্রিয়ার গলদ ধরা পড়ে। তিনি নির্দেশ দেন, দু'মাসের মধ্যে পুরনো প্যানেল বাতিল করে নতুন প্যানেল তৈরি করতে হবে। একই সঙ্গে হাই কোর্ট জানিয়েছিল, নতুন তালিকায় যাঁদের নাম বাদ গেল, তাঁদের চাকরি বাতিল করতে হবে। সিঙ্গল বেঞ্চের সেই প্যানেল বাতিলের রায়েও স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে বন সহায়ক পদে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া বেশ কিছু ত্রুটির অভিযোগ ওঠে। ওই অভিযোগে মামলা হয় হাই কোর্টে। মামলাকারীর দাবি ছিল, ত্রুটি সংশোধন না করে চাকরিতে নিয়োগ করেছিল রাজ্য। তার পরেই নতুন করে প্যানেল গঠন এবং নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিল সিঙ্গল বেঞ্চ। সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ মতো নিয়োগ প্রক্রিয়া আবার শুরু করে দিয়েছিল রাজ্য সরকার। গত ১৯ মে রাজ্যের তরফে তার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। কিন্তু বৃহস্পতিবার হাই কোর্টের নির্দেশে আপাতত সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া থমকে গেল।

# রেল দুর্ঘটনার আহতদের ক্ষতিপূরণ নিয়ে রাজ্যকে চিঠি কেন্দ্রের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুন ঃ সম্প্রতি ওড়িশার বালেশ্বরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার পরে রাজ্য সরকার এই রাজ্যের নিহত ও আহতদের হাতে যে ক্ষতিপূরনের টাকা তুলে দিয়েছে সেই টাকা কেন্দ্রের নির্মান শ্রমিক কল্যান পর্ষদ তহবিল থেকে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে চিঠি দিয়েছে। কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকের তরফে আজ পাঠানো চিঠিতে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ মেনে শ্রমিক কল্যান ছাড়া আর কোন কারনে এই তহবিলের টাকা ব্যবহার করা যায় না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কি কারনে এই তহবিল গঠন করা হয়েছিল চিঠিতে তার ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। এইদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজ নবান্নে সাংবাদিকদের বলেন, গতকালের অনুষ্ঠানটির দায়িত্বে ছিল রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দপ্তর। তবে প্রয়োজনে শ্রম দপ্তরের তহবিল থেকেও এই অর্থ নেওয়া যেতে পারত বলেও তিনি জানান। উল্লেখ্য গতকাল কলকাতার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতদের পরিবারের হাতে মুখ্যমন্ত্রী দশ কোটি টাকার বেশি আর্থিক সহায়তা তুলে দেন।

# মুখ্যমন্ত্রীর উপহার প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতিকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুন ঃ চলতি আমের মরসুমে তৃনমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি রাজনৈতিক সৌজন্য মেনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উপহার হিসাবে আম পাঠিয়েছেন। পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু, উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড় এবং দেশের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়কেও এই আম পাঠানো হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

# ৪৮ ঘণ্টাতেই বৃষ্টি শুরু রাজ্যে!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুন ঃ চলে এল বর্ষা। কেরালায় বর্ষা প্রবেশ করল আজ। আজই মৌসুমী বায়ু কেরলায় প্রবেশ করেছে। পূর্বাভাস বলছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর-পূর্ব ভারতে মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করতে পারে। পরবর্তী ক্ষেত্রে তার হাত ধরেই উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমের কিছু অংশ প্রবেশ করবে। ফলে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় অর্থাৎ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে ১১ তারিখ বৃষ্টি হতে পারে। ১০ তারিখ থেকেই বৃষ্টি শুরু হবে আশা উত্তরের জেলাগুলিতে। ১২ তারিখ দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে। তবে মালদা এবং দুই দিনাজপুরে ৮, ৯ এবং ১০ তারিখ তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি থাকছে। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে উপকূলীয় জেলাগুলি ছাড়া পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান ও বীরভূমে আগামী তিন থেকে চারদিন তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি থাকছে। বাকি উপকূলবর্তী জেলা এবং উপকূল সন্নিহিত জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টির একটা সম্ভাবনা থাকছে অথবা একটু মেঘলা আকাশ থাকতে পারে। তবে আগামী ৩- ৪ দিন দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই গরম আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে।

# হাতে আঁকা ছবি দিতে পারলো না দুই যুবক

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৮ জুন ঃ দলকে ভালবাসে, ভাল বাসে দলের অন্যতম নেতৃত্ব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, শুধু ভাল লাগে বা ভালবাসে না শ্রদ্ধাও করে নাকাশিপাড়ার দুই বন্ধু সোমনাথ আর সৌরভ। এলাকায় নেতৃত্ব আসছে জেনে নিজের সব কাজ ফেলে শিল্প কলা ও সৃজনশীলতায় তৈরি করেছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যের ছবি, তাতে লেখাও আছে দাদা তুমি এগিয়ে যাও, আমরা আছি পাশে, তোমার পরিশ্রমের দাম আমরা তোমার হাতে তুলে দেব, এটাই রইলো চ্যালেঞ্জ, ভেবেছিল তারা তাদের তৈরী ছবি নিজেদের হাতে তুলে দেবে প্রিয় নেতার হাতে, কিন্তু নিরাপত্তা ও ভিড়ে পারলো না বেথুয়ার সোমনাথ আর সৌরভের।

# একটা দুর্ঘটনা নিয়ে উনি রাজনীতি করলেন, শ্রমিক ওয়েলফেয়ারের টাকায় দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে সাহায্য দেওয়া যেতে পারে নাঃ তোপ সুকান্তের

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৮ জুন ঃ একটা দুর্ঘটনা নিয়ে উনি রাজনীতি করলেন। শ্রমিক ওয়েলফেয়ারের টাকায় দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে সাহায্য দেওয়া যেতে পারে না। করমন্ডলের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে পলিটিক্স করা হচ্ছে। এত বড়ো ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়ানো মন্ত্রী হাসছেন। এই ঘটনায় অবশ্যই সিবিআই তদন্ত দরকার। বললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বৃহস্পতিবার হাওড়ায় এক দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে একথা বলেন তিনি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বৃহস্পতিবার হাওড়ায় রাজনৈতিক কর্মসূচিতে আসেন। এদিন প্রথমে তিনি শিবপুর ব্যাতাইতলায় ব্যাতাইচন্ডী মন্দিরে পুজো দেন। সেখান থেকে বেতড়ে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠক করেন। এরপর তিনি সাঁকরাইলে এক জনসভায় যোগ দেন। সভা শেষে বালি এলাকায় জনসভা করবেন। এদিন মন্দিরে পূজো দিয়ে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সুকান্ত মজুমদার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপধ্যায়ের আম পাঠানো, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে বেশি চুলকাবেন না বলে মদন মিত্রের মন্তব্য, সৌগত রায়ের চটি দিয়ে চড় মারা প্রসঙ্গ, রেল দুর্ঘটনায় রাজ্য সরকারের যে ক্ষতিপুরণ তা নাকি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা শুভেন্দু অধিকারীর সেই অভিযোগ, রেল দুর্ঘটনায় সিবিআই তদন্তের বিষয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইডি দপ্তরে হাজিরা, রেল দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের নগদ টাকা দেওয়া, পৌরসভায় সিবিআই হানা, আদিবাসীদের অবরোধ এবং অধীর চৌধুরীর হারা জেতা নিয়ে সৌগত রাতের মন্তব্য প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি। সুকান্ত মজুমদার এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রচুর মিথ্যা কথা বলছেন। গরমে ওনার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে কিনা বুঝতে পারছি না। একটা দুর্ঘটনা নিয়ে গতকাল তিনি যেভাবে রাজিনীতি করলেন, জেলায় যাঁদের চেক দেওয়া হয়েছিল সেই চেক ফেরত নিয়ে তাঁদের কলকাতায় ডাকা হল। তাঁদের ডেকে যখন চেক দিচ্ছেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর লিপস্টিক মন্ত্রী হাসছেন। এতেই বোঝা যাচ্ছে তাঁদের মানসিকতা কি। এরা মৃত্যুকে নিয়ে রাজনীতি করছেন। সিবিআইকে বলব ভালো করে তদন্ত করতে যে এই দুর্ঘটনার পেছনে কোন তৃণমূল নেতার হাত আছে কিনা। এর আগেও রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইডি ডেকেছিল। দুর্নীতিতে যে কেউই জড়াক না কেন ভারতবর্ষের আইনের উপরে কেউ নয়। ভারতবর্ষের আইনের সামনে তাঁকে যেতে হবে। যে অভিযোগ উঠেছে তা যদি সত্য হয় তাহলে তাঁকে অবশ্যই সাজার সম্মুখীন হতে হবে। সুকান্ত মজুমদার বলেন, আমার করা ট্যুইটে গোটা দেশ তৃণমূল সম্পর্কে জেনে গিয়েছে ২ হাজার টাকা বাতিল করার সময় কেন এতো চিৎকার করছিল। যত ২ হাজার টাকার নোট সব তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা এবং তাঁদের বান্ধবীদের খাটের তলায়। সিবিআই নিয়ে মদন মিত্রের মন্তব্য প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, উনি নিজের চুলকানির জ্বালাতে বাঁচতে পারছে না। এমন দিদি চুলকে দিয়েছে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সব জায়গায়। নিজের চুলকানি আগে সামলান। সিবিআইকে নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। দলে মন্ত্রীত্ব পাচ্ছেন না। দাম পাচ্ছেন না। নিজেই বলছেন আমার পরিবারের ক্ষতি করবেন না। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। স্কুলে ভর্তি করা যাচ্ছে না। উনি বলছন সিপিএমের আমলে ১৫ মিনিটে ভর্তি করে দিতে পারতাম। সিবিআই কি চুলকাচ্ছে। আসল চুলকানি তো উনিই চুলকোচ্ছেন। স্যালিকল লাগাতে বলুন। নরেন্দ্র মোদীকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আম পাঠানো প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, মোদীকে আম পাঠিয়ে কোনও লাভ নেই। বাংলার মানুষকে আম দিন। আম আদমির কাজে লাগুক। তাহলে কাজে দেবে। নরেন্দ্র মোদীকে আম পাঠানোর জন্য আমরা আছি। রেল দুর্ঘটনায় তৃণমূলের হাত রয়েছে শুভেন্দুর এই বক্তব্যের ব্যাপারে সৌগত রায়ের মন্তব্য প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন সেই সময় কতগুলো রেল দুর্ঘটনায় কতজন মারা গিয়েছে তার তালিকা দেখাতে বলুন। বিহারে ওই সময় রেল দুর্ঘটনায় প্রায় পাঁচশো রেল যাত্রী মারা গিয়েছিলেন। ওনার বয়স কম হলে জুতো মারতে এলে ওনাকে জুতোর মালা পড়িয়ে পাঠাতাম। ওনার বয়স বেশি বলে ওনাকে শ্রদ্ধা করি। উনি অধ্যাপক মানুষ। তৃণমূলে গিয়ে উনি চোর হয়ে গিয়েছেন। সেইজন্য ওনার রুচি অনুসারে কাজ করছেন। শ্রম দপ্তরের বিশেষ ফান্ডের টাকা যা শ্রমিকদের ওয়েলফেয়ারের জন্য খরচ করার কথা সেই টাকা থেকে রাজ্য সরকার ৫ লক্ষ টাকা করে সাহায্য করেছে যারা এই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন তাঁদের পরিবারকে। শ্রমিক ওয়েলফেয়ারের টাকায় সাহায্য দেওয়া যেতে পারেনা। এটা শ্রমিকদের কাজে লাগানোর কথা। এই চিঠি শ্রমমন্ত্রক থেকে এসে গিয়েছে। কিছুদিন অপেক্ষা করুন যেভাবে একটার পর একটা প্রমাণ সামনে আসছে গোটা তৃণমূল দলটা এবার জেলের ভেতরে যাবে। টাকা বাথরুমে রাখলে সেখানেও ঢুকবে সিবিআই। বাথরুম, বেডরুম কোথাও বাদ রাখা হবে না। জনগণের টাকা নিয়ে রাখা যায় না। সিবিআইয়ের নবজোয়ার হচ্ছে এখন। সিবিআই এখন চোরগুলো কত টাকা নিয়ে কাদের চাকরি দিয়েছে তাঁদের খুঁজছে। চাকরি বিক্রির শাস্তি তো পেতে হবে। জেলায় জেলায় অনেক অনুব্রত মন্ডল এবং বিদ্যুৎ বরণের মতো এজেন্ট সকলকে গ্রেফতার করতে গেলে সিবিআইয়ে এতজন আধিকারিক লাগবে ভারতের সবাইকে নিয়ে আসতে হবে বাংলায়। সুকান্ত মজুমদার আরও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে কুর্মি এবং আদিবাসী সমাজকে সামনাসামনি লড়িয়ে দিচ্ছেন। আমরা এর বিরোধী। সকল সমস্যার সমাধান আন্দোলনের মাধ্যমে নয় আলোচনার মাধ্যমে সম্ভব। সুকান্তবাবু বলেন, সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের এই কর্মসূচি। আমরা সাংগঠনিক দল। সংগঠনকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে এগিয়ে যাই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভোট আসে। সংগঠন শক্তিশালী হলে সব নির্বাচন পার করে দেওয়া সম্ভব হবে।

# বেআইনি নির্মাণ ভাঙার পরেও আবার নির্মাণ, এবার আইন ভাঙলে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ জুন ঃ অনেক ক্ষেত্রেই পুরনিগম এলাকায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙার পরেও সেখানে আবার নির্মাণ করা হচ্ছে। এবার আইন ভাঙলেই জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতার হবেন ডেভেলপার। বেআইনি বিল্ডিং ভাঙার পর যদি কোনও ডেভেলপার সেই বিল্ডিং আবার পুনঃনির্মাণ করেন সেক্ষেত্রে এবার সেই ডেভলপারকে গ্রেপ্তার করা হবে। বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়া পুরভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানান হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর প্রধান ডা. সুজয় চক্রবর্তী। তিনি বলেন, আইন অনুযায়ীই এই বিষয়ে এবার থেকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সুজয়বাবু বলেন, আমাদের কাছে বহু অভিযোগ আসছে যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেআইনি বিল্ডিং পুরসভার বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা গিয়ে ভেঙে আসার পর কিছুদিনের মধ্যেই আবার সেই বেআইনি অংশ পুনঃনির্মাণ করা হচ্ছে। যেটা বেআইনি কাজ এবং যেটা পুরসভার আইন বিরুদ্ধ কাজ। এই ক্ষেত্রে আমরা এবার থেকে হাওড়া সিটি পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা নেব। একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর হাওড়া সিটি পুলিশের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে পুরসভার আধিকারিকরা সেই সমস্ত বিল্ডিংয়ে রুটিন ভিজিট করবেন। যদি কোথাও এরকম বেআইনি কাজ হয় সেই ক্ষেত্রে ওই বিল্ডিং এর ডেভলপারকে গ্রেফতার করা হবে। এদিন ডা. সুজয় চক্রবর্তী সাংবাদিকদের বলেন, প্রায় ৩ মাস আগে অবৈধ বাড়ি নির্মাণের বিরুদ্ধে পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযান চালানো হয়েছিল। সেই সময় বারেবারে মানুষকে এবং বাড়ি নির্মাণকারী সকলকেই অনুরোধ করা হয় যাতে নিয়ম মেনে বাড়ি বানানো হয়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা মানা হচ্ছে না। এছাড়াও একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে বাড়ির অবৈধ অংশ ভেঙে দেওয়ার পর আবার ডেভেলপার ভাঙা অংশ তৈরি করছেন। সেই কারণেই পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলে সন্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রথমত যে বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে সেই বাড়ি নির্দিষ্ট সময় অন্তর হাওড়া পুরনিগম এবং হাওড়া সিটি পুলিশের যৌথ টিম সেই বাড়িটি পরিদর্শনে যাবে কোনও কনস্ট্রাকশন সেখানে নতুন করে হচ্ছে কিনা। বেআইনি নির্মাণ যদি হয় এবং তাদের কাজ বন্ধ করার নোটিশ দেওয়ার পরেও তারা যদি কাজ না বন্ধ করেন তাহলে হাওড়া পুরনিগমের পক্ষ থেকে এফআইআর করা হবে। প্রয়োজন হলে বাড়ি নির্মাতাদের জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতার করা হবে। বিল্ডিং কিনতে গেলে পেপার ঠিক করে দেখে হবে। বুঝতে না পারলে হাওড়া পুরনিগমের বিল্ডিং দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে। গত ১ বছরে প্রায় শতাধিক অবৈধ বাড়ি ভাঙা হয়েছে। আমরা স্থানীয় সূত্রে জানতে পারছি অনেক ক্ষেত্রেই বেআইনি নির্মাণ ভাঙার পরেও সেখানে আবার নির্মাণ করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে অভিযুক্তরা প্রথমত অবৈধ নির্মাণ করেছেন। এবং দ্বিতীয়ত অবৈধ বাড়ি ভেঙে দেওয়ার পর আবার তারা সেখানে নির্মাণ করছেন। সেক্ষেত্রে তাদের ২টো শাস্তি হবে।

# রাজধানীতে চলছে আন্দোলন, এই রাজ্যে চাকরি পেলেন দুই কুস্তিগির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুন ঃ রাজধানীতে বজরং পুনিয়া, বিনেশ ফোগাটদের বিদ্রোহ এখনও থামেনি। কেঃদ্রীয় সরকারের আশ্বাসে আপাতত ধর্নামঞ্চ থেকে সরেছেন তাঁরা। কুস্তির এই সামগ্রিক ছবি যেখানে, সেখানে বাংলায় 'কথা' রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । রাজধানীর কুস্তি আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল সারা দেশে। এ রাজ্যেও রাস্তায় নেমেছিলেন খেলোয়াড়রা। গোষ্ঠ পাল সরণিতে প্রতিবাদী-জমায়েত হয়েছিল দিনকয়েক আগেই। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন। এই রাজ্যের ২ কুস্তিগিরকে চাকরি দেওয়া হবে। সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার দুপুরে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের দপ্তরে রবি জয়সওয়াল ও নন্দন দেবনাথকে শংসাপত্রের পাশাপাশি চাকরির নিয়োগপত্রও দেওয়া হয়। কয়েকদিন আগে গোষ্ঠ পাল সরণিতে যে প্রতিবাদী-জমায়েত হয়েছিল সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে কুস্তি প্রদর্শন করেছিলেন দুই কুস্তিগির, রবি জয়সওয়াল ও নন্দন দেবনাথ। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন তাঁদের চাকরি দেবেন। সেই কথা মতো তাঁদেরকে গ্রুপ-ডি-র স্ট্যাটিসটিক্স অ্যান্ড প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টে অ্যাটেনডেন্টের চাকরি দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজের কোটা থেকে তাঁদের এই চাকরি দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কোটা থেকে প্রতি বছর ৩ জনকে চাকরি দেওয়া যায়। গত ৬ তারিখ তাদের চাকরি দেওয়া হয়েছিল। আজ তাঁদের হাতে শংসাপত্র ও চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। রবি জয়সওয়ালের বাড়ি বিডন স্ট্রিটে। ২৭ বছরের রবি হিন্দি নিয়ে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন। বিএ থার্ড ইয়ারের ছাত্র তিনি। জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ৬৫ কেজি বিভাগে তিনি সোনা জিতেছেন। তাঁর বাবা দোকান চালান। তা দিয়ে সংসার চালানোই কঠিন। সেখানে কুস্তিগির হওয়ার জন্য ভালো, পুষ্টিকর খাবার জোগাতেই পারেন না রবি। এই চাকরি পাওয়ার পর তাই তাঁর মতে আপাতত কুস্তি চালিয়ে যাওয়ার জন্য ভালো খাবারের চিন্তাটা আর রইল না। রবির পাশাপাশি আলিপুরদুয়ারের ছেলে নন্দন দেবনাথকেও চাকরি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। নন্দন ফিজিক্যাল এডুকেশন নিয়ে স্নাতক। তাঁর বয়স ৩০। তিনি জোড়াবাগানে থাকেন। রাজ্য স্তরে সোনা জিতেছেন তিনি। নন্দন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি এতদিন ১০০ দিনের কাজ করতেন। এ বার আর সেই কাজ করতে হবে না। রবি ও নন্দন যেহেতু কুস্তির সঙ্গে যুক্ত তাই তাঁদের খাওয়া দাওয়ার সমস্যা হত। একটা সরকারি চাকরি পাওয়ায় তাঁদের দাবি এ বার সেই সমস্যা মিটল। একইসঙ্গে রবি ও নন্দন জানান, আমাদের রাজ্যে কুস্তির ভালো পরিকাঠামোর ভীষণ অভাব। আমাদের রাজ্যে কুস্তির পরিকাঠামো উন্নত করা প্রয়োজন। তাঁদের কথায় রাজ্যের বিভিন্ন অনুশীলন কেন্দ্রে ভালো ম্যাটের প্রয়োজন। রবি ও নন্দন পঞ্চানন ব্যায়াম সমিতিতে কুস্তির অনুশীলন করেন। এই ২ কুস্তিগিরকে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানান, তাঁদের জন্য পঞ্চানন ব্যায়াম সমিতিতে ভালো ম্যাটের ব্যবস্থা করা হবে। রাজ্যে ভালো ম্যাট, কুস্তি অনুশীলনের পরিকাঠামো উন্নত হলে আরও বিভিন্ন স্তর থেকে ছেলেমেয়েরা উঠে আসবে, আশাবাদী দুজন।

# আবার অভিষেককে তলব, ১৩ জুন হাজিরার নির্দেশ ইডির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুন ঃ নবজোয়ার যাত্রা-এর মাঝেই ফের কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকরা তলব করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সকালে স্ত্রীকে চার ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ। আর সন্ধ্যেবেলা অভিষেককে ফের তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট (ইডি) । সূত্রের খবর, এবার শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে নোটিস পাঠাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আগামী ১৩ জুন, মঙ্গলবার তাঁকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির দিতে হবে সকাল ১১টা নাগাদ। এই মর্মে বৃহস্পতিবার নোটিস দেওয়া হল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

# আদিবাসী মহিলা মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে অপমান, কুড়মিকে আদিবাসী সংরক্ষণে আনার মদতদাতা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৮ জুন ঃ আদিবাসী মহিলা মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে অপমান, কুড়মিকে আদিবাসী সংরক্ষণে আনার মদতদাতা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সারা বীরভূম জেলার সর্বমোট তিরিশটি জায়গাতে বৃহস্পতিবার বারো ঘন্টা অবরোধ করলো আদিবাসীদের ছাব্বিশটির বেশি সংগঠন। আদিবাসী গাঁওতা নেতা রবীন সোরেন বলেন, সি আর আই (কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট) এর তথ্য অনুযায়ী কুড়মিরা আদিবাসী নন। তবুও বিজেপির মদতে কুড়মিরা অসাংবিধানিক ভাবে অনৈতিক ভাবে আদিবাসী তালিকা ভূক্ত হতে চাইছে এবং আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এই ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে আদিবাসীদের বঞ্চিত করতে। আমাদের আদিবাসী মহিলা মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে অপমান করা হয়েছে। সেটা দেখেছি। তারই প্রতিবাদে আমরা বারো ঘন্টা বন্ধ সফল করেছি।

# শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে সিপিআইএম-এর প্রতিবাদ সমাবেশ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি ৮ জুন ঃ শিলিগুড়িতে ধারাবাহিক খুন সন্ত্রাস ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়ার অভিযোগ তুলে শিলিগুড়িতে

প্রতিবাদ মিছিল করল সিপিআইএম এর দার্জিলিং জেলা কমিটি। সমগ্র হিলকার্ট রোড পরিক্রমা করে মিছিল। গত কয়েকদিন ধরে শিলিগুড়ি শহরে একের পর এক হামলার ঘটনা ঘটছে। আর এরই প্রতিবাদে এবার পথে নামল দার্জিলিং জেলা সিপিআইএম । বৃহস্পতিবার বিকেলে শিলিগুড়িতে সিপিএমের দলীয় কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবন এর সামনে থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শিলিগুড়ি শহরের হিলকার্ট রোড পরিক্রমা করে। এদিন এই মিছিলে নেতৃত্বে ছিলেন শিলিগুড়ি শহরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা মেয়র অশোক ভট্টাচার্য্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক জীবেশ সরকার সহ অন্যান্য সিপিআইএম এর নেতৃত্বরা।

# নাবালিকার বিয়ে রুখতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ, গ্রেফতার ৬

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ৮ জুন ঃ নাবালিকার বিয়ে রুখতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাট থানার মতিলাল পাইকপাড়ায় উত্তেজনা। এই ঘটনায় এক মহিলা কনস্টবেল, এক এএসআই, দু'জন পুরুষ কনস্টবেল, এক সিভিক ভলান্টিয়ার ও গাড়ির চালক-সহ ৬ জন আহত হয়েছেন বলে খবর। প্রত্যেককে চিকিৎসার জন্য গদামথুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, বুধবার দক্ষিণ গঙ্গাধরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মতিলাল পাইক পাড়ায় জাহাঙ্গির পাইকের মেয়ের বিয়ে ছিল। কিন্তু কনে নাবালিকা বলে পুলিশের কাছে খবর আসে। সে খবর পাওয়ামাত্রই নড়েচড়ে বসে ঢোলাহাট থানার পুলিশ। পুলিশ গিয়ে দেখে, বাড়িজুড়ে অনুষ্ঠানের আবহ। দুপুরে খাওয়া- দাওয়া চলছে। যাঁর বিয়ে হচ্ছে, তাঁর বয়স জানতে চাওয়া হয়। কনের সঙ্গেও দেখা করতে চান পুলিশকর্মীরা। তবে তার সঙ্গে পুলিশকে দেখা করতে বাধা দেওয়া হয়। অভিযোগ, কনের পরিবারের সঙ্গে পুলিশকর্মীদের বচসা বাঁধে। মুহূর্তের মধ্যে তা হাতাহাতির রূপ নেয়। পুলিশকে ঘিরে ধরার পাশাপাশি মারধর ও আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। মারধরের পাশাপাশি দীর্ঘক্ষণ পুলিশকে আটকে রাখা হয় বলেও অভিযোগ। এই ঘটনায় এক মহিলা কনস্টবেল, এক এএসআই, দু'জন পুরুষ কনস্টবেল, এক সিভিক ভলান্টিয়ার ও গাড়ির চালক-সহ ৬ জন আহত হয়েছেন বলে খবর। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে আক্রান্ত পুলিশকর্মীদের উদ্ধার করে আনে। এই ঘটনায় তিন মহিলা সহ ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনায় সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কটেশ্বর রাও নলাভাট জানান, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে পুলিশের উপর হামলার ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বাকিদের খোঁজ চালানো হচ্ছে। নাবালিকা কনেকে উদ্ধারের জন্য তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৮৯ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

# কবি নজরুলের প্রিয় ফল 'লিচু' ভারতে আগমন চিন থেকে

**রবীন্দ্রকুমার শীল**

বিদ্রোহী কবি কজী নজরুল ইসলাম জন্ম হচ্ছে চুরুলিয়ায়। সেখানে আমের ফলনের চেয়ে বেশি লিচুর ফলন বেশি দেখতে পাওয়া যেত। সেই কারণে কবি নজরুলের কবিতায় লিচুর প্রভাব পড়তে দেখা গিয়েছে। ছোটবেলায় পাছশালায় লিচু-চোর কবিতাটি সবাইকে পাঠ করতে হয়েছে। এই কবিতাটি ছোটবেলার স্মৃতিকে বহন করে আনে আজও। ফল নিয়ে যে কত সুন্দর কবিতা রচনা করা যেতে পারে তাতে বাংলার কবিরা পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। নজরুলের কবিতাটির নাম হচ্ছে 'লিচু-চোর'। লিচু চরি করে খওয়ার মধ্যে শৈশবের যে আনন্দ লুকিয়ে রয়েছে তারই প্রকাশ ঘটেছে নজরুলের এই কবিতায়। ''বাবুদের তাল পুকুরে হাবুদের ডাল-কুকুরে সে কি বাস করলে তাড়া বলি থাম একটু দাঁড়া! পুকুরের ওই কাছে না লিচুর এক গাছ আছে না হোতা না আস্তে গিয়ে য়্যাব্বড় কাস্তে নিয়ে গাছে গ্যে' যেই চ'ড়েছি ছোট এক ডাল ধ'রেছি, ও বাবা মড়াৎ করে পড়েছি সড়াৎ জোরে! পরবি পর মালির ঘাড়েই সে ছিল গাছে আড়েই''। কবি নজরুল লিচু নিয়ে কবিতা লিখেই ছোটদের মনকে একেবারে জয় করে নিয়েছিলেন। একটি সময়ে এই কবিতা ছোটরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করতো। ফুল এবং ফলি নিয়ে বাংলার কবিরা বহু কবিতা লিখেছেন যা গুনে শেষ করা যাবে না। নজরুল আবার পেয়ারা নিলেও কবিতা লিখেছেন। কলকাতার কাছে বারুইপুরের পেয়ারা বিখ্যাত। সেই পেয়ারা নিয়ে কবি নজরুল ছোটদের জন্য একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। কবিতাটির নাম 'খুকি ও কাঠবিড়ালি'। ''কাঠ বিড়ালি কাঠবিড়ালি ! পেয়ারা তুমি খাও? গুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবি নেবু? লাউ? বেড়াল বাচ্চা? কুকুর ছানা? তাও?-'' বাংলার কবিদের কাছে বাংলার ফল, ফুল শাক সবজি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বাঙালিদের কাছে মাছ এবং সবজি অতি প্রিয়। মাংস কিন্তু বাঙালিরা বেশি পছন্দ করতো না। তারা শুধু মাছ বেশি করে পছন্দ করতো। ডিম মাংসকে অবহেলা করতো। কিন্তু বর্তমানে কালে আধুনিক ছেলে মেয়েরা চটজলদি রান্নর জন্য মাংসকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে শুরু করে দিয়েছে। মাছ রান্না করার খুব ঝামেলা রয়েছে বলেই মাছ এখন বাঙালির পাত থেকে বলতে গেলে উধাও। যদিও বাজারে বড় মছের চাহিদা রয়েছে। ছোট মাছ তেমন বিক্রি হয় না। তবে মোড়লা মাছ, চিংড়ি মাছের চাহিদা রয়েছে। এখন ফ্রাইড রাইসে চিংড়ি দিতে হচ্ছে স্বাদ আনার জন্য। গরম কালে বাঙালির পাতে এখন বলতে গেলে লাউ শাক দিয়ে নানান রকমের পদ তৈরি করে পরিবেশন করা হয়ে থাকে। লাউ এর সঙ্গে চিড়িং মাছ দিয়ে তরকারি জনপ্রিয়। ছোট ট্যাংরা মাছের ঝোল জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে। চিকিৎসকেরা বলছে ভাইরাস থেকে উদ্ধার পেতে গেলে ছোট মাছ খেতে হবে। বড় মাছ খাওয়া চলবে না। ছোট মাছে বেশি পরিমানে ভিটমিন এর পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বেশি। বাংলার ফলও রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। তাদের মধ্যে যে সব গুণগত পরিমান রয়েছে তা দিয়ে শরীরকে সুস্থ রাখার সম্ভব। ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শঙ্কর কুমার নাথ বহুবার 'খাদ্যাভাস' বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেছেন, বড় মাছের থেকে ছোট মাছ খাওয়ার মধ্যে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষতা লুকিয়ে রয়েছে। বিশেষ করে ক্যান্সারের হাত থেকে রক্ষা

পেতে গেলে ছোট মাছ থেকে হবে। রোজ একটি করে ডিম খেলে কোনও শারীরিক সমস্যা তৈরি হবে না। উল্টে শরীরকে সুস্থ এবং সবল রাখতে পারে। কিন্তু রেড মিট খাওয়া চলবে না। চর্বি জাতীয় কোনও খাবার বেশি খাওয়া চলবে না। শরীরকে সুস্থ রাখতে গেলে ঋতুকালীন ফল বেশি করে খেতে হবে। গরম কালে আম, জাম, লিচু কাঁঠাল খেতে হবে। তার সঙ্গে রয়েছে তালশাঁস। সেটাও খেতে হবে। রোজ সব রকমের ফল খাওয়ার কোনও দরকার নেই। প্রতিদিন একটি করে ফল দিনের বেলায় খাওয়াটা খুবই প্রয়োজন। রাতের বেলায় ফল খাওয়া চলবে না। ঠাকুরের নাম করে প্রসাদ বলে কাটা ফল খাওয়া চলবে না। কাটা ফলের মধ্যে কোনও ভিটামিন থাকে না। উল্টে শরীর খারাপ করতে পারে। ফলের মধ্যে যেসব ভিটামিন থাকে তা কিন্তু ফল কাটার পর সেই সব ভিটামিনের গুণ ক্রমশ কমতে থাকে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ফল যখনই টাকা হবে তখনই সে বাতাসের সঙ্গে মিশতে শুরু করে। আর ভিটামিনের শত্রু হল বাতাস এব গরম। ফল যতক্ষণ গোটা থাকবে ততক্ষণ কিন্তু ফলের গুনাগুণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ফলকে যখনই কাটা হবে তখনই কিন্তু কাটা ফলটি বাতাসের সংস্পর্শে এসে তার ফলাফল নষ্ট করতে শুরু করে দেবে। সেই কারণে বলা হয়ে তকে যে ফল কেটেই প্রায় পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে খেয়ে ফেলতে হবে। তবেই যদি ফলের গুণাগুণ লাভ করা সম্ভব। নাহলে ফল খাওয়া বেকার। তাতে কোনও শরীরের লাভ হবে না। উল্টে শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেতে পারে। ফিরে আসি কবি নজরুলের কবিতায়। তিনি তাঁর ছোটবেলার লিচু চুরির বর্ণনা দিয়েছেন একটি ছোট আসাধারণ কবিতা রচনা করে। আজও লিচু চোর কবিতাটি বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। আগেকার দিনে ফলের বাগান পাহারা দিতে বাগানের মালিকেরা রাস্তার কুকুরকে পোষ মানাতো। সেই সব কুকুরু বাগান পাহারা দেওয়ার কাজ করতো। মালি ছিল তারাও বাগান দেখভাল করতো। কিন্তু মালি একা কি সব পাহারা দিতে পারে? সেই কারণে বেশ কয়েকটি লেড়ি কুকুর পোষ করাতো মালিকেরা। তাদের কাজই ছিল বাগানকে কেউ যেন ঢুকতে না পারে। লিচু চুরি করতে গিয়ে কবির কি অবস্থা হয়েছিল তা নিয়ে একটি ছোট ছেলের চরিত্র রচনা করে কবিতার মধ্যে কাহিনীটি বিস্তারিত ভাবে বলেছেন। লিচু বাগানের মালির ঘাড়ে পড়ে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হলেও কিন্তু কুকুরের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল। কোনও ছেলে যদি লিচু বাগানে একবার প্রবেশ করতো তাহলে তার রক্ষা পাওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করতে করতে তাকে তাড়া করে বাগান ছাড়া করে ছাড়তো। সেই বর্ণনা অতি দক্ষতার সঙ্গে কবি নজরুল দিয়েছেন। ''লাফিয়ে ডিঙ্‌নু দেয়াল, দেখি এক ভিট্‌রে শেয়াল! আরে ধ্যাৎ শেয়াল কোথা? ভেলোটা দাঁড়িয়ে হেথা! দেখে যে আঁৎকে ওঠা কুকুরও জুড়্‌লো ছোটা আমি কই কম্ম কাবার কুকুরেই করবে সাবাড়!'' অপূর্ব একটি বর্ণনা দিয়েছেন কবি নজরুল। গ্রাম বাংলায় এখনও ছোটরা লিচু বাগানে গোপনে প্রবেশ করে লিচু, আম চুরি করে। তবে কাঁঠাল চুরি করতে পারে না। তার কারণ হচ্ছে কাঁঠাল অতি বড় ফল। সেই কারণে কাঁঠাল চুরি করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবে ফাঁক পেলে সবাই মিলে বাগানে গোপনে বাগানে প্রবেশ করে কাঁঠাল গাঠ থেকে পেড়ে সেইখানে কাঁঠালে ছাল ছাড়িয়ে কাঁঠালেব কোয়াগুলি খেয়ে ফেলে রেখে পালিয়ে আসে গোপনে। তবে বাগনের মালিক কাঁঠাল পাকলে তাকে রক্ষা করতে এখন কাঁটা তারের বেড়ায় দিয়ে থাকে যাতে কেউ কাঁঠাল গাছের ধারে কাছে গিয়ে পৌঁছাতে না পারে। তবে যেভাবে ফলের বাগান কেটে বাড়ি হচ্ছে তাতে আগামি দিনে বাংলার ফুল ফলের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লিচু বাগান কেটে বহুতল বাড়ি হচ্ছে। আম বাগান কেটে রাস্তা থেকে শুরু করে শিল্প কলকারখানা বহু তৈরি হয়েছে। তার ফলে বাংলার ফলের সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। এ বছর আম অতিরিক্ত হয়েছে। তার ফলে বাজারে আম এখন কুড়ি টাকা থেকে শুরু করে ত্রিশ টাকা এবং পঞ্চাশ টাকায় এক কিলো আম পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। এ বছর আবার লিচু ফলন কম হয়েছে। তার ফলে লিচুর দামটা একটু চড়া। জামরুল বলে একটি ফল রয়েছে যা সবাই আজকে ভুলতে শুরু করেছে। এই ফলটি খুবই ঠাণ্ডা। জামরুল ফলটি আগে গমর কালে দেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু এখন জামরুল গাছের সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। আগে কল্যাণীর চার পাশে জামরুল গাছ ছিল। বেশ বড় বড় জামরুল ফল আপনা আপনি ফলতো। খাওয়ার কোনও লোক পাওয়া যেত না। কল্যাণী তখন জঙ্গল এলাকা। মানুষকে দিনের বেলাতেই দেখতে পাওয়া যেত না। আজকে সেই কল্যাণীতে পা ফেলার জায়গা নেই। সর্বত্র বহুতল বাড়ি এবং কলকারখানা তৈরি হয়েছে। বন্য কল্যাণী আধুনিক সাজে সজ্জিত হয়েছে। এখন ফিরে আসি নজরুলের লিচু চুরি ঘটনায়। লিচু বাগানের কুকুরের তাড়া খেয়ে পালাতে শুরু করেছেন। ''বাবা গো মাগো'' বলে' পাঁচিলের ফোঁকল গলে' ঢুকি গো' বোস্‌দের ঘরে, যেন প্রাণ আসলো ধরে! যাব ফের? কান মলি ভাই চুরিতে আর যদি যাই! তবে মোর নাম মিছা! কুকুরের চামড়া খিঁচা।'' কবি নজরুল দক্ষতার সঙ্গে লিচু চুরি কাহিনি বর্ণনা করেছেন। একেবারে বাস্তব চিত্র। কবিতাতে বাস্তবতা থাকলে তার চিরকালের কবিতা বলে গৃহীত হয়ে থাকে। ছোট বেলায় বাগানে প্রবেশ করে লিচু গাছে উঠে লিচু চুরি করে খাওয়ার আনন্দটা ছিল অন্য রকমের। যখন বাড়ির বড়রা দুপুর বেলায় ভাত খেয়ে ঘুমাতো নাক ডেকে। আর ছোটদের চোখে ঘুম ছিল না। কার গাছে ভালো আম হয়েছে, লিচু হয়েছে, জামরুল হয়েছে, কালো জাম হয়েছে সেই সব সংবাদ সংগ্রহ করে তার অভিযান শুরু হতো দুপুর হলেই। তখনকার সময়ে গ্রাম বাংলার প্রচুর ফুল ফলের গাছ। সেই কারণে বাংলায় ফলে কোনও অভাব ছিল না। প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল বাংলা। সেই বাংলা আজকে নিঃস্ব বাংলায় পরিণত হতে শুরু করে দিয়েছে। লিচু হচ্ছে দক্ষিণ চিন দেশের গাছ। ১১ শতকে চিন দেশে লিচুর গাছ চাষ হতে দেখা গিয়েছিল। ভারত এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে লিচুর চাষ হয়ে থাকে। ভিয়েতনামও এখন লিচু চাষ করতে শুরু করেছে। চিনের হান রাজবশের রাজত্ব কালে লিচুর জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। চিনের ইম্পোরিয়াল কোর্টে লিচুর জনপ্রিয়তা ছিল। ১৯৩২ সালে পাকিস্তানে লিচু চাষ শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের হাত ধরে। ভারতের লিচুর চাষ শুরু হয় সেই সময় থেকেই। তখন ভারত পাকিস্তান ভাগ হয়নি। বিহারের মজফফরপুরের লিচু বিখ্যাত। চিন দেশের পর ভারতের মুজফফরপুরের লিচু বিখ্যাত। মুজফফরপুরের লিচুকে বলা হয়ে থাকে শাহি লিচু। এখানে ১১,০০০ হেক্টর জুড়ে লিচুর বাগান রয়েছে। সমস্তিপুর, বৈশালী, চম্পারণ ওবং বেগুসরাইতে লিচুর বাগান দেখতে পাওয়া যায়। তবে মুজফফরপুরের পরেই সমস্তিপুরের লিচুর সুনাম রয়েছে। উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশে লিচুর চাষ হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে লিচুর চাষ হয়ে থাকে বারুইপুরে। বারুইপুরের লিচুর সুনাম যেমন রয়েছে পাশাপাশি পেয়ারাও সুনাম রয়েছে। বারুইপুরের বহু ফলের বাগান রয়েছে যেখানে বহু রকমের ফল উৎপন্ন হয়ে থাকে। নদিয়া, হুগলি জেলাতেও প্রচুর লিচুর বাগান রয়েছে। তবে বর্ধমান এবং বাঁকুড়ার লিচু বেশ নাম করেছে ইদানিং। মুর্শিদাবাদ এবং মালদাতে এখন লিচুর চাষ করতে আগ্রহী হতে শুরু করেছে সেখানকার চাষিরা। চাষিরা এখন ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেছে উন্নয়নের নাম করে যেভাবে ফলে বাগানকে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে তার ফলে বাংলার আগামি দিনে দৈন্য দশায় পরিণত হবে তা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেতে পারে।

## জাতীয় রাজনীতিতে বাঙালি কোথায়?

**সম্পাদকীয় ১**

জাতীয় রাজনীতিতে বাঙলিদের কোনও স্থান নেই সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে ভারতের জাতীয় নেতা স্তরে নায়ক ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বোস। তারপরে আর কোনও বাঙালিকে জাতীয় নেতা হতে দেখা যায়নি। স্বাধীনতা পরে বাঙালিদের হাত থেকে জাতীয় রাজনীতির অস্ত্র গিয়ে পড়ল উত্তর ভারতে। সেটা এখনও পর্যন্ত চলছে। স্বাধীনতা লাভের পর পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, জগজীবন রাম, কামরাজ থেকে শুরু করে সবাই বলতে গেলে তাঁরা বাংলার রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। তাঁরা সবাই ছিলেন বাংলার বাইরের বাসিন্দা। তারাই জাতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে স্বাধীন ভারত পরিচালনা করার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। একমাত্র টিঁকে ছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। তিনি বাংলার লোক হলেও বাংলার সঙ্গে তাঁর কোনও রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। তিনি বছরে একবার মুর্শিদাবাদে আসতেন এবং বাড়ির পুজোয় অংশ গ্রহণ করে দিল্লিতে চলে যেতেন। এই টুকু সম্পর্ক ছিল তাঁর সঙ্গে বাংলার। আর কোনও রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। তবে তিনি বাংলার বহু রুগ্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারি আর্থিক সাহায্য পাইয়ে দিয়েছেন। সে কথা স্বীকার করতেই হবে। বাংলার সংস্কৃতি নিয়ে তিনি চর্চাও করতেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটি মূল্যবান বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের প্রাসঙ্গিকতা। এই সম্পর্কে তিনি যে ধরনের উচ্চাঙ্গের বক্তব্য রেখেছিলেন তা থেকে বুঝতে পারা গিয়েছিল তিনি দিল্লির পরিবেশের মধ্যে থাকলে রবীন্দ্র চর্চাকে একেবারে মন থেকে বাদ দিতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন আজকে ভারতের সঙ্গীতের অবক্ষয়ের যুগে রবীন্দ্র সঙ্গীতই ভারতীয় সংস্কৃতির মানকে আন্তর্জাতিক স্তরে বেঁধে রাখতে সক্ষম হয়েছে। বাংলার বহু বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীদের হারিয়েছে। বাংলার সঙ্গীত জগত আজকে নিঃস্ব হতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে এসে প্রবেশ করেছে পাশ্চাত্য সঙ্গীত রীতিনীতি। সেখান রবীন্দ্র সঙ্গীত কিন্তু আজও স্বদেশি ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে। ভারতীয় সঙ্গীত ঘরানাকে ধরে রাখতে পেরেছে রবীন্দ্র সঙ্গীত। তবে বিশ্ব ভারতীর হাতছাড়া রবীন্দ্র সঙ্গীত এখন লাগামহীন অবস্থায় পড়ে গিয়েছে। তবুও বিশ্বভারতী এবং রবীন্দ্র ভারতীর ছাত্র ছাত্রীরা সঠিক রবীন্দ্র সঙ্গীত মূল্যায়ান করতে পারছে এটা বড়ই আনন্দের বিষয়। বাংলা সঙ্গীতের সম্পদ বিশাল। লোক সঙ্গীত আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। লোক সঙ্গীতের রুপ রস আবার নতুন করে জাগতে শুরু করেছে। লোক সঙ্গীত শিল্পীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। বাউল গান বৃদ্ধি পেয়েছে। একন বাউল সঙ্গীত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রধান হয়ে উঠতে শুরু করেছে। বেশ কিছু নতুন শিল্পীর উদয় হয়েছে। ফলে বাংলার সঙ্গীত জগত আবার তার রূপকে ফিরে পেতে শুরু করেছে। সেখানে কিন্তু জাতীয় স্তরে সাচ্চা রাজনীতিবিদ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থনীতিবিদের সংখ্যাও ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। রাজনীতি এবং অর্থনীতিবিদের সংখ্যা যদি ক্রমশ কমতে শুরু করে তাহলে দেশটা চলবে কীভাবে তা কিন্তু ভাবতে হবে। ব্যবসায়ীদের হাতে দেশটাকে তো ছেড়ে দেওয়া যায় না। ব্যবসায়িদের হাতে দেশটাকে ছেড়ে দিলে কী অবস্থা হতে পারে তার বড় প্রমাণ হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা লাভ।

## মানবাধিকার নেই আফগানিস্তানে!

**সম্পাদকীয় ২**

রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব আন্তেনিয়ো গুতেরেস বলেছেন, তালিবানদের উদ্দেশ্য সাধনে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে যথাযথ সরকার গঠন করা। মানবাধিকার এবং মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে তালিবান সরকারকে। চলতি মাসের গোড়ায় কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো পোশাকে ঢাকা আফগান মেয়েদের দেখে চমকে উঠেছিলেন অধ্যাপিকা বাহার জালালি। তালিবান শাসনের সমর্থনে মহিলা জমায়েত হতে শুরু করে দিয়েছিল। তাদের সকলের হাতে ছিল তালিবান পতাকা। কিন্তু সেই সময়ে অধ্যাপিকা বাহার জালালি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন একটা কিছু করতে হবেই। তিনি মনে করেছিলেন আফগান মহিলাদের পোশাক নিয়ে ভুল বার্তা যেতে শুরু করে দিয়েছে সারা বিশ্বে। তার পরেই ঝলমলে রঙিন পোশাক পরে তিনি ছবি পোস্ট করেন সোশ্যাল মিডিয়াতে। হ্যাশট্যাগে লেখেন, ডুনটটাচমাইক্লোদস। উদ্দেশ্য একটাই তালিবানের পোশাকের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দেওয়া। প্রবল জনপ্রিয় হয় সেই পোস্ট। তার দেখাদেখি অন্য আফগান মহিলারাও রঙিন পোশাক পরে নিজেদের ছবি পোস্ট করতে শুরু করে। নারী স্বাধীনতার পক্ষে সাওয়ালের পক্ষে তিনি বলেছেন, কেন তিনি এইভাবে পোশাক বিপ্লব করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি যখন সাত বছরের তখন তিনি আমেরিকায় বসবাস করতেন। ওয়াশিংটনের কাছে মেরিল্যাণ্ডে গ্লেনউডেতিনি থাকতেন। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আফগান মহিলারা হিজাব পরে না। আমরা শিফনের এক ধরনের স্কার্ফ পরে, যেখানে চুল দেখা যায় স্পষ্ট করে। আফগানিস্তানের ইতিহাস, ঐতিহ্য যারা জানেন তারা বুঝতে পারবেন সেদিন কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব মহিলারা পোশাক পরে এসেছিল সেটা আফগান মহিলাদের পোশাক নয় বা তাদের সংস্কৃতি নয়। আফগানিস্তানে মেয়েরা ও ভাবে পোশাক পরে না। তারা রঙিন পোশাক পরতে ভালোবাসে। সেটা গোটা বিশ্বকে বোঝানোর দরকার রয়েছে। মাঝখানে দীর্ঘ সময় আফগানের বাইরে থেকেছেন। ২০০৯ সাল থেকে সাড়ে আটটি বছর কাবুলের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমেরিকান স্টাডি সেন্টারে জেন্ডার স্টাডি পড়াতেন। তারপরে তিনি আমেরিকাতে ফিরে আসেন।

# ভারতের আন্তর্জাতিক কূটনীতি

**বিশেষ প্রতিনিধি**

ভারত এখন চারদিক থেকে আক্রান্ত। মোদি সরকার যেভাবে কূটনীতিতে সফল বলা যেতে পারে। তবে চিনের ব্যাপারে ভারত সতর্ক হয়ে পা ফেলতে শুরু করেছে। চিনের আগ্রাসন নীতি কিন্তু আগামি দিনে ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা খুবই কঠিন হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। পাকিস্তানের কাছ থেকে পাক অধিকৃত কাশ্মীর অধিকার করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে জল ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে পাক চিন ঐক্যবদ্ধভাবে। পাকিস্তানের আইএসআই চিনকে পেছন থেকে উস্কে দিয়েছে যে ভারতের সীমান্ত এলাকায় ব্যস্ত রাখলে ভারতীয় সেনারা আর পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করার দিকে মন দিতে পারবে না। পাকিস্তান এখন চিনের সবচেয়ে বড় তাবেদার দেশ। আগে পাকিস্তান আমেরিকার তাবেদার দেশ ছিল। কিন্তু ওসামা বিন লাদেনকে পাকিস্তান গোপন আশ্রয় দেওয়ার পর আমেরিকা সম্পর্ক তাদের নীতির বদল করে। রাষ্ট্রপুঞ্জ পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র বলে ঘোষণা দেওয়ার প্রস্তাব আনলে চিন তাতে ভেটো দিয়ে খারিজ করে দিয়েছিল। তার ফলে ভারত খুবই ক্ষুব্ধ হয়। চিনের সঙ্গে আর কোনও মৈত্রী কূটনীতি সম্পর্ক তৈরি করা যাবে না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বিদেশ দফতর। চিন ইচ্ছা করেই সীমান্ত সমস্যা জিইয়ে রাখতে চেষ্টা করছে। আবার চিন কাশ্মীরের ব্যাপারে না গলাতে শুরু করেছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে রক্ষা করতে চিন এগিয়ে আসবে সেচা পরিস্কার বুঝতে পারা সম্ভব হচ্ছে। সেই কারণে আমেরিকাতে গিয়ে মোদি এ ব্যাপারে বহু আলোচনা করবেন সেখানকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে। চিনর আসল উদ্দেশ্য কি তা খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন বাইডেন এবং মোদি সেটা জানতে পারা গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদির আসন্ন আমেরিকা সফরের সময় রুই ইউক্রেন যুদ্ধ, তাইওয়ান, কোয়াড, চিন পাকিস্তান বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়ে আলোচনা হবে। পাকিস্তানের জঙ্গি শিবির ভেঙে দেওয়ার পরই ভারত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করে নেবে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে কেন্দ্রীয় সরকার সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে কাশ্মীরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ভারত সরকার দ্বিধাবোধ করতে থাকে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করতে একেবারে কাশ্মীরটাকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে দিলেন। কাশ্মীর ভারতের কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত হল এবং লাদাখকেও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে কাশ্মীর নিয়ে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করে চলছিল তারা এবারে বেশ মুশকিলে পড়ে গেল। কাশ্মীর কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হওয়াতে পাকিস্তানের বিদেশ নীতি একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। এখন আর কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান কোনও কথা বলতে পারে না। আমেরিকাও এখন পাকিস্তানের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে ফেলেছে। ফলে পাকিস্তানের চিন ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। পাকিস্তান জানে যে আমেরিকা তাদেরকে এখন বিশ্বাস করে না। পাকিস্তানকে জঙ্গি মদতপুষ্ট রাষ্ট্র বলে সবাই গ্রহণ করে নিতে চায়। পাকিস্তান জঙ্গি দমন করতে পারেনি। পাকিস্তানে নামে গণতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু সেখানে সেনারা দেশ পরিচালনা করে থাকে। সেনা প্রধানরা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হন। সেনাদের দ্বারা পাকিস্তানের প্রশাসন পরিচালিত হয়। এমনকী বহু ক্ষেত্রে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইরা পাক প্রশাসনকে পরিচালনা করে থাকে। এদিকে চিন গালওয়ান সীমান্ত থেকে তাদের সেনা সরাই নি। উপরন্তু লাদাখে ভারতের বেশ কিছু অঞ্চল ঘিরে বসে রয়েছে। সেখান থেকে চিনারা সেনা সরানোর কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে না। গালওয়ান উপত্যকায় ১৬টি চিনা সেনা ছাউনি দেখতে পাওয়া গিয়েছে। যেসব স্থান আগে ভারতের ছিল সেই সব স্থান চিনা সেনারা অধিকার করে বসে গিয়েছে। গালওয়ান নিয়ে যখন ভারতীয় সেনারা ব্যস্ত তখন পাকিস্তান আবার সীমান্ত এলাকা সেনা বাহিনী বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবার সেনা বাহিনী বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান যে কোনও সময়ে বিক্ষিপ্ত আক্রমণ করতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। আসলে ভারতকে অস্থির করতে এবং চাপে রাখতে কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে দিয়েছে চিন এবং পাকিস্তান। ভারতের এই চরম মুহূর্তে আমেরিকা কতখানি সাহায্য করতে বা বোঝা খুবই মুশকিল।

## ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথামৃত

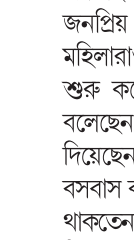

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন।

# হেরিটেজ কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা

দ্য কলকাতা আন্তর্জাতিক বই মেলা শুরু হয়েছিল ১৯৭৬ সালে। প্রথম বই মেলা শুরু হয় রবীন্দ্র সদনের বিপরীত মাঠে। তারপরে সেটা চলে আসে পরে বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। সেখানে বেশ কয়েক বছর থাকার পর সেটা পার্ক স্ট্রিটের কাছের ময়দানের এসে উপস্থিত হয়। সেখান থেকে কলকাতা বইমেলা জমতে শুরু করে। কিন্তু পরিবেশবিদ কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করার ফলে পরিবেশ দূষণের কারণে সেটা চলে যায় পার্ক সার্কাসে। পার্ক সার্কাসে স্থানীয় বাসিন্দারা পরিবেশ দূষিত হবে বলে তারাও অভিযোগ করতে শুরু করে। ফলে সেখান থেকে বই মেলা চলে আসে মিলন মেলা প্রাঙ্গনে। মিলন মেলা প্রাঙ্গনে বেশ কয়েক বছর বই মেলা হওয়ার পর আবার বইমেলা চলে আসে সল্টলেকে করুণাময়ীতে সেন্ট্রাল পার্কে। সেন্ট্রাল পার্কে তিন বছর বই মেলা হচ্ছে। এখানে

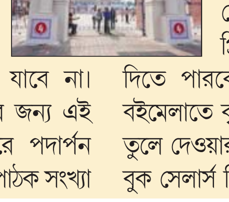


কিন্তু একটি ধূলিকনা দেখতে পাওয়া যাবে না। এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে বইমেলার জন্য এই পার্কটাকে। এবারে বইমেলা ৪৬ বছরে পদার্পন করলো। লক্ষ্য করা গেছে এখানে বইয়ের পাঠক সংখ্যা খুব বেশি। এবারে ভারতীয় ডাক বিভাগ সবার কাছে বইকে সবার কাছে পৌঁছে দিতে স্পিড পোস্ট চালু করেছে। ভারতীয় ডাক বিভাগের কাউন্টারে গেলে যে কোনও বই প্রেমিকেরা তাদের প্রিয়জনদের হাতে বইটিকে দ্রুত পৌঁছে দিতে পারবেন স্পিড পোস্টের মাধ্যমে। এবারে বইমেলাতে বৃদ্ধাবাসে যারা থাকেন তাদের হাতে বই তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে পাবলিসার্স অ্যাণ্ড বুক সেলার্স গিল্ড। বৃদ্ধাদের একমাত্র সঙ্গী হোক বই। তারা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি ঘরে একাকী বসবাস করে। সেই কারণে বইকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে তাদের হাতে বইকে তুলে দেওয়া হচ্ছে বিনামূল্যে। মেলাতে এক হাজার টাকার বই কিনলে লটারি করে আরও এক হাজার টাকার কুপন দেওয়া হয় বই প্রেমিকদের হাতে। এছাড়া তিন দিন অন্তর আরও একটি লটারি হয়। সেখানে পাঁচজনকে পচিশ হাজার টাকা কুপন দেওয়া হয় বই কেনার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বইমেলাকে জনপ্রিয় করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

## পুড়ল ৮ দোকান

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ জুন ঃ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়লো পরপর আটটি দোকান। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় কয়েক কোটি টাকা বলে জানিয়েছেন স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানার পাওয়ার হাউস সংলগ্ন এলাকায়। গভীর রাতেই এই অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। পরে খবর পেয়ে আসে গাজোল থানার পুলিশও। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকলের কর্মীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় ফার্নিচারের দোকান বেশি ছিল। এছাড়াও ষ্টেশনারি, মুদির দোকানে রয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে আটটি দোকান পুরোপুরি পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এদিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী খোকন দাস, সুশান্ত দাস, পরেশ কীর্তনীয়াদের বক্তব্য, এই ঘটনার পিছনে গভীর কোনো ষড়যন্ত্র রয়েছে। আমাদের ধারণা দোকানগুলিতে কোনোরকম চক্রান্ত করে দুষ্কৃতীরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। নইলে এভাবে অগ্নিকাণ্ড ঘটার কোনো সম্ভাবনাই নেই। সবমিলিয়ে প্রায় কয়েক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। গাজোল থানার পুলিশ জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তবে দমকলের কর্মীরা এখনও পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার বিষয়ে পরিস্কার করে কিছু জানাতে পারেন নি।

## মিলছে না রেশন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ জুন ঃ দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ চা বাগানে অর্ধাহারে বেরিয়ে এসেছে শরীরের হাড়, পর্যাপ্ত রেশন না পেয়ে কর্মী সহ খাদ্য বণ্টন কেন্দ্রে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ আদিবাসী শ্রমিকদের। জলপাইগুড়ি জেলার আর পাঁচটি বন্ধ চা বাগানের মতোই অবস্থা সদর ব্লকের রায়পুর চা বাগানের। দীর্ঘ চার বছর ধরে দফায় দফায় বন্ধ চা বাগান। এক দিকে নেই কাজ এবং উপার্জন, বেচেঁ থাকার উপায় বলতে সম্বল খাদ্য সাথীর চাল,আটা। এবারে সেই ক্ষেত্রেও উঠলো বেনিয়মের অভিযোগ। বৃহস্পতিবার এই নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন দীর্ঘ সময় ধরে পর্যাপ্ত রেশন সামগ্রী না পাওয়া চা বাগানের শ্রমিকেরা। এলাকার রেশন বণ্টন কেন্দ্রে আসা কর্মীদের সহকারে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন আধ পেটা খেয়ে দিন গুজরান করে আসা অসহায় শ্রমিকেরা। রেশন না পেয়ে আন্দোলনে সামিল রাজ কুমার নায়ক বলেন, আমাদের পরিমাণে কম রেশন দেওয়া হয়, যাতে পরিবারের পেট ভরে না। আজ তাই রেশন গুদামে তালা লাগিয়ে দিয়েছি। অপরদিকে বন্ধ রায়পুর চা বাগানের শ্রমিক তথা এলাকার তৃণমূলী পঞ্চায়েত প্রধান প্রধান হেমব্রম জানিয়েছেন। দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের প্রাপ্য রেশন দেয় না খাদ্য দপ্তর, এবারের ও চাহিদার তুলনায় কম পাঠিয়েছে রেশনের চাল, আটা। আমরা এক বারে সারা মাসের নির্দ্ধারিত ৩৫ কেজি চাল চাইছি।

## ধর্ষণে গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ জুন ঃ এক যুবতীকে গণধর্ষণের অভিযোগে শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার শিমুলতলা থেকে দুই যুবককে গ্রেফতার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম নিলয় সরকার ও আকাশ মন্ডল। বৃহস্পতিবার তোলা হয় শিলিগুড়ি আদালতে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সন্ধ্যায়। জানা যায় ধৃত দুই যুবক ওই নির্যাতিতা যুবতীর বন্ধু। গতকাল তারা ওই যুবতীকে ডেকে নিয়ে যায় এবং শিমুলতলা চা বাগানে নিয়ে গিয়ে তার গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পরেই রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ওই যুবতীর পরিবার। অভিযোগের পেয়েই কিছুক্ষনের মধ্যেই ওই দুই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ।

## উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণার দাবি

# বিজেপিকে চাপে রাখতে সময় অনন্ত মহারাজের তরফ থেকে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৮ জুন ঃ উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণার দাবি নিয়ে এবার বিজেপিকে আল্টিমেটাম দিলেন দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষ নেতা অনন্ত মহারাজ। আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা না করা হলে আগামী লোকসভা নির্বাচনে দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন সমর্থন করবে কিনা তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে। অনন্ত মহারাজের এই ঘোষণার পর স্বাভাবিকভাবেই চাপের মুখে বিজেপি। রাজ্যের বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন রাজ্য ভাগ চায় না বিজেপি। সেই জায়গায় আগামী লোকসভা নির্বাচনে দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের সমর্থন বিজেপি থেকে সরে গেলে স্বাভাবিকভাবেই বিজেপির ভোট বাক্সে ব্যাপক প্রভাব পড়বে। বিগত লোকসভা নির্বাচন বিধানসভা নির্বাচন সহ বিগত দিনের নির্বাচন গুলিতে সরাসরি ভাবে বিজেপিকে সমর্থন করেছিল দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। বিজেপির বিভিন্ন নির্বাচনী প্রচারে জনসভায় বিজেপি নেতাদের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল অনন্ত মহারাজকে। পৃথক রাজ্যের দাবীকে সামনে রেখেই বিগত দিনে দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন বিজেপিকে সরাসরি ভাবে সমর্থন করেছিল নির্বাচনগুলিতে। কিন্তু এবার বিজেপির সঙ্গে অনন্ত মহারাজের সেই সম্পর্কে কিছুটা হলেও চিড় ধরেছে। তাই বিজেপিকে চাপে রাখতে এবার সরাসরি আল্টিমেটাম দিলেন অনন্ত মহারাজ। অনন্ত মহারাজকে পৃথক রাজ্যের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে সময়সীমা বেঁধে দেন। তিনি বলেন, লোকসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো। লোকসভা নির্বাচনের আগে যদি কেন্দ্রীয় সরকার উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা না করে তাহলে আগামী লোকসভা নির্বাচনে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন বিজেপিকে সমর্থন করবে কিনা তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে। অনন্ত মহারাজের এই বক্তব্যের পর স্বাভাবিকভাবেই চাপের মুখে বিজেপি। কোচবিহার জেলা তথা উত্তরবঙ্গে তপশিলি ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের ক্ষেত্রে। গত লোকসভা নির্বাচন এবং বিধানসভা নির্বাচনে দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের সমর্থন পেয়ে উত্তরবঙ্গ জুড়ে ব্যাপক ভালো ফল করেছে বিজেপি। সেই জায়গায় যদি দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের সমর্থন বিজেপি থেকে সরে যায় সেক্ষেত্রে আগামী লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গজুড়ে ভরাডুবি হতে পারে বিজেপির। সেই জায়গায় দি গ্রেটার কোচবিহার পিপাস অ্যাসোসিয়েশনের সমর্থন কোন রাজনৈতিক দলের দিকে যাবে সেটাই এখন দেখার। বিগত দিনে দেখা গিয়েছে দি গ্রেটার কোচবিহার অ্যাসোসিয়েশনের অনন্ত মহারাজ দ্বারা আয়োজিত বীর চিলা রায়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এসেছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডেকে নিয়েছিলেন অনন্ত মহারাজকে। অনন্ত মহারাজের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই জায়গায় বিজেপির সঙ্গে অনন্ত মহারাজের দূরত্ব স্থাপন হলে সেই সুযোগ যে তৃণমূল কংগ্রেস নেবে তা বলাই বাহুল্য। এই বিষয়ে বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, এই বিষয়ে আমার কোন বক্তব্য নেই। এই বিষয়ে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বরা নেবেন। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, অনন্ত মহারাজকে আমরা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে মনে করি না। তিনি সামাজিক বিভিন্ন কাজকর্ম করেন। বিগত দিনে দেখা গিয়েছে তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের কথা বলেন। তার কথার সঙ্গে কাজের মিল পাওয়া যায় না। তাই এই বিষয় নিয়ে আমরা যেমন চিন্তিত নই তেমন আনন্দিত নই, আবার উচ্ছ্বসিত নই।

## তৃণমূল নেতার দেহ গ্রামে ফিরতেই ক্ষোভ প্রকাশ পরিবার-পরিজনদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ জুন ঃ তৃণমূলের অঞ্চল চেয়ারম্যানের রহস্যজনক মৃত্যুতে চার তৃণমূল নেতার নামে পুলিশে অভিযোগ দায়ের। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সহ মৃতের পরিবারের জন্য সুরাহার দাবীতে মৃতদেহ আটকে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ। ঘটনাস্থলে হাজির জেলা তৃণমূল সভাপতি সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা মালদার হবিবপুর ব্লকের ঋষিপুর কালীতলা এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় মোতায়েন বিশাল পুলিশ বাহিনী। উল্লেখ্য ১১ দিনের লড়াই শেষ। কলকাতার একটি হাসপাতালে মৃত্যু হল মালদার হবিবপুর ব্লকের ঋষিপুর অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান শিবানন্দ শর্মার। বৃহস্পতিবার নিথর মৃতদেহ গ্রামে ফিরতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন মালদার হবিবপুর ব্লকের ঋষিপুর অঞ্চলের কালিতলা এলাকার বাসিন্দা, তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল চেয়ারম্যান শিবানন্দ শর্মা। যদিও ঘটনার পর ওই তৃণমূল নেতার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পরিকল্পনা করে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল তাকে। এই ঘটনার পর আহত ওই তৃণমূল নেতাকে উদ্ধার করে প্রথমে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরে কলকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। পরে তার মৃত্যু হয়। জানা যায় বুধবার ময়নাতদন্তের পর বৃহস্পতিবার তৃণমূল নেতার দেহ গ্রামে ফিরতেই গ্রামবাসী সহ পরিবারের লোকজন বাড়িতে মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ করতে থাকেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হবিবপুর থানার পুলিশ। এছাড়াও খবর পেয়ে পৌছান তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি রহিম বক্সি। জেলা সভাপতিকে কাছে পেয়ে তাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এলাবাসী ও পরিবারের লোকেরা। অভিযোগ সঠিক তদন্ত করা দাবি সহ ওই পরিবারের রয়েছে স্ত্রীও দুই সন্তানকে নিয়ে কি করে পরিবার চলবে এই নিয়ে তদের সুরাহা দাবি জানিয়ে খুব প্রকাশ করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অবশেষে জেলা সভাপতি সেই পরিবারের পাশে থাকা সহ কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো তা সঠিক ভাবে তদন্ত করা হবে বলে আশ্বাস দিলে মৃতদেহ বাড়ি থেকে বের করা হয় শেষকৃত্যের জন্য।

## উদ্যানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ জুন ঃ শিশুদের উদ্যানে তৈরী হবে স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এমনই তুঘলকি সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত ইংরেজবাজার পুরসভা। এহেন সিদ্ধান্তে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে মহিলারা। ইংরেজবাজার পুরসভার ২৯নং ওয়ার্ডে কৃষ্ণপল্লী বাপুজী কলোনীতে 'দীপাঞ্জন শিশু উদ্যান' নামে একটি পার্ক রয়েছে। এলাকার শিশুরা এই পার্কেই খেলাধুলা করে। শুধু তাই নয় এলাকাবাসীরাও এই পার্কে শরীরচর্চাও করেন। পুর কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা পার্কটি অপরিচ্ছন্ন হলেও ঘিঞ্জি এলাকার একমাত্র অক্সিজেনের জোগান দেয় এই পার্কটি। ২০০২ সালে তৎকালীন মন্ত্রী তথা জেলার বাম নেতা শৈলেন সরকার এই শিশু উদ্যানটির সূচনা করেছিলেন। কিন্তু আজ এই শিশু উদ্যানের জমিতেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরীর পরিকল্পনা নিয়েছে ইংরেজবাজার পুরসভা। ইংরেজবাজার পুরসভার পুরপতি কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, দু'বার পার্ক সংস্কার করা হয়েছে। বর্তমানে তা ভগ্নপ্রায়। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর পুর এলাকায় স্বাস্থ্যদপ্তর তৈরীর প্রস্তাব দিয়েছে। তাই পার্কের জমিতেই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরীর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কিছু লোক ভাল কাজ পছন্দ করেন না। তাই আপত্তি করছেন। এলাকার বাম নেতা তথা প্রাক্তণ কাউন্সিলার দুলাল চন্দ্র চাকী বলেন গরীব মানুষের বসবাস এই অঞ্চলে। এই পার্কটুকুই ফাঁকা জমি। পাশেই মেডিকেল কলেজ। তাই এলাকাবাসীর মতামত নেওয়া হোক।

## কষ্টে বন্যপ্রাণীরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ জুন ঃ তীব্র দাবদহে ক্লান্তির হাত থেকে বাঁচতে একটু ঠান্ডা জলে স্নান। আর এই স্নান যে শুধু মানুষই স্বস্তি পেয়ে থাকি তা নয়, জীবন মাত্রই শরীরে তাপমাত্রার পারদ তর তর করে বাড়ছে। কয়েকদিন ধরে গরমের যা দাপট তাতে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পশুপাখী, বন্যপ্রাণী সকলেরই ওষ্টাগত অবস্থা । আর এই গরমের হাত থেকে বাঁচতে জলপাইগুড়ি তিস্তা উদ্যানে স্নান করতে দেখা গেল এক দল বাঁদরকে। তিস্তাউদ্যানের ফোয়ারায় জলে স্নান করছে বাঁদরের দল। গরমের হাত থেকে একটু নিস্তার পেতে এই বাঁদরের দল এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছোটাছুটি করছে। গরমে হাঁসফাস অবস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর লোকালয়ে বাঁদরের এই দৃশ্য দেখে ভিড় জমান পার্কে আসা ভ্রমনকারীরা। খুশি ছোট ছোট শিশুরাও। আর বাঁদরের এই দৃশ্য ফ্রেমবন্দি করতে দেখা গেল অনেককেই। পার্কে আসা রাজীব চৌধুরী বলেন, জলপাইগুড়ি শহরে অনেকদিন ধরে প্রচুর বাঁদর দল ঘুরে বেড়াতে দেখছি। কিন্তু তিস্তা উদ্যানে দেখছি বাঁদর ঘুরে বেড়াচ্ছে অনায়াসে। আর কিছু বাঁদরকে দেখছি গরমের হাত থেকে বাঁচতে জলে স্নান করছে। এই দৃশ্য দেখে খুবই ভাল লাগছে।

# প্রেমিকার বাড়ির সামনে ধর্নায় প্রেমিক

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৮ জুন ঃ ৬ বছরের প্রেমের সম্পর্ককে পরিণতি দিতে ও চার হাত এক করতে বিয়ের দাবীতে ধর্নায় বসল প্রেমিক! প্রেমিকার অন্য জায়গায় বিয়ের দেখাশোনা চলছে। খবর পাওয়া মাত্রই প্রেমিকার বাড়ির সামনে ধর্নায় বসলেন প্রেমিক গোপাল অধিকারী। চার বছর আগে ধূপগুড়িতে ঠিক আজকের দিনে প্রেমিকার বাড়ির সামনে ধর্নায় বসেছিলেন প্রেমিক অনন্ত বর্মন। দীর্ঘ টালবাহানার পর ভালোবাসা পূর্ণতা পায় অনন্ত বর্মন ও লিপিকার। আজ তাদের চার বছরের বিবাহ বার্ষিকী। এদিকে, প্রেমিকার বাড়ির সামনে বিয়ের জন্য প্রেমিকের ধর্নায় বসার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ওই এলাকায় প্রচুর মানুষ ভিড় জমায়। নিজেদের সম্পর্কের প্রমাণ স্বরূপ দু'জনের ছবি হাতে নিয়ে ধর্নায় বসেন যুবক। আর তা দেখতেই ভিড় জমান এলাকাবাসী। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বারাকালি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝিঙ্গাপূর্নি এলাকায় ধর্নায় বসেন প্রেমিক গোপাল অধিকারী। তার বাড়ি বক্সিরহাট থেটার পাড় এলকায়। যদিও এই সম্পর্ক নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ওই তরুণীর কাছ থেকে। তবে এই বিষয়ে গোপাল অধিকারী নামে ওই যুবকের দাবি ৬ বছর আগে কলেজে পড়াশোনা করার সময় ঝিঙ্গাপূর্নি এলাকায় এক যুবতীর সাথে দু'জনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ বিষয়ে প্রথম থেকেই দুই বাড়িতে জানত। তাদের সম্পর্ক ৫ বছর ধরে বেশ ভালোভাবেই চলছিল। কিন্তু গত এক মাস আগের থেকে তার সাথে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দেন ওই যুবতী। পরবর্তীতে তিনি খবর পান যে ওই যুবতীকে অন্য জায়গায় বিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে তার পরিবারের লোকজন। এই খবর জানামাত্রই তাদের সম্পর্কের প্রমাণস্বরূপ ছবি হাতে নিয়ে প্রেমিকার বাড়ির সামনে ধর্নায় বসেন ওই যুবক। পরবর্তীতে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বক্সিরহাট থানার পুলিশ। খবর চাউর হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায়।

## ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে বর্ষার আগেই পয়ঃপ্রণালি পরিষ্কার

দুরন্ত বার্তা, মুরারই, ৮ জুন ঃ বীরভূম জেলার মুরারই এক ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে বর্ষার আগেই এলাকা সহ পয়ঃপ্রণালি পরিষ্কার করা হলো। এই মহতি প্রচেষ্টায় পঞ্চায়েত ও ব্লক স্তরের জন প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, স্বয়ং মুরারই ১ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মিঠুন বিশ্বাস অংশগ্রহণ করেন এদিনের কাজে। তাঁকে দেখা যায় হাতে গ্লাভস পরে সমস্ত ড্রেনের ময়লা পরিস্কার করেন। শুধু তাই নয়, ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও নেওয়া হয়। ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মিঠুন বিশ্বাস বলেন, ৫ জুন থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বর্ষায় যেন পয়ঃপ্রণালি মজে যাওয়ার ফলে রাস্তা ঘাট প্লাবিত না হয়। সে কারণে ড্রেণের সমস্ত ময়লা তুলে ফেলা হবে। ১৫ তারিখ পর্যন্ত সেই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। মুরারই থানার ওসি প্রদীপ ঘোষ এই পরিবেশ সচেতনতায় অংশগ্রহণ করেন। প্রশাসনের তরফে পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার কাজে প্রশাসনিক আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেছেন তা দেখে খুশি মুরারই এলাকার বাসিন্দারাও।


### হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১

ডব্লুবি-এইচএমসি/টিএন/ইডি/পি ও ডি/০২ /২০২৩-২০২৪ তারিখ ঃ ০৬.০৬.২০২৩

**ই-টেন্ডার নোটিস**

ই-টেন্ডার প্রস্তাবিত ফর্মে আহ্বান করছেন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া পৌর নিগম কাজের জন্য কোকিপুর সুইমিং পুল বিল্ডিং এবং সংলগ্ন এলাকার নবীকরণ করার কাজ অধীন এইচএমসি, ওয়ার্ড নং. ৩২ প্রতিষ্ঠিত, বিত্তশালী ও বিশ্বস্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে যাদের প্রভূত অভিজ্ঞতা রয়েছে একই ধরণের কাজে। বিস্তারিত আনুসঙ্গিক তথ্যাবলী পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিস ও এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিভাগ / www.wbtenders.gov.in থেকে। **দরপত্র জমা বন্ধের তারিখ ঃ ১৯.০৬.২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে গ্রহণ বা বাতিল করতে যে কোন আবেদন কোনরূপ কারন উল্লেখ না করে।

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

৬১(১)/২৩-২৪ ০৮.০৬.২০২৩



### আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে পার্কিং চুক্তি

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হয়েছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** সি-এপি-পার্কিং-১২। **নিলাম শুরু (সমস্ত লট)ঃ** ১৬-০৬-২০২৩ তারিখে ১৩.১৫ ঘণ্টায়। **একক দরঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি, **ক্রম নং.ঃ** এএ/১; **লট নং.ঃ** পার্কিং-এপিডিজে-বিএনকি-এমএল-৩৮-২৩-১ (পার্কিং - মিশ্র)। **বিবরণঃ** বিন্নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং উপরের চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালনা। **ক্রম নং.ঃ** এএ/২; **লট নং.ঃ** পার্কিং-এপিডিজে-এমএইচবিও-এমএল-৩৭-২৩-১ (পার্কিং - মিশ্র)। **বিবরণঃ** মাথাভাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের পরিবহন এলাকায় দুই, তিন, চার এবং উপরের চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালনা। **ক্রম নং.ঃ** এএ/৩; **লট নং.ঃ** পার্কিং-এপিডিজে-ডিএইচডিটি-এমএল-২৪-২৩-১ (পার্কিং - মিশ্র)। **বিবরণঃ** দিনহাটা (ডিএইচএইচ) রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং উপরের চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালনা। **ক্রম নং.ঃ** এএ/৪; **লট নং.ঃ** পার্কিং-এপিডিজে-ডিএলও-এমএল-১৮-২৩-২ (পার্কিং - মিশ্র)। **বিবরণঃ** দলগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের পরিবহন এলাকায় দুই, তিন, চার এবং উপরের চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লটের পরিচালনা। **ক্রম নং.ঃ** এএ/৫; **লট নং.ঃ** পার্কিং-এপিডিজে-সিওবি-এমএল-১৬-২৩-২ (পার্কিং - মিশ্র)। **বিবরণঃ** কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং উপরের চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালনা। **ক্রম নং.ঃ** এএ/৬; **লট নং.ঃ** পার্কিং-এপিডিজে-জিকেজে-এমএল-৩৩-২৩-২ (পার্কিং - মিশ্র)। **বিবরণঃ** আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের গোলকগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের পরিবহন এলাকায় দুই, তিন, চার এবং উপরের চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালনা। **ক্রম নং.ঃ** এএ/৭; **লট নং.ঃ** পার্কিং-এপিডিজে-বিএনকিউ-এমএল-৪-২৩-১ (পার্কিং - মিশ্র)। **বিবরণঃ** আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বানারহাট রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং উপরের চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালনা। **ক্রম নং.ঃ** এএ/৮; **লট নং.ঃ** পার্কিং-এপিডিজে-সিএমটি-এমএল-১৪-২৩-১ (পার্কিং - মিশ্র)। **বিবরণঃ** বামনহাট (বিএমটি) রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং উপরের চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালনা। **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৬-০৬-২০২৩ তারিখে ১৪.৫৫ ঘণ্টায়। প্রারম্ভিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। ক্রমাগত লট বন্ধের ব্যবধানঃ১০ মিনিট। **টীকাঃ** অংশগ্রহণকারী/দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিআরএম(সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়



### কাটিহার ডিভিশনে ক্যাটারিং স্পেশাল মাইনোর ইউনিটের জন্য ই-নিলাম

কাটিহার ডিভিশনে ক্যাটারিং স্পেশাল মাইনোর ইউনিটের জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** সি-সিএটিজি-কেআইআর-ডিআইভি, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট)ঃ** ২১-০৬-২০২৩ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায়, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২১-০৬-২০২৩ তারিখের ১৩.৫০ ঘণ্টায়। **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন ঃ ১৮২৭।

| এসইকিউই নং. | লট নং./ক্যাটাগরি | বিবরণ |
|---|---|---|
| এএ/১ | সিএটিজি-কেআইআর-কেএনই-এসএমইউ-৫৩-২৩-১ | এনকোয়ারি কাউন্টারের সামনে ১ম ক্লাস ওয়েটিং হল সংলগ্ন বুকিং কাম এনকোয়ারি অফিসে। |
| এএ/২ | সিএটিজি-কেআইআর-এনজেপি-এসএমইউ-১২৪-২৩-১ | নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১, স্টল নং. ১১, পিলার নং. ৭/৮ এর মধ্যে। |
| এএ/৩ | সিএটিজি-কেআইআর-কেআইআর-এসএমইউ-১৩৫-২৩-১ | কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে এসবিআই এটিএম-এর পশ্চিম দিকে এমবিও-এর সার্কুলেটিং এরিয়ায় একটি ক্যাটারিং স্টলের বরাদ্দ। |
| এএ/৪ | সিএটিজি-কেআইআর-এইউবি-এসএমইউ-১৩৭-২৩-১ | আলুয়াবাড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ নং. ০১ -এর উপর এসএম চেম্বারের নিকটে পিপি শেডের নীচে একটি ক্যাটারিং স্টলের বরাদ্দ। |
| এএ/৫ | সিএটিজি-কেআইআর-এনজেপি-এসএমইউ-১২৬-২৩-১ | নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১এ, স্টল নং. ১৭, সিঅ্যান্ডডব্লিউ/ট্রেন পাসিং অফিসের পাশে। |
| এএ/৬ | সিএটিজি-কেআইআর-কেএনই-এসএমইউ-১৩৩-২৩-২ | কিষানগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ নং. ০১ -এর উপর পিলার নং. ১১/১২ এর মধ্যে একটি ক্যাটারিং স্টলের বরাদ্দ। |
| এএ/৭ | সিএটিজি-কেআইআর-কেআইআর-এসএমইউ-১৩৬-২৩-১ | কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে এমএইচআই-এর দিকে মূল প্রবেশ পথের ডান পাশে সংযুক্ত মণিহারি টার্মিনালে একটি ক্যাটারিং স্টলের বরাদ্দ। |
| এএ/৮ | সিএটিজি-কেআইআর-কেআইআর-এসএমইউ-১৩৪-২৩-১ | কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে মূল প্রবেশ পথ ও এসআরপি অফিস (বিদ্যমান লোকানের পেছনে, এসআরপি অফিসের দিকে)-এর মধ্যে সার্কুলেটিং এরিয়া, এনএসবি সাইডে একটি ক্যাটারিং স্টলের বরাদ্দ। |
| এএ/৯ | সিএটিজি-কেআইআর-এনজেপি-এসএমইউ-১২৩-২৩-১ | নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১, স্টল নং. ৬, পিলার নং. ৪/৫ এর মধ্যে। |

অংশগ্রহণকারী/ বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ডিআরএম (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়



### কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর / ইএনজিজি./৩৩ অব ২০২৩, তারিখঃ ০২-০৬-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং.ঃ ১।কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** একলাখি-বালুরঘাট এবং ওল্ড মালদা-সিংহাবাদ (এসএল) সেকশনে ওয়াটিকেলিং (৫৮৮০০ আরএম)। টেন্ডার মূল্যঃ ১৪,৫১,৮৪,০৬৪.৫৬ টাকা, বিড সিকিউরিটিঃ ৮,৭২,৯০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং.ঃ ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সিনি. ডিইএন/১/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে একলাখি-বালুরঘাট সেকশনের মধ্যে কিমি ০.৮০ থেকে ৮৭.৩০ পর্যন্ত থ্রু ওয়েব রিনিউয়াল। (মেট্রি = ৮৬.৫০০ কিমি)। টেন্ডার মূল্যঃ ২২,২৪,৯৩,৫৭৬.২৫ টাকা, বিড সিকিউরিটি ঃ ১২,৬২,৫০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং.ঃ ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** কাটিহারে-এসএনটি/ডব্লিউ/ওয়েস্ট/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ১২ মাসের জন্য প্রতিপালন, ল্যান্ডস্কেপিং, ওয়াটার সাপ্লাই সহ কোচিং ক্লিন গ্যাঙ ক্রয়ের (১০৯ একর) রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২১,৭১,৮৮৩.৭৭ টাকা, বিড সিকিউরিটি ঃ ৪২,৬০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ৩০-০৬-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং **খুলবে** ৩০-০৬-২০২৩ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-০৬-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়



**NOTICE INVITING TENDER**

**NIT No. 02/HCSD-III of 2023-2024** the A.E. Hooghly Construction Sub-Division-III, P.W.D. are invited from benefited agencies. Last date of Application is **15.06.2023 up to 2.00 pm** and dropping date – **22.06.2023 up to 2:00 pm** & opening **after 2:30 pm.** Others details may be seen from the office notice board and also in website **www.wbpwd.gov.in**

**Sd/-Assistant Engineer**
**P.W.D**
**Hooghly Construction Sub-Division No-III**
**Baliguri, Tarakeswar, Hooghly**



**NIT**

The office of undersigned invites Tender for **NOTICE INVITING ELECTRONIC TENDER NO-08/BDO/MNG of 2022-23, Dated: 08/06/2023** of Last Date of Bid submission is **23/06/2023 up to 6.00 P.M.** For further details please contact the concerned office of the undersigned.

**Sd/-Block Development Officer**
**Maynaguri Development Block**



**OFFICE OF THE SHIRAKOLE GRAM PANCHAYAT**
**VILL+PO:- SHIRAKOLE, PS:- USTHI, DIST – SOUTH 24 PARGANAS**

**NOTICE INVITING TENDER**

E-Tender is hereby invited by the undersigned office. For more details please visit: **https://wbtenders.gov.in 1. NIT NO. : WBS24PGS/MAG-I/SGP/ 005/ 2023-2024.** Last Date & Time of of Submission of Application : **14-06-2023 10:30 am to 02.00 pm.**

**Sd/-Prodhan**
**Shirakole Gram Panchayat**



### এসবিএফসি ফাইনান্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস ঃ- ইউনিট নং. ১০৩, প্রথম ফ্লোর, সিওবি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, ভিলেজ চাকালা, আন্ধেরি-কুরলা রোড, আন্ধেরি (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০৫৯।

**দাবী বিজ্ঞপ্তি**

যেহেতু এখানে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণ গ্রহীতারা রিলায়েন্স কমার্শিয়াল ফাইনান্স লিমিটেড (আরসিএফএল) থেকে আর্থিক সহায়তা নিয়েছেন। ডিড অফ অ্যাসাইনমেন্ট অনুসারে, আরসিএফএল সিকিউরিটাইজেশন ট্রাস্টের পক্ষে আর্থিক সম্পদ এবং অন্যান্য অধিকার হস্তান্তর এবং বরাদ্দ করেছে। পরবর্তীকালে, সিকিউরিটাইজেশন ট্রাস্ট এসবিএফসি ফাইনান্স লিমিটেডকে অন্তর্নিহিত সিকিউরিটিজ প্রয়োগ সহ এই ধরনের সমস্ত কাজ করার জন্য নিযুক্ত করে। আমাদের ঘোষণা যে আর্থিক সহায়তা নেওয়া সত্ত্বেও, ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতাগণ নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী সুদ এবং মূল পরিমাণ পরিশোধে বিভিন্ন খেলাপি করেছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা অনুসারে, আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা সুদ আইন, ২০০২ (সারফেইসি আইন) এর অধীনে অনুমোদিত আধিকারিকদের ফলস্বরূপ, অ্যাকাউন্টটি এখানে উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট তারিখগুলিতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ এর সাথে পড়া ধারা ১৩(১২) এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য এখানে উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতাদেরকে উল্লেখ করা অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়। নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ, চার্জ ইত্যাদির উপর চুক্তিগত হারে আরও সুদ সহ প্রদানে। তাহাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় তাহাদের প্রতি জারি করা নোটিশগুলি অপ্রত্যাবর্তিত হয়েছে এবং সেইজন্য তাদের এই বিষয়ে পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

| গ্রাহকদের নাম এবং ঠিকানা | দাবী বিজ্ঞপ্তি ও এনপিএ তারিখ | ঋণ এবং বকেয়া রাশি | বন্ধকী সম্পত্তির ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| **১. মাগনা প্রোজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেড,** মাগনা প্রোজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৩ রবীন্দ্র সরণী, ২য় ফ্লোর, বড়বাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০৭ **২. উদয় গজানন শিন্ডে, ৩. সুনীতা শিন্ডে, ৪. শশীকান্ত শিন্ডে,** ২৩/১ডি, মতিলাল বসাক লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৪। **৫. মাল্টিপ্লেক্স এন্টারপ্রাইজ প্রা.লি.,** ৫ আদি বাঁশতলা গলি, বড়বাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০৭। **৬. নীতিন শিন্ডে, ৭. হিতেশ শিন্ডে, ৮. অনিতা উদয় শিন্ডে,** ২৩/১ডি, মতিলাল বসাক লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৪। **৯. অজিত শিন্ডে,** ২৫/২, ক্ষেত্রমোহন লেন, ব্লক এ, ১ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট ১এএস, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০৬। **ট্রাস্ট নাম ঃ** ইন্ডিয়ান রিসেভেবল ট্রাস্ট-১৯-ফেব্রু-২০১৯ তারিখ ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | **নোটিস তারিখ ঃ ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ এনপিএ তারিখ ঃ ৬ নভেম্বর, ২০২৩** | **ঋণ অ্যাকাউন্ট নং ঃ RLLSKOL000366730 (PR00705370) ঋণ পরিমান ঃ টাকা. ৩৫,০০,০০০ /- বকেয়া পরিমান ঃ টাকা. ৫৮,৭৭,০৬০ /-** (আঠান্ন লক্ষ সাতাত্তর হাজার ষাট টাকা মাত্র) ২৮ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে। | সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী স্থাবর সম্পত্তি যা হল ইউনিট নং.২, পরিমাপ ৪২৬ ব.ফু., সুপার বিল্ট এলাকা, দ্বিতীয় ফ্লোরে বিল্ডিংয়ের, নির্মিত রয়েছে যে জমির ওপর তার পরিমাপ প্রায় ৭৫২.৫৯৩ ব.মি. যেখানে অবস্থিত রয়েছে তার মিউনিসিপাল হোল্ডিং নং. ২৯১ এবং প্রিমিসেস নং. ১৬৩, রবীন্দ্র সরণী (আগের নাম্বার ৯৪ / ৩, লোয়ার চিতপুর রোড), অধীন ওয়ার্ড নং. ৪২ (কর অনুসারে), কলকাতা পৌরসভার অন্তর্গত, পশ্চিমবঙ্গ। |

উল্লিখিত পরিস্থিতিতে, নোটিশটি এতদ্বারা উপরোক্ত ঋণ গ্রহীতাদের, সহ-ঋণ গ্রহীতাদেরকে দেওয়া হল যে, এই নোটিশটি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ভবিষ্যত সুদ এবং প্রযোজ্য চার্জ সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করতে হবে। সারফেইসি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং এর অধীনে প্রযোজ্য বিধিগুলির অধীনে ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতাদের সুরক্ষিত সম্পত্তির দখল সহ সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে এই নোটিশের তারিখের ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

দয়াকরে মনে রাখবেন যে সারফেইসি আইনের ধারা ১৩ (১৩) এর অধীনে, কোনও ঋণগ্রহীতা, সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত, নোটিশে উল্লিখিত তার কোনও সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় স্থানান্তর করতে পারবেন না।

তারিখ ঃ ০৯.০৬.২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা

স্বা /- অনুমোদিত আধিকারিক
এসবিএফসি ফাইনান্স লিমিটেড



### KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

**ABRIDGED NIT**

**The Director General (Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/036/2023-2024**

Name of the work: **Restoration of water supply pipe laying trench from Shyampukur Street to Chowdhury Lane along Shyambazar Street in Ward No. 008 under BR-I.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **3,52,912.95.** Earnest money: ₹ **7,100.00.** Period of completion: **30 days.**

**(2) NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/023/2023-2024 (1st Call)**

Name of the work: **Repairing of road surface disturbed by Water Supply & Drainage Department at R. G. Kar, Rabindra Sarani & Seven Tanks etc. under BR-I.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,87,197.52.** Earnest money: ₹ **9,750.00.** Period of completion: **180 days.** Last date and time of submission of bid: **21.06.2023 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **10.06.2023 (12 noon)** the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

**The Director General (Bustee), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/EEC/BS/23-24/37**

Name of the work: **Repairing of Bustee passage at different places of 29, 30 G. J. Khan Road, 2/2 Topsia Road Bustee and its surrounding area in Ward No. 66.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **4,78,595.12.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **180 days.**

**(2) NIT No. : KMC/EEC/BS/23-24/38**

Name of the work: **Repairing of Bustee passage at different places of 112, 153 P. G. Road, 15 Chowbagha Road and its surrounding area in Ward No. 66.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **4,23,150.96.** Earnest money: ₹ **9,000.00.** Period of completion: **180 days.**

**(3) NIT No. : KMC/EEC/BS/23-24/39**

Name of the work: **Repairing of Bustee passage at different places of 20, 25 Topsia Road, 5 Topsia 2nd Lane and its surrounding area in Ward No. 66.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **2,99,287.59.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **180 days.** Last date and time of submission of bid: **15.06.2023 up to 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 3).** Bid opening date and time for technical proposals: **17.06.2023 at 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **09.06.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 3).**

**(4) NIT No. : KMC/EEC/BS/22-23/213 (2nd Call)**

Name of the work: **Maintenance of C.C. passage at 28/1, 28/H/24 Sir Sayad Ahamed Road in Ward No. 54, BR-VI.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **2,96,456.35.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **21.06.2023 up to 11 a.m.** Bid opening date and time for technical proposals: **23.06.2023 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **13.06.2023 (5 p.m.).** The website: **https://wbtenders.gov.in** & **https://www.kmcgov.in (For Sl. No. 1 to 4).**

**The Director General (Roads Mechanical), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/ASPH/GG/BN-22/2022-23 (1st Call)**

Name of the work: **Improvement of road at Unique Park from Premises No. P-213 to P-15, in Ward No. 130, BR-XIV, under Roads Mechanical Department.** Estimated amount (including GST, Contingency & CESS): ₹ **2,97,458.59.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **21.06.2023 at 12.30 p.m.** Bid opening date for technical proposal: **23.06.2023 at 12.30 p.m.**

**(2) NIT No. : KMC/ASPH/GG/BN-19/2022-23 (1st Call)**

Name of the work: **Development of road from 52/7, Parui Kacha Road to 227C, Parui Pacca Road with allied works, in Ward No. 128, BR-XIV, under Roads Mechanical Department.** Estimated amount (including GST, Contingency & CESS): ₹ **4,47,168.64.** Earnest money: ₹ **9,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **19.06.2023 at 12.30 p.m.** Bid opening date for technical proposal: **21.06.2023 at 12.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **09.06.2023 after 5 p.m. (For Sl. No. 1 & 2).** The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

**The Executive Engineer (E)/MGPS & WPS, Water Supply, KMC** invites tender online in two bid system for the following work:

**NIT No. : KMC/WS/WSQ/02/2023-24**

Name of the work: **Dredging, desilting & cleaning strainer guard of 6 nos. suction intake and adjoining areas under the Jetty at Tuktaghat Jetty Mounted Raw Water Intake Station.** Estimated amount: ₹ **4,96,707.90.** Earnest money: ₹ **9,950.00.** Period of completion: **365 days.** Last date & time of submission of bid (online): **05.07.2023 up to 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in**

**The Executive Engineer, Water Supply (South), KMC** invites tender online percentage two bid system for the following work:

**NIT No. : KMC/WS/EE/S/091/2023-24/01/1st Call**

Name of the work: **Maintenance of water supply pipe line at Jaghannath Ghosh Road, Kumarpara Lane and B. B. Chatterjee Road in Ward No. 91, BR-X.** Estimated cost: ₹ **1,93,719.70.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date of submission of bid: **04.07.2023 - 2.30 p.m.** Tender will be opened on: **06.07.2023 - 2.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.06.2023 - 3.30 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

**The Dy. Chief Engineer (C)/(Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following work:

**NIT No. : KMC/DYCE/PS/I/03/02/23-24 (1st Call)**

Name of the work: **Beautification of Garden in front of MIG Housing at Raja Manindra Road in Ward No. 03, BR-I.** Estimated cost: ₹ **2,98,847.28.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **16.06.2023-1 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **09.06.2023 (10 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (249/23-24)

## টলি-বলির টুকরো খবর

# মুক্তির অপেক্ষায় ‘দত্তা’, ঋতুপর্ণাকে শুভেচ্ছা আরবাজ খানের

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বড়ই প্রিয় পরিচালকদের কাছে। বারংবার তাঁর লেখা উপন্যাস থেকে তৈরি হয়েছে সিনেমা। এবার রচিত উপন্যাস ‘দত্তা’ নিয়ে ছবি তৈরি করেছেন পরিচালক নির্মল চক্রবর্তী। ১৯১৮ সালে রচিত এই উপন্যাসকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে একাধিক চলচ্চিত্র। ফের এই গল্পকেই পর্দায় তুলে ধরবেন নির্মল চক্রবর্তী। এই সিনেমায় বিজয়ার চরিত্রে অভিনয় করেছেন বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। ১৯৫১ সালে এই উপন্যাস অবলম্বনে পরিচালক সৌমেন মুখোপাধ্যায় তৈরি করেন সিনেমা। সেই ছবিতে বিজয়া চরিত্রে অভিনয় করেন সুনন্দা দেবী। ১৯৭৬ সালে অজয় কর তৈরি করেন আরেকটি সিনেমা। সেই ছবিতে বিজয়া চরিত্রে অভিনয় করেন মহানায়িকা সুচিত্রা সেন। এবার বিজয়ার চরিত্রে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। ছবিতে ঋতুপর্ণা ছাড়াও ছবিতে অভিনয় করেছেন সাহেব চট্টোপাধ্যায়, জয় সেনগুপ্ত, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বজিত চক্রবর্তী এবং দেবলীনা কুমার প্রমুখ। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে ছবির ট্রেলার। বুধবার ছবির পোস্টার শেয়ার করেন আরবাজ খান। ঋতুপর্ণাকে ট্যাগ করে তিনি লিখেছেন, ‘তোমায় খুব সুন্দর লাগছে’। পাশাপাশি তিনি অভিনেত্রীকে শুভেচ্ছা জানান। ছবি প্রসঙ্গে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বলেন, ‘সুচিত্রা সেন বা সুনন্দা দেবী দত্তা করেছেন। সুনন্দা দেবীর দত্তার সময় আমার জন্ম হয়নি। সুচিত্রা সেনের দত্তার সময়ে আমার জন্ম হয়েছে। কিন্তু এত ছোট ছিলাম, আমার মনেও নেই, পরে দেখেছি। তিনি মহানায়িকা। তার সঙ্গে তুলনাও ধৃষ্টতার। ‘দত্তা’ একটা চিরন্তন উপন্যাস। এর যে বিষয় এবং বিজয়ার চরিত্র অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, সেই সময় থেকে এই সময়েও। সেই সমাজেও কিন্তু বিজয়ার চরিত্র স্বতন্ত্র। একটা সোসাইটিতে কীভাবে নিজের জায়গা করে একজন নারীর ভয়েস অনেক দূর যেতে পারে, সেই দিনে দাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পুরো সোসাইটি এবং ব্রাহ্মসমাজের বিপ্রতীপে গিয়ে সে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আমার কাছে ‘দত্তা’ চিরকালীন। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বিজয়ার মতো চরিত্র ঘরে ঘরে প্রয়োজন। আজকের পরিপ্রেক্ষিতেও ভীষণ বিশ্বাসযোগ্য এবং প্রাসঙ্গিক চরিত্র এটি।’

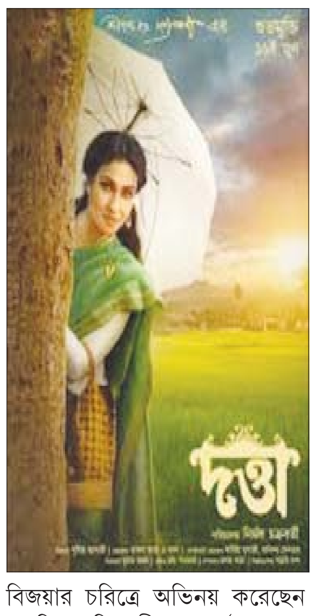


# আসছে ‘বস থ্রি’! জিতের আগামী ছবি নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে

প্রথমবার হিন্দি ভাষায় ছবি রিলিজ করে শোরগোল ফেলেছিলেন বাংলার সুপারস্টার জিত। একই সঙ্গে সারা ভারতে হিন্দি ও বাংলায় মুক্তি পায় তাঁর ছবি ‘চেঙ্গিজ’। ভালোই ব্যবসা করেছিল সেই ছবি। তবে আগামী কোন ছবির পরিকল্পনা করছেন অভিনেতা, তা নিয়েই হইচই টলিপাড়ায়। শোনা যাচ্ছে তাঁর জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘বস’-এর আগামী ছবির পরিকল্পনা করছেন অভিনেতা। বাবা যাদবের পরিচালনায় ফের এই ছবির ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়ে আসছেন তিনি, জল্পনা তুঙ্গে। ২০১৩ সালে মুক্তি পেয়েছিল ‘বস’। বক্স অফিসে তুমুল ব্যবসা করে ‘বস ঃ বর্ন টু রুল’। এই ছবিকে ফ্র্যাঞ্চাইজি করার পরিকল্পনা করেন প্রযোজক জিত। এই ‘বস’ ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল জিতকে, তাঁর নায়িকার চরিত্রে ছিলেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। দীর্ঘ ৪ বছর পর ২০১৭ সালে মুক্তি পায় ‘বস ২’। সেখানেও মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন জিত - শুভশ্রী। তবে তাঁদের সঙ্গে এই ছবিতে বিশেষ চরিত্রে দেখা যায় ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত ও নুসরত ফারিয়াকে। মাঝে কেটে গেছে ৬ বছর, শোনা যাচ্ছে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় ছবির পরিকল্পনা করছেন জিত। তবে বস থ্রি আসতে সময় বাকি ঢের কারণ বাবা যাদব ইতোমধ্যে আরেক ছবির পরিকল্পনায় রয়েছেন। যশ দাশগুপ্ত ও নুসরত জাহানকে নিয়ে একটি ছবির পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। তবে নুসরত নাকি জিত, কার ছবি আগে বানাবেন তা নিয়ে রয়েছে ধন্দ্ব। টলিউডের পাশাপাশি বলিউডে কাজ করছেন যশ। অন্যদিকে চেঙ্গিজের পর কোন ছবির ঘোষণা করবেন জিত, তার অপেক্ষায় রয়েছে সকলেই। চেঙ্গিজ মুক্তির আগেই বাংলাদেশের পরিচালক সঞ্জয় সমাদ্দারের সঙ্গে ‘মানুষ’ ছবির ঘোষণা করেছেন জিত। পাশাপাশি সৌভিক কুন্ডুর পরিচালনায় ‘বুমেরাং’ নামক একটি ছবিরও ঘোষণা করেছেন তিনি। একটি অ্যাকশন ছবি অন্য আরেকটি কমেডি ছবি বলেই জানা যায়। তবে শোনা যাচ্ছে তাঁর আগেই বস থ্রিয়ের শ্যুট করবেন জিত, এমনটাই খবর। যদিও জিতের টিম এই ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটেছে।

# তিরুপতির মন্দিরে কৃতিকে চুম্বন, রোষের মুখে ‘আদিপুরুষ’-এর পরিচালক

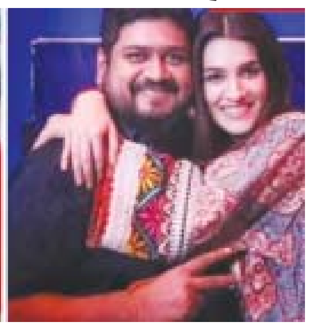

‘আদিপুরুষ’ ছবি ঘিরে বিতর্ক যেন শেষ হওয়ার নাম নেই। এবার ছবির পরিচালকের উপর ক্ষেপে লাল তেলেঙ্গানা চিলকুর বালাজি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। বুধবার তিরুপতির ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে দর্শন করতে গিয়েছিলেন আদিপুরুষ ছবির পরিচালক ওম রাউত ও অভিনেত্রী কৃতি স্যানন। সেখান থেকে বেরোনোর সময় কৃতির গালে গুড বাই কিস করেন পরিচালক। সেই ছবিই ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। ছবি দেখে রেগে লাল মন্দিরের পুরোহিত থেকে বিজেপি নেতা। তেলেঙ্গানা চিলকুর বালাজি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বলেন, ‘এটা অপরাধমূলক কাজ। এমনকী স্বামী স্ত্রীও মন্দিরে এরকম কোনও কাজ করতে পারে না। তোমরা হোটেল রুমে যাও আর সেখানে গিয়ে এইসব করো। তোমাদের এই ব্যবহার রামায়ণ ও সীতা মায়ের অপমান।’ মন্দিরের বাইরে একে অপরের গাড়িতে ওঠার আগে কৃতিকে জড়িয়ে ধরেন পরিচালক, তাঁর গালে আলতো চুম্বন করেন ওম। সেই ছবি থেকেই শুরু বিতর্ক। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে একাধিক ভিডিয়ো ও ছবি। সেই ভিডিয়ো দেখে প্রথমেই প্রতিক্রিয়া দেন তেলেঙ্গানায় বিজেপির রাজ্য সম্পাদক রমেশ নাইড়ু। বলা ভালো সেই ছবি দেখে চটে যান তিনি। এমনকী সেই ছবির সমালোচনাও করেন কিন্তু পরবর্তীকালে সেই টুইট তিনি ডিলিট করে দেন। গত ৬ জুন তিরুমালায় আদিপুরুষের ফাইনাল ট্রেলার প্রকাশ্যে আসে। সেদিনের শো ছিল অদৃশ্যপূর্ব, অভাবনীয়। তারপরের দিনই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন ছবির পরিচালক। মঙ্গলবার সফল শোয়ের পরেই পরিচালক ওম রাওয়াত ও অভিনেত্রী কৃতি স্যানন যাঁকে পর্দায় দেখা যাবে সীতার চরিত্রে, তাঁরা দুজনে ভগবান দর্শনে হাজির হন তিরুপতির ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে। সেখান থেকেই ভাইরাল হয় এই ভিডিয়ো। যেখানে দেখা যায় কার্যত বিদায় জানাতেই অভিনেত্রীকে জড়িয়ে গালে আলতো চুম্বন করেন পরিচালক। তবে এই ওয়েস্টার্ন গুড বাই কিস খুব একটা ভালো চোখে দেখেনি নেটপাড়ার একাংশ। এমনকী বিজেপি নেতাও প্রশ্ন করেন, কেন এই ধরনের কাজ করেছেন পরিচালক। অন্যদিকে বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করে তিরুপতি মন্দিরের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অভিনেত্রী।

# একসাথে ২৫ বছর পথচলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ঃ গত সোমবার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সল্টলেক সিটি শাখা নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির সাথে ব্যাঙ্কিং সম্পর্কের ২৫ বছর উদ্‌যাপন করেছে, ডি ডি -২৬, সল্টলেক, বিশ্ববিদ্যালয়ের হেড অফিসে। ভারতীয় ব্যাঙ্কের গণ্যমান্য ব্যক্তিঃ উচ্চ পদাধিকারি কলকাতার চিফ জেনারেল ম্যানেজার বিনয় কুমার সিং এবং বারাসত জোন কলকাতার ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার রাজীব রায়, নেতাজি সুভাষ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ড. চন্দন বসু, ভাইস-চ্যান্সেলর, ড. শচীন্দ্র চন্দ্র কর, ফিনান্স অফিসার এবং ড. অসিত বরণ আইচ, রেজিস্ট্রার এনএসইউ-এর অধীনে একাধিক স্কুলের প্রধান ও শিক্ষকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সাফল্য লাভ করে। এই উপলক্ষ্যকে স্মরণীয় করে রাখতে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক প্রত্যন্ত গ্রামীন এলাকায় ছাত্রদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি ১৩ আসনের ট্রাভেলের বাস দান করেছে। ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির প্রধান ব্যাঙ্কার, তাদের ফি সংগ্রহ, বেতন বিতরণ এবং অন্যান্য সমস্ত রুটিন ব্যাঙ্কিং সমাধানের মতো প্রধান পরিষেবাগুলি প্রদান করে। এই উদ্যোগ দুজনের মধ্যে সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করেছে।

# ট্রেনের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলের ব্যবস্থা গ্রহণ

মালিগাঁও, ৮ জুন ঃ রেলের সুরক্ষার ক্ষেত্রে গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থার ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ হলো একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া এবং এই ব্যবস্থা বজায় রাখতে ও উন্নত করার জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালানো হয়। রেলওয়ের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে দুর্বল স্থানগুলি শনাক্ত করতে রেলওয়ের পরিকাঠামোতে নিয়মিত বিরতিতে সুরক্ষামূলক অডিটপরিদর্শন করা হয়। দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করতে পদ্ধতি এবং কার্যব্যবস্থা প্রদানের জন্য সুরক্ষামূলক প্রক্রিয়াগুলি অনুসরণ করা হয়। এর পাশাপাশি, কর্মচারীদের মধ্যে নিরাপত্তার সচেতনতা পরীক্ষা করতে এবং সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ সহ সুরক্ষার দিকগুলিকে ভালোভাবে পরিচালনার জন্য সময়ে সময়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে সুরক্ষামূলক অভিযানগুলি চালানো হয়। ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার পাশাপাশি সম্পত্তির বিশ্বস্ততার উন্নতির লক্ষ্যে পুরনো সম্পদের সময় অনুযায়ী প্রতিস্থাপন করা, ট্র্যাংক, রোলিং স্টক, সিগনালিং ও ইন্টারলকিং সিস্টেম-এর আপগ্রেডশন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপযোগী প্রযুক্তি গ্রহণ করা, সুরক্ষা অভিযান, আধিকারিকদের প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা ও পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়মিত বিরতিতে পরিদর্শন করা এবং সুরক্ষা অনুশীলন পালন করার জন্য কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলা হয়। দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য ব্যবহার করা সেফটি ডিভাইসসিস্টেমগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং, ট্র্যাক সার্কিটিং, ব্লক প্রুভিং অ্যাক্সেল কাউন্টার (বিপিএসি), কালার লাইট এলইডি সিগনাল, ট্রেন প্রটেকশন ওয়ার্নিং সিস্টেম (টিপিডব্লিউএস), মোবাইল ট্রেন রেডিও কমিউনিকেশন (এমটিআরসি), ডেডিকেটেড ওএফসি ভিত্তিক অ্যাকোস্টিক সেন্সিং সিস্টেম, ভিজিলেন্স কন্ট্রোল ডিভাইস (ভিসিডি), ফগ পাস ডিভাইস, প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট স্লিপার, আল্ট্রাসনিক ফ্ল ডিটেকশন (ইউএসএফডি)-এর জন্য ডিজিটাল টাইপ মেশিনের ব্যবহার। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন স্থানে সিস্টেম মনিটরিং অ্যান্ড প্রেডিক্টিভ মেন্টানেন্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এই সিস্টেমটি দূর থেকে সিগনাল ও টেলিকমিউনিকেশন সম্পত্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত বিফলতা নিরীক্ষণ ও নির্ণয় করতে সক্ষম।

# স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন জানিয়ে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি জ্ঞানবাপী মামলার আবেদনকারীর

বারাণসী, ৮ জুন ঃ বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদ মামলার একজন আবেদনকারী ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি লিখেছেন। এই মামলা থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণার কয়েকদিন পরেই এই চিঠি লিখেছেন তিনি। মামলাকারীদের মধ্যে বিরোধের ফলেই এই নাম প্রত্যাহার বলে মনে করা হচ্ছে। চিঠিতে তিনি হয়রানির অভিযোগ তুলে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন জানিয়েছেন। মসজিদ কমপ্লেক্সে হিন্দু প্রার্থনা ও আচার অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়ার জন্য উত্তরপ্রদেশের একটি আদালতে আবেদনকারী পাঁচজন মহিলা আবেদনকারীর একজন একজন রাখি সিং। তিনি নিজের চিঠিতে লিখেছেন যে তিনি নয় জুন, শুক্রবার সকাল ৯ টা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করবেন। তিনি দাবি করেছেন যে এর পরেই, তিনি নিজের সিদ্ধান্ত নেবেন। চিঠিতে তিনি অন্যান্য আবেদনকারীদের হাতে নিজের হয়রানি এবং নিপীড়নের ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। জিতেন্দ্র সিং ভিসেনের আত্মীয় রাখি সিং। মামলার অন্যতম প্রধান হিন্দু আবেদনকারী জিতেন্দ্র। তিনি শনিবার ‘হয়রানির’ অভিযোগ তুলে ঘোষণা করেন যে তিনি এবং তার পরিবার জ্ঞানবাপী বিরোধ সম্পর্কিত সমস্ত মামলা থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করছেন। বিশ্ব বৈদিক সনাতন সংঘের প্রধান ভিসেন বলেন, ‘আমি এবং আমার পরিবার (স্ত্রী কিরণ সিং এবং ভাইঝি রাখি সিং) জ্ঞানবাপী সংক্রান্ত সমস্ত মামলা থেকে নাম প্রত্যাহার করছি যা আমরা বিভিন্ন আদালতে দেশ ও ধর্মের স্বার্থে দায়ের করেছি’। মামলাটিকে তার ‘সবচেয়ে বড় ভুল’ বলে অভিহিত করেছেন তিনি। পাশপাশি হিন্দু আবেদনকারী সহ বিভিন্ন মহল থেকে হয়রানির অভিযোগ করেছেন তিনি। তিনি বলেন, ‘এমন পরিস্থিতিতে, সীমিত শক্তি এবং সম্পদের কারণে, আমি ধর্মের জন্য এই যুদ্ধ আর লড়তে পারব না এবং তাই আমি এটি ছেড়ে দিচ্ছি... এই সমাজ কেবল তাদের সঙ্গে রয়েছে যারা ধর্মের নামে কৌশল খেলে বিভ্রান্ত করে’। রাখি সিং এবং অন্য চারজন মহিলা আবেদনকারী ২০২১ সালের আগস্টে জ্ঞানবাপী মসজিদ কমপ্লেক্সে হিন্দু মূর্তির পূজা করার অনুমতি চেয়ে মূল মামলা দায়ের করেছিলেন। তবে আবেদনকারীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। একটি আইনী আদেশ শত শত হিন্দু মহিলাকে প্রতীকীভাবে প্রতি বছর একবার কমপ্লেক্সে দেবী শ্রিংগার গৌরীর পূজা করার অনুমতি দিয়েছে। গত মাসে, এলাহাবাদ হাইকোর্ট হিন্দু আবেদনকারীদের মামলা বাতিল করার জন্য মসজিদ কমিটির একটি অনুরোধ খারিজ করে দিয়েছে।

# মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে দেশের উন্নয়নের গড় তৈরি করেছেন মহিলারা ঃ স্মৃতি ইরানি

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃ নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের অধীনে মহিলারা নিরাপদ এবং দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নের গড় তৈরি করছেন বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। বৃহস্পতিবার দলের সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, একটা সময় ছিল যখন সরকার বলত মহিলাদের উন্নীত করা উচিত এবং এখন সেই সময় যখন ভারত বলে যে মহিলাদের জন্য কাজ করা উচিত। গত নয় বছরে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নেতৃত্বাধীন সরকারের দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি মহিলাদের উন্নীত করেছে। তিনি বলেন, গত নয় বছরে আমাদের মন্ত্রক রাজ্য সরকারের অন্যান্য প্রকল্পগুলির সাথে নির্ভয়া তহবিলের অধীনে ১২ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পগুলি এগিয়ে নিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য উদ্যোগের কথা বলতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নির্দেশে দেশের প্রতিটি জেলায় মহিলা সুরক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে। তিনি জানান, বর্তমানে এই ধরনের ৭৩৩ টি কেন্দ্র চালু রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার আরও ৩০০টি কেন্দ্র খোলার জন্য বাজেট নিশ্চিত করেছে। ইরানি বলেন, আজ আমাদের দেশে ৩৪ টিরও বেশি ‘মহিলা হেল্পলাইন’ কাজ করছে। আমাদের সংকল্প প্রতিটি থানায় নারী হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হোক, যার অধীনে এ পর্যন্ত বিভিন্ন থানায় ১৩,৫৫০ টি হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। আহমেদাবাদ, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, দিল্লি, হায়দ্রাবাদ, কলকাতা, লখনউ এবং মুম্বই নামের আটটি শহরে ‘নিরাপদ শহর প্রকল্প’- এর জন্য তহবিল সরবরাহ করা হয়েছে।

# ২০৪৭ সালের মধ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নত হবে ভারত ঃ রিজিজু

চেন্নাই, ৮ জুন ঃ বিজ্ঞানীরা সমুদ্রযানের মাধ্যমে সমুদ্রের তলদেশে ৭০০০ মিটার গভীরতায় পৌঁছানোর জন্য মনুষ্যবাহী এবং মনুষ্যবিহীন মিশনে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় ভূবিজ্ঞান মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নত হবে ভারত। বৃহস্পতিবার সকালে চেন্নাইয়ে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখার সময় রিজিজু বলেছেন, পরিবেশ রক্ষার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে এবং গবেষণা প্রকল্পগুলি টেকসই পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। তিনি বলেন, মহাকাশ অথবা মহাসাগরে বিজ্ঞানীরা যে কাজ করছেন, সে জন্য তাঁদের কৃতিত্ব উদ্‌যাপন করার প্রয়োজন ছিল।

# আরিয়ানের মুক্তির বিনিময়ে শাহরুখের থেকে ২৫ কোটি দাবির মামলায় ওয়াংখেড়ের রক্ষাকবচ বাড়াল আদালত

মুম্বই, ৮ জুন ঃ আগামী ২৩ জুন পর্যন্ত গ্রেফতার করা যাবে না নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরোর প্রাক্তন মুম্বইয়ের জোনাল ডিরেক্টর সমীর ওয়াংখেড়েকে। বৃহস্পতিবার তাঁর অন্তর্বর্তী সুরক্ষাকবচের মেয়াদ ২৩ জুন পর্যন্ত বাড়িয়েছে বম্বে হাইকোর্ট। তাঁর বিরুদ্ধে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) যে মামলা করেছে, তার বিরুদ্ধে করা আবেদনের শুনানিতে আজ এই নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বৃহস্পতিবার বিচারপতি এএস গড়করি ও এসজি দিগের ডিভিশন বেঞ্চের সামনে মামলাটির শুনানি ছিল। সমীর ওয়াংখেড়ের আইনজীবী আবাদ পোন্ডা ডিভিশন বেঞ্চকে জানান, তাঁর মক্কেল তথা ভারতীয় রাজস্ব পরিষেবা (আইআরএস) অফিসার আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিবিআই-এর সামনে হাজির হচ্ছেন। এখনও পর্যন্ত ওয়াংখেড়ে সাতবার সিবিআই-র সামনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির হয়েছেন এবং তদন্তে সহযোগিতা করছেন বলে জানান তাঁর আইনজীবী। সিবিআইয়ের আইনজীবী কুলদীপ পাতিলের যুক্তি ছিল, মামলার তদন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে রয়েছে এবং আইআরএস অফিসার প্রসিডিং বাতিল করার যে আবেদন করেছেন, তা মেনে নেওয়া ঠিক হবে না। ডিভিশন বেঞ্চ উভয়পক্ষের শুনানির পর আবেদনটি ২৩ জুন পরবর্তী শুনানির জন্য ধার্য করে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়। আদালত তার রায়ে জানিয়েছে, অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষাকবচ পরবর্তী তারিখ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

# বহনগা বাজার স্টেশনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য শুক্রবার ট্রেনগুলি নিয়ন্ত্রিত হবে

কলকাতা, ৮ জুন ঃ খড়্গপুর ডিভিশনের খড়গপুর-ভদ্রক সেকশনের বহনগা বাজার স্টেশনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজের কারণে ০৯.০৬.২০২৩ তারিখে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিয়ন্ত্রিত হবে। ট্রেন বাতিলঃ বাতিল করা হয়েছে ১) ০২৮৩৭ ঃ সাঁতরাগাছি- পুরী স্পেশাল । ২) ১২৮৯৫ ঃ শালিমার-পুরী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস । ৩) ২০৮৩১ঃ শালিমার-সম্বলপুর এক্সপ্রেস। ৪) ১২৮৩৯ ঃ হাওড়া- এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল মেল। ৫) ০৭০২৯ ঃ আগরতলা-সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস। ৬) ১৫৬৩০ ঃ শিলঘাট টাউন-তাম্বরম এক্সপ্রেস। ৭) ২২৮৫০ঃ সেকেন্দ্রাবাদ-শালিমার সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। ৮) ২২৮০৪ঃ সম্বলপুর-শালিমার সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। ৯) ১৮৪১০ঃ পুরী- শালিমার এক্সপ্রেস। ১০) ০৮০১২ ঃ পুরী-ভাঞ্জপুর দ্বি-সাপ্তাহিক বিশেষ। ১১) ১২৮৪২ ঃ এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল- শালিমার করমন্ডল এক্সপ্রেস । ১২) ১৮০৪৬ঃ হায়দ্রাবাদ-শালিমার ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস ৩। ১৩) ২২৮৩২ঃ শ্রী সত্য সাই প্রশান্তি নিলয়ম-হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। **ট্রেনের ডাইভারশনঃ** ১. ১৮৪৭৮ যোগ নগরী ঋষিকেশ-পুরী এক্সপ্রেস, ০৯.০৬.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা, Ib-ঝাড়সুগুদা রোড-সম্বলপুর হয়ে ডাইভার্ট রুটে চলবে। ২. ১৮৪৭৭ পুরী- যোগ নগরী ঋষিকেশ এক্সপ্রেস, ০৯.০৬.২০২৩ তারিখে যাত্রা শুরু, সম্বলপুর-ঝাড়সুগুদা রোড-আইবি হয়ে ডাইভার্ট রুটে চলবে।


**Name Change**

I, KAKALI BHOWMIK alias KAKALI BHADRA BHOWMIK (old name) D/O SUDHIR CHANDRA BHADRA Resident of Rail Vihar, Flat No-631, 107, Anandapur Road, EKT, PS- Anandapur, Kolkata-700107 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) KAKALI BHADRA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/06/2023. KAKALI BHOWMIK, KAKALI BHADRA BHOWMIK and KAKALI BHADRA both are same and one identical person.

**Name Change**

I, MUFIDUL ISLAM AKHAN alias MAFIDUL ISLAM AKHAN (old name) S/O Mujammel Akhan Resident of Bankra Natun Para, PO-Bankra, PS-Domjur, Dist- Howrah-711403 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MUFIDUL ISLAM AKHON, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/06/2023. MUFIDUL ISLAM AKHAN, MAFIDUL ISLAM AKHAN and MUFIDUL ISLAM AKHON both are same and one identical person.

**Name Change**

I, PRADIP DAS (old name) S/O Nirmolandu Das Resident of 1no Udayan pally ,PS- Khardha, PO-Sodepur , Kolkata -700110 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) PRADIP KUMAR DAS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/06/2023. PRADIP DAS and PRADIP KUMAR DAS both are same and one identical person.

**Name Change**

I, MD JAMSHED MISTRY (old name) S/O MAIDUR RAHAMAN MISTRY Resident of Doliz Mistry Para, Khodarbazar, Baruipur, Pin-700144 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) JAMSHED MISTRY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/06/2023. MD JAMSHED MISTRY and JAMSHED MISTRY both are same and one identical person.

**Name Change**

I, MOHAMMAD ABUBAKKAR SIDDIK MONDAL is wrongly recorded in my Passport No-R9054961. S/o- ASRAFUL MONDAL. Residing at Vill - Chunakhali Nimtala, Post- Gopinathpur, Ps- Murshidabad, Dist- Murshidabad, Pin-742149, West Bengal. Shall henceforth be known as ADIL MONDAL. That my name ADIL MONDAL and MOHAMMAD ABUBAKKAR SIDDIK MONDAL is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

**Name Change**

I, IMAMUNNESHA BIBI is wrongly recorded in my Son's Passport. W/o- SELIM AKTAR. Residing at Vill - Amtala Bazarpara, Post-Nowda, Ps- Nowda, Dist- Murshidabad, Pin- 742121, West Bengal. Shall henceforth be known as IMAMUNNESHA KHATUN. That my name IMAMUNNESHA KHATUN and IMAMUNNESHA BIBI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

**Name Change**

I, ATABUL MALLIK is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- TUFANI MALLIK. Residing at Vill - Shimulia, Post-Nowpara Shimulia, Ps- Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin- 742134, West Bengal. Shall henceforth be known as ATABUR RAHAMAN MALLIK. That my name ATABUR RAHAMAN MALLIK and ATABUL MALLIK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

**Name Change**

I, JINNAT SEKH is wrongly recorded in my Passport No- L6201254. S/o-ALMIN SEKH. Residing at Vill - Hatisala Haldarpara, Post- Hatisala, Ps-Chapra, Dist- Nadia, Pin- 741124, West Bengal. Shall henceforth be known as JINNAT ALI SEKH. That my name JINNAT ALI SEKH and JINNAT SEKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

**Name Change**

I, MD SAJAHAN SK is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- ABDUL SK. Residing at Vill - Garabasa, Post-Garabasa, Ps- Daulatabad, Dist-Murshidabad, Pin- 742302, West Bengal. Shall henceforth be known as SAJAHAN SK. That my name SAJAHAN SK and MD SAJAHAN SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

**Name Change**

I, SAHRAF ALI is wrongly recorded in my Son' School Certificate. S/o-FAZLUR RAHAMAN. Residing at Vill - South Kadamtala, Post- South Kadamtala, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732216, West Bengal. Shall henceforth be known as SOHARAP ALI. That my name SOHARAP ALI and SAHRAF ALI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

**Name Change**

I , Majnur Rahaman son of Safatullah Gazi resident of vill. - Uttar Gulaichandi, P.O. - Paschim Madhyampur, P.S. - Basirhat, Dist. - North 24 Parganas, West Bengal - 743429, shall henceforth be known as MAJNUR RAHAMAN GAZI son of SEFATULLA GAZI vide an affidavit sworn before the Notary Public at Basirhat , North 24 Parganas on 08.06.2023 .

**Name Change**

I, SABIR SHAIKH (old name) S/O SHAIKH MAHIDI HUSSAIN Resident of 8/3 MOMINPORE ROAD, PO-KHIDDIRPUR, Kolkata, 700023 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SABIR HOSSAIN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/06/2023. SABIR SHAIKH and SABIR HOSSAIN both are same and one identical person.

**Name Change**

I, MONA DAS (old name) S/O AKHIL DAS Resident of DURGAPALLY LASKARPUR, SONARPUR RAJPUR, BARUIPUR- 700153 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MANA DAS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/06/2023. MONA DAS and MANA DAS both are same and one identical person.

**Name Change**

I, MD MAIDUR RAHAMAN MISTRY (old name) S/O LT ABDUL RASID MISTRY Resident of Doliz Mistry Para, Khodarbazar, Baruipur, Pin-700144 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MAIDUR RAHAMAN MISTRY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/06/2023. MD MAIDUR RAHAMAN MISTRY and MAIDUR RAHAMAN MISTRY both are same and one identical person.

**Name Change**

I, GULNAR HAQUE MOLLAH (old name) D/O ANSARUL HAQUE Resident of 5/1, Jannagar Road, Beniapukur, PO-Circus Avenue, Kolkata- 700017 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) GULNAR HAQUE, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/06/2023. GULNAR HAQUE MOLLAH and GULNAR HAQUE both are same and one identical person.

**Name Change**

I, MD SAKIB MISTRY (old name) S/O SIRAJUL MISTRY Resident of Vill-RAJAKGOHALIA, PO- DOSOTINA, PS-BISHNUPUR DIST- 24 PGS. PIN-743503 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SAKIB MISTRY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/06/2023. MD SAKIB MISTRY and SAKIB MISTRY both are same and one identical person.

**Name Change**

I, EMDADUL SARKAR is wrongly recorded in my Son's School Certificate and Passport. S/o- FAIMUDDIN MONDAL. Residing at Vill - Malipara, Post- Malipara, Ps- Raninagar, Dist- Murshidabad, Pin-742308, West Bengal. Shall henceforth be known as EMDADUL ISLAM. That my name EMDADUL ISLAM and EMDADUL SARKAR is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

**Name Change**

I Alka Sharma W/o Sh. Mukesh Tyagi, presently residing at Flat No.203, 2 Cypress, Hiland Willow Cypress apartment, action area 2 B, Street 522, New Town, West Bengal-700135, I have changed my name to Alka Tyagi vide Affidavit No. AH 197379 dated 07/06/2023 before the Notary Public. Alka Sharma & Alka Tyagi both name belongs to one person.

**Name Change**

I SOMNATH PAL, R/O MONOHARPUR, DANKUNI, HOOGHLY-712331. I HAVE CHANGE MY NAME TO SOMANTH PAUL ALL PURPOSES. BOTH SOMNATH PAL AND SOMNATH PAUL ARE SAME & ONE PERSON IDENTICALY, ONLY VIDE AFFIDAVIT NO.5234 DT. 20 TH JUNE, 2023 BY JUDICIAL MAGISTRATE 1 ST CLASS, ALIPORE.

**Name Change**

I SHARBANI SEN MAJUMDER, S/O, S SEN MAJUMDER, R/O F-404 BINAYAK ENCLAVE 59 KALICHARAN GHOSH ROAD, N24 PGS, KOL-700050. I HAVE CHANGE MY NAME TO SHARBANI SENGUPTA AND FATHER'S NAME TO SATYAKAM SENGUPTA FOR ALL PURPOSES. BOTH SHARBANI SEN MAJUMDER AND SATYAKAM SENGUPTA ARE SAME & ONE PERSON IDENTICALY, ONLY VIDE AFFIDAVIT NO. 9370 DT. 08 TH JUNE, 2023 BY JUDICIAL MAGISTRATE 1 ST CLASS, ALIPORE.

# বনধে স্তব্ধ বাঁকুড়ার জনজীবন

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ৮ জুন ঃ দিন যত গড়াচ্ছে ততই রাজ্যজুড়ে বাড়ছে কুড়মি আন্দোলনের ঝাঁঝ। এসটি স্বীকৃতির দাবিতে গোটা রাজ্যব্যাপী জোরদার আন্দোলন চালাচ্ছে কুড়মিরা। তাই এবার রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে দেখা গেল আদিবাসীদের। এই রাজ্যের আদিবাসীদের সম্মিলিত সংগঠন 'ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনস'-এর তরফে বৃহস্পতিবার ১২ ঘণ্টা বাংলা বনধের ডাক দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন হেভির মোড়ে প্ল্যাকার্ড হাতে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে পড়েন ওই সংগঠনের সদস্যরা। একই সঙ্গে তাদের দাবির সমর্থনে স্লোগান দিতে থাকেন তারা। প্রসঙ্গত, 'সিআরআই রিপোর্ট' পরিবর্তন ও অ-আদিবাসীদের অনৈতিকভাবে জোরপূর্বক এসটি তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণের অভিযোগ তুলে এদিন সকাল ৬ টা থেকে সন্ধ্যে ৬ টা পর্যন্ত বাংলা বনধের ডাক দিয়েছে ২৫ টি আদিবাসী গণ সংগঠনের যৌথ মঞ্চ 'ইউনাইটেড ফোরাম অব অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল' সংগঠনের সদস্যরা। বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন হেভির মোড় সহ জঙ্গল মহলের সিমলাপাল নদী ঘাট, লক্ষীসাগর হাটতলা সহ বেশ কিছু জায়গায় রাস্তা আটকে পিকেটিং শুরু হয়। পাশাপাশি এদিন সকাল থেকেই আদিবাসীদের ডাকা বনধে জেরে কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায় বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের জনজীবন। বাঁকুড়া জেলার খাতড়া, রানিবাঁধ, রাইপুর সারেঙ্গা সহ বিভিন্ন মোড় এলাকায় রাস্তায় নামেন আদিবাসীরা। হাতে তীর ধনুক ও টাঙ্গি নিয়ে আদিবাসী যুবক-যুবতীদের রাস্তায় নামতে দেখা যায়। যার জেরে রাস্তার দুই পাশে সারি সারি ভাবে দাঁড়িয়ে যায় দূরপাল্লার বহু পণ্যবাহী লরি। সকাল থেকেই জেলার জঙ্গলমহল অধ্যুষিত এলাকাজুড়ে দোকানবাজার বন্ধ থাকে। এই বিষয়ে 'ইউনাইটেড ফোরাম অব অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এর এক সদস্য জানান, আজ ১২ ঘণ্টার বাংলা বনধ পালন করা হচ্ছে। আমাদের দাবি অ-আদিবাসীদের কিছুতেই এসটি তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণ করা চলবে না। আর এই কাজ অনৈতিকভাবে জোরপূর্বক করা হলে আমরা চুপ করে থাকব না। আজ ১২ ঘণ্টার বনধ হচ্ছে, এরপরে অনির্দিষ্টকালের জন্য বনধ ডাকা হবে। এই বনধের কারণে সাধারণ মানুষের সমস্যা হচ্ছে, একথা মেনে নিয়ে ওই বনধ সমর্থনকারী বলেন, সাধারণ মানুষের কাছে আমরা আগাম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। বুঝতে পারছি তাঁদের কিছু অসুবিধের মুখে পড়তে হবে। কিন্তু আমরা নিরুপায়। আমাদের দাবি সরকারের কানে পৌঁছে দেওয়া জরুরি। এদিকে, বনধে পরিবহন ক্ষেত্রে মিশ্র প্রভাব পড়েছে বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলে। বনধের জেরে এদিন জঙ্গলমহলগামী অনেক বেসরকারি যানবাহন রাস্তায় নামেনি। ফলে বৃহস্পতিবার দিনে চরম সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ। এদিন সকালে বাঁকুড়া গোবিন্দনগর বাসস্ট্যান্ডে দেখা যায় সার সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেসরকারি বাস। জেলার জঙ্গলমহলগামী কোনও বাস এদিন রাস্তায় না নামলেও দুর্গাপুর ও বিষ্ণুপুরগামী একাধিক বাস চলাচল করেছে। জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ অংশের মানুষের এখনও যোগাযোগের অন্যতম ভরসা বেসরকারী বাস। আর সেই বাস বন্ধ থাকায় চরম ভোগে পড়তে হচ্ছে জঙ্গলমহলের বাসিন্দা ও সেখানে যাতায়াতকারী মানুষজনকে। অন্যদিকে এদিনের বনধে জেরে শুধু যাত্রীরাই নয়, চরম সমস্যায় পড়েছেন বেসরকারী বাস কর্মীরাও।

## গঙ্গারামপুরে আদিবাসী বনধে ঝরল রক্ত

দুরন্ত বার্তা, গঙ্গারামপুর, ৮ জুন ঃ আদিবাসীদের ডাকা বনধ ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল গঙ্গারামপুর শহরে। অবরোধকারীদের রোষে পড়ে মাথা ফাটল এক যুবকের। আহত যুবকের মোটর বাইকও ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। একাধিক ইস্যুতে বৃহস্পতিবার ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশন বনধের ডাক দেয়। জেলার অন্যান্য ব্লকের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গারামপুরে বনধের প্রভাব পড়ে। এদিন সকাল থেকে গঙ্গারামপুর শহরের হাইরোড় বাসস্ট্যান্ড, কালিতলা, বোড়ডাঙ্গি, নয়াবাজার, শিববাড়ি,সহ আশপাশ এলাকার দোকানপাট ও বাজার ছিল বন্ধ। সকাল থেকে কোনও সরকারি ও বেসরকারি যাত্রীবাহী বাস চলাচল করতে দেখা যায়নি। মালবাহী লরিও ছিল বন্ধ। সরকারি-বেসরকারি অফিসে হাজিরা ছিল না বললেই চলে। বনধ সফল করতে সকাল থেকে সমর্থকরা গঙ্গারামপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র চৌপথিতে তীর, ধনুক, লাঠি নিয়ে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ব্যারিকেড লাগিয়ে পিকেটিং শুরু করে। সকাল থেকে শান্তিপূর্ণ ভাবেই পিকেটিং চলছিল। কিন্তু দুপুর হতে ছন্দপতন ঘটে। অভিযোগ শহরের ভোদংপাড়া এলাকার যুবক গৌরাঙ্গ রাজবংশী মোটর বাইকে চেপে কালিতলায় ওষুধ আনতে গিয়েছিল। কালিতলা থেকে ফেরার পথে পিডব্লুউডি এলাকায় ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে অবরোধকারীরা গৌরাঙ্গর মোটরবাইক আটকানোর চেষ্টা করে। এরপরই তর্কবির্তক শুরু হলে মোটর বাইক ভাঙচুর করে গৌরাঙ্গকে মারধর করে অবরোধকারীরা। মারের চোটে মাথা ফেটে যায় তাঁর। বিষয়ট নজরে আসতে পুলিশ ছুটে গিয়ে তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করে। আহত যুবককে উদ্ধার করে গঙ্গারমপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানোর পাশাপাশি মোটর বাইকটি থানায় নিয়ে যায়। এই ঘটনায় গঙ্গারামপুরে শহরজুড়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

## প্রকাশ্যে ছিনতাই

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৮ জুন ঃ দিনে-দুপুরে দুঃসাহসিক ছিনতাইয়ের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচবিহারে। কোচবিহারের জিরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যাংকের গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের এক অপারেটরের কাছ থেকে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। দুষ্কৃতীদের বিয়ারের বোতল এবং বাঁশের লাঠির আঘাতে গুরুতর আহত অবস্থায় কোচবিহার মেডিকেল কলেজে ভর্তি ওই গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের অপারেটর দিবাকর সরকার। জানা যায় আজ সকাল দশটা নাগাদ বলরামপুর কালীবাড়ি এলাকার বাসিন্দা দিবাকর সরকার দেওয়ানহাটের তার গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে বাইক নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় কোপামারি এলাকায় কিছু দুষ্কৃতী একটি গাড়িতে করে এসে প্রথমে তার ওপর হামলা চালায়। দিবাকর সরকার বাইক থেকে পড়ে গেলে তাকে বাঁশ এবং বিয়ারের বোতল দিয়ে আঘাত করা হয় এবং তার কাছে থাকা সাড়ে সাত লক্ষ টাকা, মোবাইল, ল্যাপটপ ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## রেশনে আরও কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদানের উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ জুন ঃ রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের আরও নতুন কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়ার বিষয়ে উদ্যোগ নেবে রাজ্য সরকার। তবে বিরোধী দল যাই বলুক না কেন, রেশন ব্যবস্থায় আজ পর্যন্ত অনিয়মের কোন প্রশ্ন তুলতে পারে নি কেন্দ্র সরকার। বৃহস্পতিবার মালদায় প্রশাসনিক বৈঠক করতে এসে সরাসরি সাংবাদিকদের সামনে এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী রথীন ঘোষ। এদিন মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনে মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর মোট চার জেলার খাদ্য নিয়ামক দপ্তর সহ প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলাশাসক নীতিন সিংঘানিয়া সহ জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। সেখানেই বিভিন্ন জেলার রেশন ব্যবস্থা সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অন্যান্য প্রক্রিয়ার বিষয়গুলিও জানতে চান মন্ত্রী। মালদা সহ চারটি জেলাতেই সাধারণ মানুষদের রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্য সামগ্রী বন্টনের প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই চলছে তা নিয়েও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী রথীন ঘোষ। রাজ্যের খাদ্য মন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, এদিন রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের পদস্থ কর্তাদের উপস্থিতিতে চার জেলা নিয়ে বৈঠক করা হয়েছে। তাতে রেশন ব্যবস্থা, দুয়ারে রেশন সহ একাধিক বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এদিন মতামত বিনিময় করা হয়েছে। চার জেলার পারফরম্যান্স খুবই ভালো। সে বিষয়েও সমস্ত রিপোর্ট আমরা দেখেছি। খাদ্য মন্ত্রী এদিন আরও বলেন, আগামীতে এই রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে আরও নতুন কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বন্টন করা যায় কিনা সে ব্যাপারে নতুন করে উদ্যোগ নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। তবে এদিন বিরোধীদের প্রসঙ্গে মন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, এরাজ্যের রেশন ব্যবস্থায় বিরোধীরা যতই অভিযোগ তুলুক না কেন, কোনরকম অনিয়ম হয় নি, এটা কেন্দ্র সরকারের রিপোর্ট। তাই কেউ যদি পরিকল্পনা করে কেচ্ছা করার চেষ্টা করে তাতে কোন লাভ হবে না। রাজ্যে সাধারন মানুষের রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে যাতে নিয়মিত খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করতে পারেন সে ব্যাপারেই প্রতিটি জেলাতেই এই ধরনের রিভিউ মিটিং করা হচ্ছে। এদিন প্রশাসনিক বৈঠকের পর বিভিন্ন রেশন ডিস্ট্রিবিউটরদের নিয়েও বৈঠক করার কথা বলেছেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ।

## বিদ্যুৎ বরণের বাড়ি গেল সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৮ জুন ঃ তৃণমূলের বীরভূম জেলার সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের পরিচারক তথা বোলপুর পুরসভার গ্রুপ ডি কর্মী বিদ্যুৎ বরণ গায়েনের বাড়িতে এ বার অভিযান চালালেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (সিবিআই)-র আধিকারিকেরা। বৃহস্পতিবার সকালে সেখানে হানা দেন তদন্তকারীরা। বোলপুরের কালিকাপুর এলাকায় বাড়ি বিদ্যুৎ বরণের। তিনি বোলপুর পুরসভার চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। অস্থায়ী কর্মী হিসাবে তিনি পুরসভায় চাকরি পেয়েছিলেন ২০০৮ সাল নাগাদ। সেই সময় তিনি গাড়ির খালাসি হিসাবে কাজ করতেন। এর পর ২০১২ সালে পুরসভার স্থায়ী কর্মী হন বিদ্যুৎ বরণ। স্থায়ী কর্মী হওয়ার পর খালাসি থেকে পদোন্নতি হয়ে গাড়িচালক হন তিনি। এর আগেও তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালায় সিবিআই। বিদ্যুৎ বরণের ঘনিষ্ঠদের সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি অসুস্থ। বাড়িতেই রয়েছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন সিবিআই আধিকারিকরা। এর পাশাপাশি, বীরভূমের কয়েকটি ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের তলব করা হয়েছে শান্তিনিকেতনে সিবিআইয়ের অস্থায়ী শিবিরে। তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত নথিও নিয়ে আসতে বলা হয়েছে। এমনটাই জানা গিয়েছে সিবিআই সূত্রে। অনুব্রতের গাড়িচালক তুফান মির্ধাকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে ওই অস্থায়ী শিবিরে। বিদ্যুৎ বরণ গায়েন এবং সুকন্যা মণ্ডল এএনএম এগ্রোনমি ফুড কোম্পানি এবং মা কালি ট্রেডার্স নামক দুটি কোম্পানির যুগ্ম ডাইরেক্টর। এদিন ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের জেরা করে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য পেতে চাইছে সিবিআই। ইতিমধ্যে অনুব্রত মণ্ডল, সায়গল হোসেন এবং অনুব্রতর হিসেব রক্ষক মনীশ কোঠারী জেলবন্দি। তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে বহু আর্থিক লেনদেনের হদিশ পেয়েছে সিবিআই।

## ক্রীড়া ও সংস্কৃতি নিয়ে বিশেষ বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৮ জুন ঃ রাজ্যের তথ্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া দফতরের স্ট্যান্ডিং কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল আলিপুরদুয়ার সার্কিট হাউসে। উপস্থিত ছিলেন স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী, বিধায়ক অদিতি মুন্সি। এদিন জেলায় লোক প্রসার শিল্পীদের সাথে কথা বলেন তারা। এদিন আলিপুরদুয়ারে একটি স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল সহ এলাকার খেলোয়াড়রা যাতে খেলার পূর্নাঙ্গ সুযোগ পায় সে ব্যাপারে কমিটির দৃষ্টি আকর্ষন করেন উপস্থিত জেলার বিশিষ্টজনেরা। এদিন ঘন্টা খানেক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এমনকি অসুর সম্প্রদায়ের সদস্যদের কাছ থেকে গানও শোনেন রাজ চক্রবর্তী। স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান রাজ চক্রবর্তী বলেন, এটা আমার ভালো লেগেছে। অনেকের পারফোমেন্স দেখেছি। কি করলে ভালো হয়, সেটি আমরা দেখছি। রাজাভাতখাওয়াতে বিভিন্ন রকম পারফরমেন্স দেখেছি। ভালো লেগেছে।

## জাতীয় পতাকার অবমাননার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৮ জুন ঃ জাতীয় পতাকার অবমাননা। আলিপুরদুয়ারের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলার বিরুদ্ধে জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগ উঠল। বৃহস্পতিবার নিউ আলিপুরদুয়ার জিআরপিতে এ নিয়ে অভিযোগ দায়ের করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বড়াইক। অবিলম্বে তাকে মন্ত্রী ও সাংসদ পদ থেকে বহিস্কারের দাবি জানিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের অভিযোগ জাতীয় পতাকাকে পাখার কাজ করেছেন সাংসদ তথা মন্ত্রী। এটা জাতীয় পতাকার অবমাননা। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা আলিপুরদুয়ার থানায় কথা বলার পর রেলের নিউ আলিপুরদুয়ার জিআরপিতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

# মন্দির ভাঙা নিয়ে বিবাদের জেরে হেনস্থার শিকার তৃণমূলের কাউন্সিলর

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ জুন ঃ ফের উত্তপ্ত এনজেপি এলাকা। এবার এনজেপি এলাকায় তৃণমূলের কাউন্সিলরকে হেনস্থার মুখে পড়তে হল। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে নেতাজি মোড়ের কাছে মন্দিরের একাংশ ভাঙা নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক গন্ডগোল শুরু হয়। সেই ঘটনা ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ওয়ার্ড কাউন্সিলর শম্পা নন্দীর অভিযোগ, নেতাজি মোড়ের কাছে এলাকার দীর্ঘদিনের পুরোনো মন্দির রয়েছে। এদিন সেই মন্দির ভেঙে দেওয়ার খবর আসে। তা শুনে এলাকায় গেলে তাঁকে হেনস্থা করা হয়। গালিগালাজ করার পাশাপাশি ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। শিলিগুড়ি টাউন ব্লক ৩ নিউ জলপাইগুড়ি শাখা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি সুজয় সরকার এবং তার অনুগামীরা হেনস্থা করে বলে অভিযোগ কাউন্সিলরের। এদিন মেয়র গৌতম দেবকে ফোন করে বিষয়টি জানানো হয়। অন্যদিকে শিলিগুড়ি টাউন ব্লক ৩ নিউ জলপাইগুড়ি শাখা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি সুজয় সরকার বলেন, এই মন্দির দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বর্ষার মরশুমে মন্দিরে জল পড়ে মায়ের মূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই কারণে মন্দিরকে নতুনভাবে নির্মাণ করার জন্য ভাঙা হচ্ছে। এদিকে ঝামেলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। পরবর্তীতে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।


### পূর্ব রেলওয়ে

**সংশোধনী**

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/এইচকিউ/হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ২৬_২০২৩-২৪-জোন এবং ২৮_২০২৩-২৪-জোন (বন্ধের তারিখ ২৩.০৬.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টো)-তে সংশোধনী। বিজ্ঞাপিত মূল্যে এবং বায়না মূল্যে নিম্নরূপ সংশোধন করা হয়েছেঃ ই-টেন্ডার নং. ২৬_২০২৩-২৪-জোন-এর বিজ্ঞাপিত মূল্য ৮৫,০০,০০০ টাকার পরিবর্তে **৮৩,০০,০০০ টাকা** পড়তে হবে এবং ই-টেন্ডার নং. ২৮_২০২৩-২৪-জোন-এর বিজ্ঞাপিত মূল্য ৬০,০০,০০০ টাকার পরিবর্তে **৬২,০০,০০০ টাকা** পড়তে হবে। ই-টেন্ডার নং. ২৬_২০২৩-২৪-জোন-এর বায়না মূল্য ১,৭০,০০০ টাকার পরিবর্তে **১,৬৬,০০০ টাকা** পড়তে হবে এবং ই-টেন্ডার নং. ২৮_২০২৩-২৪-জোন-এর বায়না মূল্য ১,২০,০০০ টাকার পরিবর্তে **১,২৪,০০০ টাকা** পড়তে হবে। উক্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। HWH-91/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

### পূর্ব রেলওয়ে

**ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি**

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ১টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১টি আরটিভিপি এবং ১১টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৫টি এসএলআর কম্পার্টমেন্টে পার্সেল স্পেসের লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী সম্বলিত অহস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। বর্তমান ই-অকশনের জন্য বিডিং **www.ireps.gov.in** -তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রণালীতে অংশগ্রহণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে মার্চেন্টদের এককালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। মার্চেন্টদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার থাকতে হবে। **ক্রমিক নং.১, অকশন ক্যাটালগ নংঃ** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৩-২সি, **ট্রেন নম্বরঃ** ১১টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৫টি এসএলআর। **ক্রমিক নং.২, অকশন ক্যাটালগ নংঃ** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৩-২সি, **ট্রেন নম্বরঃ** ১টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১টি আরটিভিপি, **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ২২.০৬.২০২৩ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১ ও ২-এর জন্য)। HWH-89/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

### পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ ডিইএন/৩/হাওড়া। **ক্রমিক নং ১, ই-টেন্ডার নংঃ ২২_২০২৩-২৪, কাজের বিবরণঃ** এইএন/আজিমগঞ্জের অধীনে বাজারসৌ এবং আজিমগঞ্জের ডাবলিং কাজ সম্পর্কিত টেনিয়া থেকে বাজারসৌ-এর মধ্যে অবশিষ্ট কাজ (ওয়ার্কস্ পোর্শন)। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৩২,৮০,১৯১.৪৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,১৬,৪০০ টাকা। **ক্রমিক নং ২, ই-টেন্ডার নংঃ ৫৮_২০২৩-২৪, কাজের বিবরণঃ** এইএন/আজিমগঞ্জের অধীনে বাজারসৌ এবং আজিমগঞ্জের ডাবলিং কাজ সম্পর্কিত টেনিয়া থেকে বাজারসৌ-এর মধ্যে অবশিষ্ট কাজ (পি.ওয়ে পোর্শন)। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,১৬,০৪,৫৪৮.৮৯ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,০৮,০০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাস (ক্রমিক নং ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ৩০.০৬.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। HWH-90/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter


**BEFORE THE LD. ASSISTANT CHARITY COMMISSIONER-II, IN THE PUBLIC TRUST REGISTRATION OFFICE GREATER MUMBAI REGION, MUMBAI.**

Dharmadaya Ayukta Bhaavan, 1st Floor, Sasmira Building, Sasmira Road, Worli, Mumbai- 400 030.

**PUBLIC NOTICE OF INQUIRY**

Change Report No. **ACC/II/2391/2023**
Filed by : **Shri Baikuntha Bihari Pati alias Braja Hari Das,**
In the matter of : **"International Society for Krishna Consciousness" (ISKCON), Mumbai**
**P. T. R. No. F/2179 (Mumbai).**

To,
All concerned having interest -

WHEREAS The Reporting trustee of the above trust has filed a Change Report under section 22 of the Maharashtra Public Trusts Act, 1950 for bringing the below described property on the record of the above named trust and an inquiry is to be made by the Ld. Assistant Charity Commissioner -II, Greater Mumbai Region, Mumbai, viz.,

(1) Whether this property is the property of the trust? and could be registered in the name of the above trust?

**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY-**

**Immovable Property**

All that the self-contained flat, identified by Flat No. GA, measuring an area of 814 Sq.ft. super built up area, consisting of 2 bed rooms, 1 Master Toilet, 1 Attached Toilet, 1 Kitchen cum Drawing/Dining room, located on the Ground Floor, North East corner of the multi storied building, locally known as "GOURANGA APARTMENT", and all that the two nos. of shop room out of which one, (west facing) measuring an area of 210 sq.ft. super built up area, identified by shop room No. 1, adjacent to the western side of the aforesaid self-contained residential flat, located on the ground floor, north west corner of the multi storied building and another one (south facing), measuring an area of 139 sq.ft. super built up area, identified by shop room No. 4, adjacent to southern side of the aforesaid self-contained residential flat, located on the ground floor, south east corner of the aforesaid multi-storied building situated at holding No 7, Gauranga Ghat Road, Ward No.3, within the limits of Panihati Municipality, together with the undivided proportionate share of the land of the demised premises more fully and particularly described in the First schedule mentioned here-in-above TOGETHER WITH 50% right of Partition wall is hereby sold in favor of the Purchaser AND the common facilities utilities and common expenses mentioned in the third and fourth schedule hereunder written.

The second schedule property i.e. the self-contained residential flat, and two nos. of shop rooms is/are full shown and delineated in the plan (sheet 1, Sheet 2 & Sheet 3) annexed herewith and the said plan will be treated as a part of this Deed of Conveyance.

Value- Rs. 29,86,700/- (Rupees Twenty Nine Lakhs Eighty Six Thousand Seven Hundred Only).

This is to call upon you to submit your objections, if any, in the matter before the Ld. Assistant Charity Commissioner-II, Greater Mumbai Region, Mumbai at the above address in person or by a pleader within 30 days from the date of publication of this notice.

Given under my hand and seal of the Hon'ble Charity Commissioner, Maharashtra State, Mumbai.

**This 29th day of the month of May, 2023.**

Seal

**Sd/-**
**Superintendent (J)**
**Public Trusts Registration Office,**
**Greater Mumbai Region, Mumbai**

**BEFORE THE LD. ASSISTANT CHARITY COMMISSIONER-II, IN THE PUBLIC TRUST REGISTRATION OFFICE GREATER MUMBAI REGION, MUMBAI.**

Dharmadaya Ayukta Bhaavan, 1st Floor, Sasmira Building, Sasmira Road, Worli, Mumbai- 400 030.

**PUBLIC NOTICE OF INQUIRY**

Change Report No. **ACC/II/2374/2023**
Filed by : **Shri Baikuntha Bihari Pati alias Braja Hari Das,**
In the matter of : **"International Society for Krishna Consciousness" (ISKCON), Mumbai**
**P. T. R. No. F/2179 (Mumbai).**

To,
All concerned having interest -

WHEREAS The Reporting Trustee of the above trust has filed a Change Report under section 22 of the Maharashtra Public Trusts Act, 1950 for bringing the below described property on the record of the above named trust and an inquiry is to be made by the Ld. Assistant Charity Commissioner -II, Greater Mumbai Region, Mumbai, viz.,

(1) Whether this property is the property of the trust? and could be registered in the name of the above trust?

**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY-**

**Immovable Property**

All that the shop room, (Commercial floor), identified by shop room No.3, measuring an area of 560 sq.ft. super built up area, south west corner of ground floor, locally known as "GOURANGA APARTMENT" situated at holding No.7, Gauranga Ghat Road, Ward No.3 within the limits of Panihati Municipality, together with the undivided proportionate share of the land of the demised premises more fully and particularly described in the First schedule mentioned here-in-above ALONGWITH 50% right of Partition wall is hereby sold in favour of the Purchaser AND the common facilities utilities and common expenses mentioned in the third and fourth schedule hereunder written.

The second Schedule property hereby sold is fully shown and delineated in the plan annexed herewith and the said plan will be treated as a part of this Deed of Conveyance.

Value Rs. 21,65,000/- (Rupees Twenty One Lakh Sixty Five Thousand Only). (Set Forth Value)

This is to call upon you to submit your objections, if any, in the matter before the Ld. Assistant Charity Commissioner-II, Greater Mumbai Region, Mumbai at the above address in person or by a pleader within 30 days from the date of publication of this notice.

Given under my hand and seal of the Hon'ble Charity Commissioner, Maharashtra State, Mumbai.

**This 29th day of the month of May, 2023.**

Seal

**Sd/-**
**Superintendent (J)**
**Public Trusts Registration Office,**
**Greater Mumbai Region, Mumbai**

## J TAPARIA PROJEC.TS LIMITED

**Corporate Identification Number:** L74210WB1980PLC032979.
**Registered Office:** 1 Mall Road (Khudiram Bose Sarani), 3rd Floor, Kolkata - 700080, West Bengal, India.
**Contact Number:** 033-22305244; **Website:** http://www.jtapariaprojects.com/ ;
**Email Address:** info@jtapariaprojects.com ; jtaparia2008@gmail.com

**Recommendations of the Committee of Independent Directors ('IDC') of J TAPARIA PROJECTS LIMITED ('J TAPARIA' or 'Target Company') on the Offer made by Mr. Chirayu Agrawal ('Acquirer 1') and Mr. Sarvesh Agrawal ('Acquirer 2') to the Public Shareholders of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 26 (7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 including subsequent amendments thereto ('SEBI (SAST) Regulations').**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Date | Thursday, June 08, 2023 |
| 2. | Name of the Target Company | **J TAPARIA PROJECTS LIMITED** |
| 3. | Details of the Offer pertaining to the Target Company | This Offer is being made by Mr. Chirayu Agrawal ('**Acquirer 1**') and Mr. Sarvesh Agrawal ('**Acquirer 2**') pursuant to the provisions of Regulations 3 (1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, for acquisition of up to 48,60,000 (Forty Eight Lakh Sixty Thousand Only) ('Equity Shares') each representing 30.00% (Thirty Percent) of the Voting Share Capital of the Target Company, at a price of ₹6.00 (Rupees Six Only) per Equity Share, payable in cash ('**Offer Price**') |
| 4. | Names of the Acquirers and ~~PAC with the Acquirer~~ | Mr. Chirayu Agrawal and Mr. Sarvesh Agrawal<br>There is no person acting in concert with the Acquirer for this Offer |
| 5. | Name of the Manager to the Offer | **BONANZA PORTFOLIO LIMITED**<br>**Corporate Identification Number:** U65991DL1993PLC052280<br>Bonanza House, Plot No. M-2, Cama Industrial Estate, Walbhat Road, Behind The Hub, Goregaon (East), Mumbai - 400 063<br>**Contact Person:** Ms. Swati Agrawal<br>**Tel No.:** +91 22 62735500/ 68363700<br>**Email:** swati.agrawal@bonanzaonline.com<br>**SEBI Registration No.:** INM000012306 |
| 6. | Members of the Committee of Independent Directors | Mrs. Priyanka Singh – Chairman<br>Mrs. Shiwaginee Jaiswal – Member<br>Ms. Vaishali Kumari Shaw – Member |
| 7. | IDC Member's relationship with the Target Company (Directors, Equity Shares owned, any other contract/ relationship) | a) IDC Members are Independent Directors on the Board of the Target Company.<br>b) None of the IDC Members holding Equity Shares of the Target Company.<br>c) None of the members of IDC hold any contracts or any relationship, nor are they related in any way with the Target Company other than acting in directorship in the Target Company. |
| 8. | Trading in the Equity Shares/ other securities of the Target Company by IDC Members | a) None of the members of IDC have traded in any Equity Shares/ other securities of the Target Company during the period of twelve months prior to the Public Announcement dated Thursday, March 23, 2023;<br>b) None of the members of IDC have traded in any Equity Shares/ other securities of the Target Company during the period from the Public Announcement dated Thursday, March 23, 2023, till the date of this recommendation;; |
| 9. | IDC Member's relationship with the Acquirer (Directors, Equity Shares owned, any other contract/ relationship) | The members of IDC neither have any contracts nor relationship with the Acquirers in any manner. |
| 10. | Trading in the Equity Shares/ other securities of the Acquirers by IDC Members | Not Applicable. |
| 11. | Recommendation on the Offer, as to whether the Offer, is or is not, fair, and reasonable | The members of the IDC have perused the (a) Public Announcement dated Thursday, March 23, 2023 ('PA'), (b) Detailed Public Statement dated Thursday, March 30, 2023 which was published on Friday, March 31, 2023 in the newspapers, namely being, Financial Express (English daily) (All Editions), Jansatta (Hindi daily) (All Editions), Mumbai Lakshadweep (Marathi Daily) (Mumbai Edition), and Duranta Barata (Bengali) (Kolkata Edition), (c) Draft Letter of Offer dated Tuesday, April 11, 2023 ('DLoF') and (d) Letter of Offer dated Tuesday, May 30, 2023, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement ('LoF'), (the PA, DPS, DLoF, and LoF are hereinafter collectively referred to as 'Offer Documents') issued by the Manager on behalf of the Acquirer, the members of IDC believe that Offer is fair and reasonable, in accordance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations. |
| 12. | Summary of Reasons of Recommendation | Based on the review of the Offer Documents, the members of IDC have considered the following for making recommendations:<br>a) Offer Price is justified in terms of the parameters prescribed under Regulations 8 (1) and 8 (2) of the SEBI (SAST) Regulations;<br>b) Keeping in view of the above fact, the members of IDC are of the opinion that the Offer Price of ₹6.00 (Rupees Six Only) payable in cash per Equity Share to the Public Shareholders of the Target Company for this Offer is fair and reasonable. However, the Public Shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision on the matter. |
| 13. | Details of Independent Advisors if any | None. |
| 14. | Disclosure of Voting Pattern of the meeting in which the open offer proposal was discussed | All the IDC members unanimously voted in favor of recommending this Offer proposal. |
| 15. | Any other matter to be highlighted | Nil. |

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true, correct, and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under SEBI (SAST) Regulations.

**For and on behalf of**
**Committee of Independent Directors**
**J TAPARIA PROJECTS LIMITED**
**Sd/-**
**Mrs. Priyanka Singh**
**(Chairman of IDC)**

**Place :** Mumbai
**Date :** June 08, 2023

## KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

**ABRIDGED NIT**

The **Executive Engineer (Civil)/BR-XVI, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:
**NIT No.: KMC/E.E.(C)/BR-XVI/126/014/23-24**
Name of Work: **Const. of boundary wall of Ward Office at Brojomoni Debya Road in Ward No. 126.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **4,26,209.30**. Earnest Money: ₹ **8,600.00**. Period of Completion : **30 Days. Last date and time of submission of Bid : 19.06.2023 – 12 Noon.** The Tender will be opened on **21.06.2023 – 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **09.06.2023 (5 PM)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XI, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:
**NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XI/333/012/2023-2024/R**
Name of Work: **Plantation of trees, increasing greenery in different places in the city of Kolkata, in Ward No. 111, under BR-XI.** Estimated Amount (including GST & CESS): ₹ **3,01,763.76**. Earnest Money: ₹ **6,100.00**. Period of Completion : **60 Days.** Last date and time of submission of Bid : **17.06.2023 – 12 Noon.** The Tender will opened on **19.06.2023.** The bid forms and other details are available on and from **09.06.2023 (5 PM)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), BR-IX, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:
**(1) NIT No.: KMC/IX/079/009/2023-2024/BUSTEE (1st Call)**
Name of Work: **Desilting of surface drain within Coal Berth Bustee in Ward No. 79.** Estimated Amount (including GST & CESS): ₹ **2,96,821.80**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion : **120 Days.**
**(2) NIT No.: KMC/IX/073/009/2023-2024/BUSTEE (1st Call)**
Name of Work: **Development of Bustee Passages at 48, Kalighat Road and surrounding area in Ward No. 73.** Estimated Amount (including GST & CESS): ₹ **2,96,731.19**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion : **45 Days**. Last date and time of submission of Bid : **21.06.2023 – 12 Noon** (For Sl No. 1 & 2). Tender will be opened on **23.06.2023 – 12 Noon** (For Sl No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **09.06.2023 (5 PM)** (For Sl No. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl No. 1 & 2).

The **D.G. (Civil), Borough-IX, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:
**NIT No.: KMC/IX/082/016/2023-2024/BUSTEE**
Name of Work: **Repair of Bustee Latrine at 17, Chetla Road, 48, J.M. Lane, 10, Gobindra Auddy Road, 156, 178, P.M. Roy Road etc. in Ward No. 82.** Estimated Amount (including GST & CESS): ₹ **1,49,672.01**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period of Completion : **45 Days**. Last date and time of submission of Bid : **21.06.2023 – 12 Noon**. Tender will be opened on **23.06.2023 – 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **10.06.2023 (5 PM).** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Z-VI, KMC** invites tender online two bid system for following works:
**(1) NIT No.: KMC/EE(E)/LTGVI/123/6/23-24**
Name of Work: **Improvement of street lighting system by LED fittings at Prasanta Roy Road, Sarat Chandra Road, Chonwarban in Ward No. 123.** Estimated Amount : ₹ **4,96,763.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion : **26 Days.**
**(2) NIT No.: KMC/EE(E)/LTGVI/123/7/23-24**
Name of Work: **Supply of LTD Fittings for Street Lighting System at Kailash Gosh Road, Dhara Para & Adjacent area in Ward No. 123.** Estimated Amount : ₹ **4,95,216.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion : **26 Days.**
**(3) NIT No.: KMC/EE(E)/LTGVI/123/12/23-24**
Name of Work: **Lighting arrangement by Energy Efficient ECO Friendly LED lights at Prasanta Roy Road, Netaji Pally, Sarat Chandra Road, Dhara Para bye Lane extension ILL light Zone areas in Ward No. 123, under BR-XVI.** Estimated Amount : ₹ **4,59,694.00**. Earnest Money: ₹ **9,200.00**. Period of Completion : **27 Days.** Last date and time of submission of Bid : **17.06.2023 – 12 Noon** (For Sl No. 1 to 3). Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **19.06.2023 – 12 Noon** (For Sl No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on **09.06.2023 – 6 PM** (For Sl No. 1 to 3) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl No. 1 to 3).

The **DG(E), KMC** invites tender online Item rate two bid system for the following work:
**NIT No.: KMC/Elect/Ely/Estm-18/22-23 (1st Call)**
Name of Work: **Supply of LED fittings and tube light for TPDD Department under KMC.** Estimated Amount : ₹ **4,69,951.00**. Earnest Money: ₹ **9,500.00**. Period of Completion : **15 Days.** Last date and time of submission of Bid : **22.06.2023 upto 4 PM.** The bid forms and other details are available on and from **12.06.2023** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (E)/KMC** invites tender online Item rate two bid system for the following works:
**(1) NIT No.: KMC/ELECT/ELY/ESTM-33/23-24 (1st Call)**
Name of Work: **Supply of LED Street Lights, LED tubes and LED tube fittings at Dist-IV Garage under KMC.** Estimated Amount : ₹ **3,49,067.11**. Earnest Money: ₹ **7,000.00**. Period of Completion : **15 Days.**
**(2) NIT No.: KMC/ELECT/ELY/ESTM-32/23-24 (1st Call)**
Name of Work: **Supply of LED Street Lights, LED tubes and LED tube fittings at STKMTB Hospital under KMC.** Estimated Amount : ₹ **3,47,648.06**. Earnest Money: ₹ **7,000.00**. Period of Completion : **15 Days.** Last date and time of submission of Bid : **22.06.2023, 4 PM** (For Sl No. 1 & 2) The bid forms and other details are available on and from **12.06.2023 – 3 PM** (For Sl No. 1 & 2) from the website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl No. 1 & 2).

247/23-24

# ৪৬৯ রান অস্ট্রেলিয়ার কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে রোহিতরা

**লন্ডন, ৮ জুনঃ** পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে বৃহস্পতিবার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের দ্বিতীয় দিন ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে নেমেছিল ভারত। টিম ইন্ডিয়ার বোলিং ব্রিগেডের প্রথম লক্ষ্য ছিল দিনের শুরুতেই স্টিভ স্মিথ ও ট্রাভিস হেডের মধ্যে রিকর্ড পার্টনারশিপ ভেঙে ফেলা। কিন্তু দিনের প্রথম ওভার থেকেই চালিয়ে খেলতে থাকেন স্টিভ স্মিথ। বুধবার বোলিং শুরু করেন মহম্মদ সিরাজ। প্রথম তিন বলে স্মিথ দুটি বাউন্ডারি হাঁকান। সিরাজ ওভারের চতুর্থ বল করছিলেন। রান আপ প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন, তখনই স্ট্রাইকে থাকা স্টিভ স্মিথ স্টাম্পস ছেড়ে হঠাৎই পাশে সরে যান। তাঁকে দেখা যায় স্পাই ক্যামেরার দিকে বারবার হাত দেখাচ্ছেন। বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন যে স্পাই ক্যামের পজিশন তাঁকে বিব্রত করছে। স্মিথ নিয়েছেন মহম্মদ শামি (২/১২২) ও শার্দূল ঠাকুর (২/৮৩)। ১২১.৩ ওভারে মহম্মদ সিরাজের বলে রাহানের হাতে ধরা পড়েন প্যাট কামিন্স। ৩৪ বলে ৯ রান করেন তিনি। অস্ট্রেলিয়া ৪৬৯ রানে তাদের প্রথম ইনিংসে অলআউট হয়ে যায়। ৭ বলে ১ রান করে নট-আউট থাকেন বোল্যান্ড। সিরাজ ১০৮ রানে ৪ উইকেট দখল করেন। ১২২ রানে ২টি

৯৫ রানের অপরাজিত ছিলেন স্মিথ। মাঠে নেমেই সেঞ্চুরি পূর্ণ করার তাগিদ ছিল তাঁর। সিরাজের প্রথম ওভারেই স্মিথ তাঁর কেরিয়ারের ৩১তম সেঞ্চুরি পূরণ করে নেন। ট্রাভিস হেডও ১৫০ রানের গণ্ডি পার করে যান। সিরাজ ও সামি জুটি মিলে অস্ট্রেলিয়ান জুটি ভাঙার প্রবল প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তখনই সিরাজ একটি কাণ্ড করে বসেন। স্মিথের কাজে হতাশা চেপে রাখতে পারলেন না মোটেও। রাগের বশে অজি ব্যাটারের দিকে বল ছুঁড়ে মারলেন। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিনে প্রথম যতই বোঝানোর চেষ্টা করুন তা সিরাজ মোটেও এই সাফাই কানে তুললেন না। রেগে মেগে বল স্টাম্পের দিকে জোরে ছুঁড়ে মারেন। সিরাজকে রাগ প্রকাশ করতে দেখে স্মিথের অসহায় মনে হচ্ছিল। সিরাজ এদিন তিনটি উইকেট নিয়েছেন। তাঁর দিনের বড় সাফল্য ট্রাভিস হেডের উইকেট। ১৬৩ রানে অজি ব্যাটারকে ফেরান সিরাজ। এরপর অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ও নাথান লিয়ঁ-র উইকেট গিয়েছে তাঁর ঝুলিতে। ভারতীয় দলের হয়ে মহম্মদ সিরাজ চারটি উইকেট নিয়েছেন। দুটি করে উইকেট উইকেট নেন শামি। ৮৩ রানে ২টি উইকেট দখল করেন শার্দুল। ৫৬ রান খরচ করে ১টি উইকেট নিয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা। পাশাপাশি কোনও উইকেট পাননি উমেশ। দ্বিতীয় দিনের মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে অস্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম ইনিংসে ১০৯ ওভার ব্যাট করে ৭ উইকেটের বিনিময়ে ৪২২ রান করেছিল। অ্যালেক্স ক্যারি ৩টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩ বলে ২২ রান করে অপরাজিত ছিলেন। প্যাট কামিন্স ১৭ বলে ২ রান করে নটআউট থাকেন।

## বিয়ে করলেন প্রসিধ কৃষ্ণ, আমন্ত্রণ পেয়ে হাজির বুমরা-শ্রেয়সরা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

জাস্ট ম্যারেড! বিয়ে করলেন জাতীয় দলের পেসার প্রসিধ কৃষ্ণ। সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছার ঢল। কর্নাটকের ক্রিকেটারের স্ত্রীর নাম রচনা কৃষ্ণ। নিকট আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের উপস্থিতিতে সব আচার অনুষ্ঠান মেনে বিয়ে সারলেন দু'জনে। প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠান চলছে বেশ কয়েকদিন ধরে। এনগেজমেন্ট, গায়ে হলুদের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রসিধের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছিল দেবদত্ত পাডিকালকে। বিয়ের অনুষ্ঠানে কর্নাটকের ক্রিকেটারদের ছাড়াও দেখা গেল জাতীয় দলের বেশ কয়েকজন সদস্যকে। বিয়ের পর নবদম্পতির সঙ্গে গ্রুপ ফটোতে দেখা গিয়েছে জসপ্রীত বুমরা, শ্রেয়স আইয়ার ও মায়াঙ্ক আগরওয়ালকে। মায়াঙ্কের সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী। মায়াঙ্ক দীর্ঘদিন জাতীয় দলে সুযোগ পান না। এদিকে অস্ত্রোপচারের পর বুমরা ও শ্রেয়স দু'জনই সুস্থতার পথে। যে কারণে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে নেই তাঁরা। চোটের কারণে প্রসিধ কৃষ্ণ নিজেও দীর্ঘদিন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে। প্রসিধের সুস্থ হতে সময় লাগবে ছয়মাসের মতো। রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে আইপিএল খেলতে পারেননি। ওডিআই বিশ্বকাপেও এই সাদা বলের স্পেশালিস্ট বোলারকে পাওয়া নিয়ে সংশয়। ২২ গজ থেকে দূরে। চোট থেকে সেরে উঠতে সময় লাগবে। এই ফাঁকে বিয়ের পর্ব সেরে রাখলেন প্রসিধ। এরপর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে জাতীয় দলে ফেরার লড়াই শুরু হবে।

## মেসির আগমনের খবর শুনেই ১৪০০ গুণ বেড়ে গেল টিকিটের দাম

**মায়ামি, ৮ জুনঃ** ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিচ্ছেন লিয়োনেল মেসি। বুধবার রাত থেকে এই খবর ছড়িয়ে পড়ামাত্রই মেজর লিগ সকারে (আমেরিকার ঘরোয়া লিগ) ইন্টার মায়ামির ম্যাচের টিকিটের দাম ঊর্ধ্বমুখী। যে ম্যাচ অনেক কম অর্থে দেখা যেত, সেই ম্যাচের টিকিটই বিক্রি হচ্ছে ১৪০০ গুণ বেশি অর্থে। তাতেও সঙ্কুলান হচ্ছে না। চাহিদা এতটাই বেশি। তা-ও এগুলি মেসির প্রথম ম্যাচ নয়। আগস্ট মাসে যে যে ম্যাচ খেলবে মায়ামি তারই টিকিটের দাম আকাশ ছুঁয়েছে। এক-একটি টিকিট বিক্রি হচ্ছে ৩০০ ডলারে (ভারতীয় মুদ্রায় ২৪,৮০০ টাকা)। আগামী ২৬ অগস্ট নিউ ইয়র্ক রেড বুলসের বিরুদ্ধে খেলবে মায়ামি। সেই ম্যাচের জন্যে টিকিটের দাম উঠেছে এতটাই! মাঠের একেবারে ধারে বসে মেসির খেলা দেখতে চাইলে খসাতে হবে ২০০০ ডলার (১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা)। সাধারণত সেই ম্যাচে টিকিটের দাম শুরু হয় ২০ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ১৭০০ টাকা) থেকে।

# ইন্টার মায়ামিতে যাচ্ছি, বললেন মেসি

**প্যারিস, ৮ জুনঃ** কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা নানা গুঞ্জন আর জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটেছে অবশেষে। লিওনেল মেসি বললেন, ''আমি ইন্টার মায়ামিতে যাচ্ছি।'' বুধবার রাতে দুটি স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত সাক্ষাৎকারে এ কথা জানান আর্জেন্টাইন তারকা। ৩৫ বছর বয়সী মেসির পিএসজি ছাড়ার খবর নিশ্চিত হয়েছিল আগেই। পরবর্তী গন্তব্য হিসেবে আলোচনায় ছিল তিনটি ক্লাব। মেসির প্রাক্তন ক্লাব বার্সেলোনা, সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল ও যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ইন্টার মায়ামি। এর মধ্যে আল হিলালের বড় অঙ্কের প্রস্তাব এবং প্রাক্তন ক্লাব বার্সেলোনা নিয়েই গুঞ্জন ছিল বেশি। তবে দলবদল-নাটকীয়তার নতুন দৃষ্টান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মায়ামিমুখী হয়েছেন মেসি। প্যারিসে বসে স্পেনের মুন্দো দেপোর্তিভো ও স্পোর্তকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসি বলেন, ''আমি মায়ামিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। চুক্তি সম্পন্নের কাজ এখনো শতভাগ শেষ হয়নি। কিছু বিষয় এখনো বাকিও আছে। তবু এই পথেই হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।'' কেন মায়ামিকে বেছে নেওয়া, সেই ব্যাখ্যায় মেসি বলেন, ''আমি ইউরোপ ছাড়তে চেয়েছি। এটা সত্য যে আমার সামনে অন্য ইউরোপিয়ান দলের প্রস্তাবও ছিল। তবে সেটা নিয়ে একদমই ভাবিনি। কারণ, ইউরোপে খেললে শুধু বার্সেলোনায় যেতাম।'' বার্সেলোনায় ফেরার ভাবনা থাকলেও মূলত পেছনের তেতো অভিজ্ঞতার কারণে পিছিয়েছেন বলে জানান মেসি। ২০২১ সালের আগস্টে বার্সেলোনার আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে বাধ্য হয়ে ক্লাব ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। এবার বার্সা তাঁকে ফেরানোর কথা বললেও কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারছিল না। গতবারের মতো এবারও শেষ মুহূর্তে বার্সেলোনা অপারগতা প্রকাশ করতে পারে, এমন শঙ্কা ছিল বলে জানান মেসি, ''আমি বার্সেলোনাতেই ফিরতে চেয়েছিলাম। তবে এই ভয়ও ছিল, আগের ব্যাপারটা আবারও ঘটতে পারে।'' যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ফুটবলে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করার কথা বলেছেন মেসি, ''বিশ্বকাপ জিতেছি আর বার্সেলোনায়ও যেতে পারছি না, এমন পরিস্থিতিতে ফুটবলে ভিন্ন রূপে বাঁচতে এবং দৈনন্দিন জীবনকে আরও উপভোগ করতে এখন এমএলএসে যাওয়াকে সঠিক মনে হয়েছে।'' আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম ওলে জানিয়েছে, ইন্টার মায়ামিতে মেসি একা যাচ্ছেন না। ফ্লোরিডার ক্লাবটি তাঁর মাঠের বন্ধুদের দলভুক্ত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যাঁদের মধ্যে আছেন লুইস সুয়ারেজ ও সের্হিও বুসকেতস। আর্জেন্টিনা ও বার্সেলোনার প্রাক্তন কোচ টাটা মার্টিনোকে কোচের দায়িত্ব দিতে পারে মায়ামি।

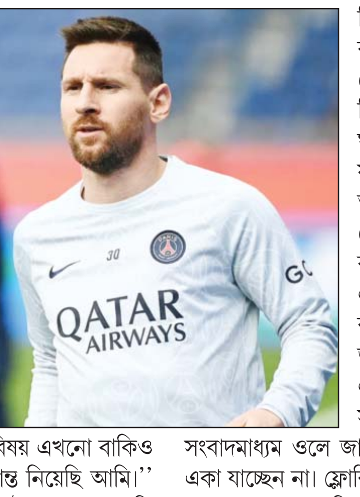

## ধর্ষণের অভিযোগে রেহাই নেই, মামলা চলবে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে

**কলম্বো, ৮ জুনঃ** গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে যৌননিগ্রহের অভিযোগ ওঠে শ্রীলঙ্কার দানুস্কা গুণতিলকের বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগও ছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই মামলার শুনানি চলবে। গুণতিলককে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত করা হয়েছে। নভেম্বর মাসে তাঁকে গ্রেফতার করার পরেই নির্বাসিত করা হয়। গত মাসে চারটি অভিযোগের মধ্যে তিনটি থেকে মুক্তি পান গুণতিলক। বাকি একটি অভিযোগের ভিত্তিতেই শুনানি হবে গুণতিলকের। অস্ট্রেলিয়ার এক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, গুণতিলকার বিরুদ্ধে সম্মতি ছাড়া শারীরিক সম্পর্ক করার অভিযোগের শুনানি হয়েছে বৃহস্পতিবার সিডনির কোর্টে। শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার চেয়েছিলেন জামিনের শর্ত শিথিল করার। প্রতি দিন হাজিরা দেওয়ার বদলে সপ্তাহে তিন দিন করার আবেদন করেছিলেন তিনি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মাঝে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার গুণতিলকের উপর। তাঁকে গ্রেফতার করে নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশ। দেশের ক্রিকেটার গ্রেফতার হওয়ার পরে মুখ খোলে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। তারা জানায়, আলাদা করে তদন্ত করে দেখবে। গুণতিলক দোষী প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। এর পরেই তাঁকে নির্বাসিত করে শ্রীলঙ্কার বোর্ড।

## এই প্রজন্মের সেরা টেস্ট ক্রিকেটার স্মিথ কোহলি

**লন্ডন, ৮ জুনঃ** বাবর আজম, কেন উইলিয়ামসন, স্টিভ স্মিথ এবং বিরাট কোহলি। বিশ্বসেরা ব্যাটার খুঁজতে হলে এই বন্ধনীতেই রাখতে হবে চোখ। লাল থেকে সাদা-সব ফর্ম্যাটেই এই চার মূর্তি দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। সেঞ্চুরি করা, টিমকে টানা, প্রতিপক্ষকে চাপে রাখা আর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা- সব দশকেই তারকা এ ভাবেই দিয়েছেন নিজের পরিচিতি। এই চার মূর্তি ব্যাতিক্রম নন। পাকিস্তানের বাবর, নিউজিল্যান্ডের উইলিয়ামসন, অস্ট্রেলিয়ার স্মিথ নাকি ভারতের কিং কোহলি? এঁদের মধ্যে সেরা বাছবেন কাকে? ধারাভাষ্যকার, বিশ্লেষক, প্রাক্তন কি ক্রিকেট প্রেমী, এক এক জন এক এক রকম ব্যাখ্যা দেবেন। কিন্তু তিনি জোর গলায় এই বন্ধনীর মধ্যে থেকে সেরা বেছে নিলেন। কাকে টেস্ট ক্রিকেটের সেরা ব্যাটার বলা উচিত? স্টিভ স্মিথ। কে বলছেন এমন কথা? বিরাট কোহলি। ইদানীং আর আইপিএল খেলছেন না। ইদানীং আর হইচইয়ের ক্রিকেটে খুব বেশি মন নেই। ইদানীং তাঁর যাবতীয় ফোকাস বোধ হয় লাল বলের ক্রিকেট। সেই কারণে বিশ্ব টেস্ট ফাইনালের আগে কাউন্টি খেলতে গিয়েছিলেন। তার সুফল হাতেনাতে পেলেন। রোহিত শর্মা টস জিতে ফিল্ডিং নিয়ে ট্রফিটা অস্ট্রেলিয়ানদের হাতে তুলে দিয়েছেন কিনা, এই আলোচনা খুব শিগগিরই বিতর্কের চেহারা নেবে। সৌজন্যে স্টিভ স্মিথ। ওভালের পিচ স্যাঁতস্যাঁতে, বাউন্সি, স্পিনি। মোদ্দা কথা হল, বোলারদের দাপটে খুব একটা স্বস্তি পাওয়ার কথা নয় ব্যাটারদের। কেউ কেউ অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যেই নিজের জাত চেনান। বুধবার যখন ব্যাট করতে এসেছিলেন তিন উইকেট খুইয়ে রীতিমতো কাঁপছে অস্ট্রেলিয়ান মেরুদণ্ড। সেখান থেকে তাঁর এই ২২৯ বলে সাজানো সেঞ্চুরি টিমকে ভরসা তো দিলই, ভারতকে ঠেলে দিল আরও ব্যাকফুটে। বিরাট কি আঁচ করেছিলেন, স্মিথ এগোবেন, আরও এগোবেন? বিরাট বলছেন, ''আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, বলব, আমাদের প্রজন্মের সেরা টেস্ট ক্রিকেটারের নাম স্টিভ স্মিথ। ও প্রতি মুহূর্তে নিজেকে প্রমাণ করেছে। ওর এবিলিটি নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠবে না। ৮০-৯০টা টেস্ট ম্যাচ খেলার পরেও ৬০ এর উপর গড়। এক কথায় অবিশ্বাস্য। যে ধারাবাহিকতা, যে প্রভাব ও দিনের পর দিন তুলে ধরেছে গত ১০ বছরে আমি দেখিনি।'' বিশ্ব টেস্ট ফাইনাল যত না ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার খেলা, তার থেকে স্মিথ বনাম কোহলির ম্যাচ। পয়লা রাউন্ডে স্মিথ নিশ্চিতভাবেই অনেকখানি এগিয়ে রয়েছেন। ভারতকে যদি স্মিথের পাল্টা এবং টস বিতর্ক থামাতে হয়, তা হলে বিরাটের ব্যাটে সেঞ্চুরি চাই। ইংল্যান্ড আবার কোহলিকে খুব একটা সুখস্মৃতি দেয় না। স্মিথ কি তাতিয়ে দিচ্ছেন বিরাটকে?

## নেইমার বার্সায় ফিরতে চান, জাভি বলছেন, 'পরিকল্পনায় নেই'

**বার্সেলোনা, ৮ জুনঃ** বার্সেলোনা নিজেদের পরিকল্পনায় রেখেছিল লিওনেল মেসিকে। আর্জেন্টাইন তারকাও তাঁর পুরোনো ডেরায় ফিরতে চেয়েছিলেন। মেসিকে ফেরাতে নানা ধরনের কাগজপত্র তৈরির বেড়াজালে নিজেদের আবদ্ধ করে রাখায় বার্সা কাজের কাজটা করতে পারেনি। সে কারণে মেসিরও ফেরা হয়নি পুরোনো ঘরে। মেসি আগামী মৌসুম থেকে খেলবেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের দল ইন্টার মায়ামির হয়ে। মেসি না আসায় বার্সেলোনার পরিকল্পনা এখন এলোমেলো। কোচ জাভিও মেসি আসছেন-এমনটা ভেবেই দল সাজানোর ব্যাপারটি মাথায় রেখেছিলেন। এখন কী হবে! বার্সেলোনা এখন কী করবে। এমন যখন অবস্থা, তখন ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার বার্সেলোনায় ফিরতে চাইছেন বলেই জানিয়েছে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম স্পোর্ত। তারা খবর দিয়েছে, নেইমার বার্সেলোনায় ফিরতে চান নিজের বেতন অনেকটাই কমিয়ে। বার্সেলোনা তাদের দলে আগামী মরসুমে একটা বড় নাম যোগ করতে চায়। তারা এমন একজন খেলোয়াড়কে চেয়েছিল, যিনি একাই মাঠে পার্থক্য গড়ে দিতে পারেন। মেসি হতে পারতেন সে ধরনের একজন খেলোয়াড়। এখন স্পোর্ত জানাচ্ছে, মেসির জায়গায় নেইমার হতে পারেন সে ধরনের এক খেলোয়াড়। তবে নেইমারের বার্সেলোনায় ফেরার ব্যাপারটা গুঞ্জনের মধ্যে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বার্সেলোনা কোচ জাভিও নেইমারকে নিয়ে এই গুঞ্জনে অবাকই হয়েছেন। ইউরোপীয় ফুটবলে দলবদল-সংক্রান্ত খবরাখবর দেওয়ার জন্য নির্ভরযোগ্য ইতালীয় সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো তাঁর টুইটে বার্সেলোনা কোচ জাভির একটা মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। জাভি বলেছেন, 'আমি নেইমারের এই খবরে বেশ অবাক হয়েছি। সে কখনোই আমাদের পরিকল্পনায় ছিল না।' পিএসজিতে সময়টা অনেক দিন ধরেই খারাপ যাচ্ছে নেইমারের। কিলিয়ান এমবাপে ও নেইমারের সঙ্গে তাঁর রসায়নটা প্যারিসে মোটেও জমেনি। কিছুদিন আগে, পিএসজির কিছু উগ্র সমর্থকেরা তাঁর বাড়ির সামনে গিয়ে বিক্ষোভ করেছে, তাঁর বিরুদ্ধে নেতিবাচক স্লোগান দিয়েছে।

## ৫৮ বছর পর ইউরোপিয়ান ট্রফি জিতল ওয়েস্ট হাম

ম্যাচ এগোচ্ছিল অতিরিক্ত সময়ের দিকে। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটের খেলা চলছিল তখন। এমন সময়েই ফিওরেন্তিনার জালে বল পাঠালেন জ্যারড বোয়েন। তার এই গোলই গড়ে দিল ব্যবধান। নাটকীয় জয়ে ইউরোপা কনফারেন্স লিগের শিরোপা জিতল ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড। ঘুচল ইংলিশ ক্লাবটির প্রায় অর্ধ শতাব্দীর অপেক্ষা। ইংলিশ উইঙ্গার বোয়েন বললেন, তার কেরিয়ারের সেরা ম্যাচ এটিই।

**প্রাগ, ৮ জুনঃ** প্রাগের ফরচুনা অ্যারেনায় গতকাল রাতে শেষ বাঁশি বাজার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রসিকতা শুরু হয়-ওয়েস্ট হাম ইউনাইটেড ১-আর্সেনাল ০। অথচ ম্যাচটা ছিল ফিওরেন্তিনা বনাম ওয়েস্ট হামের। ইউরোপা কনফারেন্স লিগের ফাইনাল। ইতালিয়ান ক্লাবটিকে ২-১ গোলে হারিয়ে ওয়েস্ট হামের ৪৩ বছর পর বড় কোনো টুর্নামেন্টের শিরোপা জয়ে খোঁচাটা লেগেছে আর্সেনাল সমর্থকদের। ওয়েস্ট হাম ও

আর্সেনালের এই স্কোরলাইন দিয়ে বোঝানো হয়, এই শতাব্দীতে আর্সেনাল ইউরোপিয়ান কোনো শিরোপা জিততে না পারলেও ওয়েস্ট হাম পেরেছে! ফাইনালটা অতিরিক্ত সময়ে গড়ানোর পথে ছিল। ৮৯ মিনিট পর্যন্তও ১-১ গোলের সমতায় ছিল দুই দল। ৬২ মিনিটে সাইদ বেনরাহমার পেনাল্টি থেকে করা গোলে এগিয়ে যায় ওয়েস্ট হাম। কিন্তু পাঁচ মিনিট পরই গিয়াকমো বোনাভেনচুরার গোলে সমতায় ফেরে ইতালিয়ান ক্লাব ফিওরেন্তিনা। শেষ পর্যন্ত ৯০ মিনিটে লুকাস পাকেতার ডিফেন্স-চেরা পাস থেকে ওয়েস্ট হামকে জয়সূচক গোলটি এনে দেন জ্যারড বোয়েন। গত ৫৮ বছরের মধ্যে ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় এটাই প্রথম শিরোপা ওয়েস্ট হামের। ফাইনালে উত্তেজনা ছড়িয়েছেন ওয়েস্ট হামের দর্শকেরা। তাঁদের গ্যালারি থেকে ছোড়া বোতলের আঘাত হজম করতে হয়েছে ফিওরেন্তিনা অধিনায়ক ক্রিস্টিয়ানো বিরাঘিকে। কর্নার নেওয়ার সময় তাঁকে বোতল ও কাপ ছুড়ে মেরেছেন ওয়েস্ট হামের সমর্থকেরা। তাঁদের ক্লাব অবশ্য বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি। দুষ্কৃতকারীকে ধরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে ওয়েস্ট হাম। কোচিং কেরিয়ারে এবারই প্রথম ইউরোপিয়ান ট্রফি জেতা ওয়েস্ট হামের কোচ ডেভিড ময়েস ফাইনাল জিতে বলেছেন, ''ফুটবলে আমার কেরিয়ার দীর্ঘদিনের, কিন্তু এমন মুহূর্তের দেখা খুব কমই পেয়েছি।'' ইউরোপে সর্বশেষ ১৯৬৫ সালে কাপ উইনার্স কাপ জিতেছিল ওয়েস্ট হাম।

## 'কম চাহিদার' লিগের জন্য মেসিকে শুভেচ্ছা বার্সার

লিওনেল মেসিকে ফেরাতে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বলে বিবৃতিতে জানিয়েছে বার্সেলোনা। কিন্তু গত সোমবারই মেসির বাবার কাছ থেকে তারা জানতে পারেন, মেসি যোগ দিচ্ছেন ইন্টার মায়ামিতে। আর্জেন্টাইন এই তারকা এখন পাদপ্রদীপের আলো থেকে দূরে কম চাহিদা ও কম চাপের লিগে খেলতে চান বলেও উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে।

**বার্সেলোনা, ৮ জুনঃ** যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়া নিশ্চিত হওয়ার পর নানা আলোচনা ও গুঞ্জনের মধ্যে এই বিবৃতি দিয়ে নতুন অধ্যায়ের জন্য মেসিকে শুভ কামনা জানাল তার পুরনো ক্লাব বার্সেলোনা। গত বেশ কিছুদিন ধরেই মেসির বার্সেলোনায় ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছিল অনেক। নিজেদের প্রবল আগ্রহের কথা জানিয়ে বার্সেলোনা কোচ জাভি হার্নান্দেস কয়েক দফায় বলেন, সবকিছুই এখন নির্ভর সিদ্ধান্ত। যদিও এফসি বার্সেলোনা ও লিওনেল মেসি উভয়েরই চাওয়া ছিল, এই জার্সিতে আবার তাকে দেখা যাবে এবং বার্সেলোনা থেকে তাকে প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। মেসির ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তের পেছনের কারণও ক্লাব সভাপতি অনুধাবন করতে পারছেন বলে জানানো হয় বার্সেলোনার বিবৃতিতে। কম চাহিদার লিগে, পাদপ্রদীপের আলো থেকে আরও দূরে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোয় যতটা চাপের মধ্য দিয়ে

করছে মেসির সিদ্ধান্তের ওপর। মেসির বাবা জর্জে মেসি গত সোমবার বার্সেলোনার সভাপতি হুয়ান লাপোর্তার সঙ্গে বৈঠক করার পর জোর দিয়ে জানান, কাতালান ক্লাবটিতেই ফিরতে চান তার ছেলে। কিন্তু দুই দিন পরই খবর প্রকাশিত হয়, মেসি বেছে নিয়েছেন ইন্টার মায়ামিকে। বার্সেলোনা এরপর বিবৃতিতে জানায়, সোমবারই জর্জে মেসি তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তার ছেলের নতুন ঠিকানার কথা। গত ৫ জুন, সোমবার, মেসির বাবা ও তার প্রতিনিধি জর্জে মেসি ক্লাব প্রেসিডেন্ট হুয়ান লাপোর্তাকে জানিয়ে দেন এই খেলোয়াড়ের ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার যেতে হয়েছে তাকে, এর চেয়ে কম চাপের লিগে মেসির খেলতে চাওয়ার সিদ্ধান্ত বার্সেলোনা সভাপতি উপলব্ধি করতে পারছেন এবং সম্মানও করেন। বিবৃতিতে জানানো হয়, বার্সেলোনা সমর্থকদের কাছ থেকে উপযুক্ত একটি বিদায়ী আয়োজনের জন্য একসঙ্গে কাজ করতে লাপোর্তার সঙ্গে একমত হয়েছেন জর্জে মেসি। মেসি এ দিনই একটি সাক্ষাৎকারে জানান, বার্সেলোনায় ফিরতে তিনি দারুণ উদগ্রীব হলেও দুই বছর আগে ক্লাব ছাড়ার সময়কার সেই তেতো পরিস্থিতির মধ্যে আর পড়তে চাননি বলেই ইন্টার মায়ামিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।


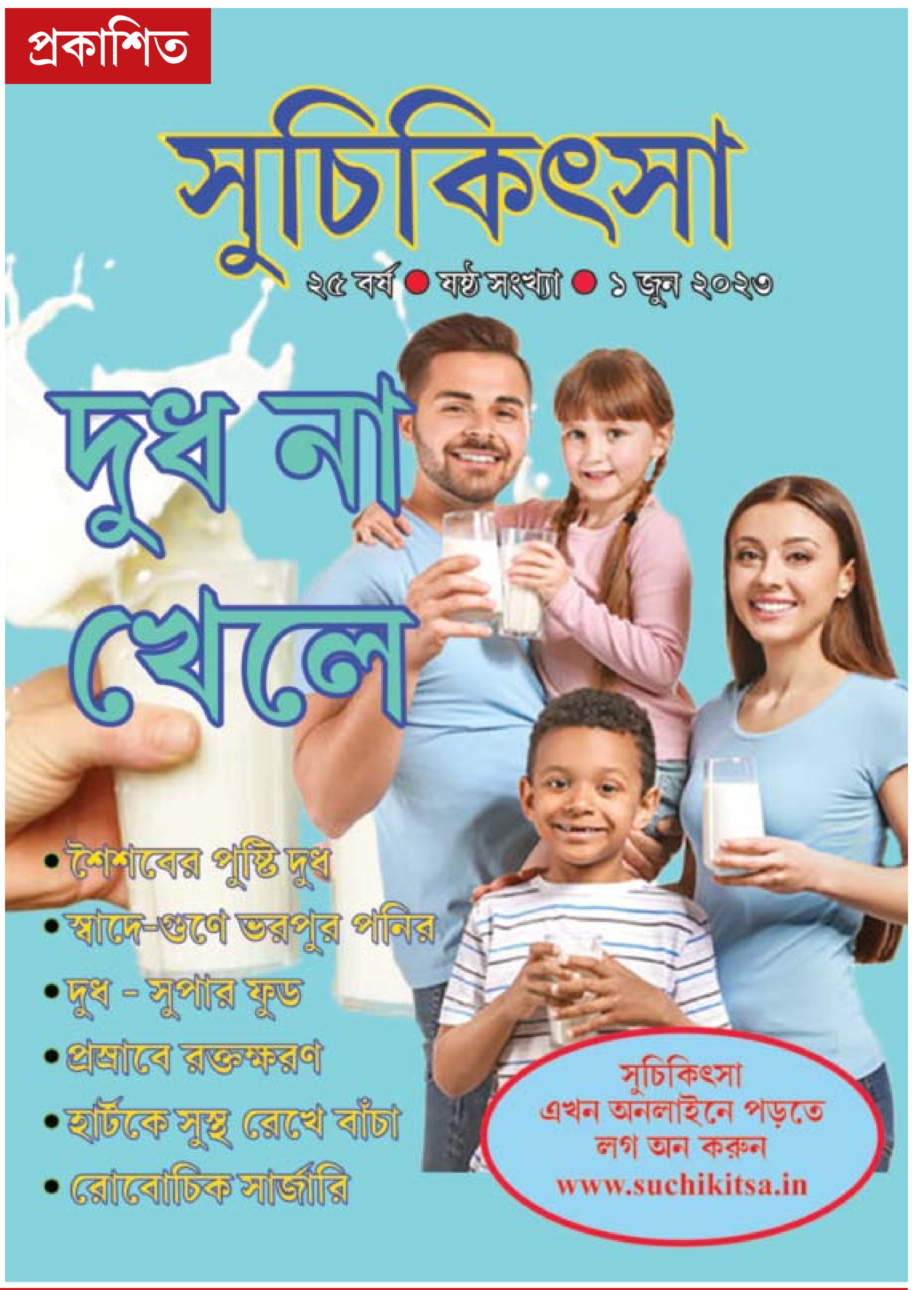



স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501